ষষ্ঠ বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

• সম্পাদক •

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৷০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০

Contents

বিনা মূল্যে! বিনা মূল্যে!!

বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে

তিনখানা পুস্তিকা—

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব প্রণীত

১। "জামাআতে ইছলামী"

বনাম

আহলে-হাদীছ আন্দোলন

ইহাতে পাইবেন আহলে হাদীছ আন্দোলন কী এবং কেন, এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য, 'ইছলামী জামাআত' ও অন্যান্য দল ও মযহবের সহিত উহার পার্থক্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব। ইছলামী জামাআতের প্রকৃত পরিচয় এবং উহার মুছলিম সংহতি-বিরোধী ভূমিকা ও কার্যকলাপের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায়।

পাকিস্তানে ইছলামী শাসন সংবিধানের দাবীতে

২। AN APPEAL

by

The President, East Pakistan Jamiate Ahle Hadeeth

TO

The Hon'ble Members Of The New Constituent Assembly.

صدر جمعیت اہل حدیث مشرقی پاکستان کا

گذارش نامہ

ارا کین مجلس دستور ساز ان پاکستان کے نام

ঘরে বসিয়া বিনা মূল্যে অবিলম্বে পাইতে হইলে উপরোক্ত প্রতি তিনখানা পুস্তিকা কিম্বা যে কোন এক বা দুইখানার জন্য ৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠান।

ম্যানেজার—আল-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

ষষ্ঠ বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা

১৩৭৫ হিঃ। আশ্বিন, বাং ১৩৬২ সাল।

বিষয়সূচী

বিষয় ঃ—		লেখক ঃ—		পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত আলফাতিহার তফছীর	...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	...	১০১
২। নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির গণতান্ত্রিক মূল্য	...	ঐ	...	১০৯
৩। ইয়ম উন্-নবী (কবিতা)	...	আঃ কাঃ শঃ নূরমোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ	...	১১৬
৪। মুছলিম রাজ্যসমূহের প্রচলিত আইন	...	মূল : আল্লামা শহীদ আওদা অনুবাদ : আলকোরায়শী	...	১১৭
৫। ছাড় ছাড় তরী আজ (কবিতা)	...	আশরাফ উদ্দীন আহমদ	...	১২১
৬। মগরিবের আযাদী সংগ্রাম	...	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	...	১২২
৭। সংগীত চর্চা (বিচার ও আলোচনা)	...	মোহাঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	...	১২৯
৮। জিজ্ঞাসা ও উত্তর :				
৫৮। আহ্‌লে হাদীছ ইমামের পিছনে হানাফীগণের এবং হানাফী ইমামের পিছনে আহ্‌লে হাদীছগণের নমায জায়েযের প্রমাণ—	...	ঐ	...	১৩৩
৯। সাময়িক প্রসংগ (সম্পাদকীয়)	...	সম্পাদক	...	১৩৭
১০। বিশ্ব পরিক্রমা	...	সহকারী সম্পাদক	...	১৪২
১১। বন্যার্তদের সেবায় পূর্ব-পাক জম্‌ঈয়তে আহলে হাদীছ	...	সেক্রেটারী ...	...	১৪৫
১২। বন্যা-পীড়িত দুঃস্থ জনগণের সাহায্যেকল্পে পূর্ব-পাক জম্‌ঈয়তে আহলে হাদীছের আবেদন	...		...	১৪৮
১৩। বিশ্ব-নিয়ন্তা (কবিতা)	...	ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান এল, এম, এফ	...	১৪৯
১৪। প্রাপ্তিস্বীকার	...	সেক্রেটারী	...	১৫০

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

ষষ্ঠ বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত্‌ আল-ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৩৩)

হযরত মূছা (আঃ) প্রায় সকল সময় আল্লাহর নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন যে, হে আমার আল্লাহ, পূর্ণ প্রশস্তির অধিকার একমাত্র আপনার জন্যই এবং আমার যাবতীয় অভিযোগও শুধু আপনার কাছেই। একমাত্র আপনি আমার অবলম্বন, ফরিয়াদ শ্রবণকারী এবং বল

اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بك -

উমর ফারূক (রাযিঃ) ফজরের নমাযে ইউনুছ, ইউছুফ ও আন্‌নহল প্রভৃতি ছুরতগুলি পাঠ করিতেন। যখনই ছুরত ইউছুফে উল্লিখিত "আমি আমার সমুদয় শোক এবং দুঃখের ফরিয়াদ শুধু আল্লাহর কাছেই নিবেদন করিতেছি" (৮৬ আয়ত) বাক্যটি পাঠ করিতেন তখনই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিতেন এবং তাঁহার ক্রন্দনের শব্দ নমাযের জামাআতের শেষ পংক্তি পর্যন্ত শ্রুতিগোচর হইত।

انما اشكو بثى و حزنى الى الله !

ভরসা! যে আশ্রয় এবং শক্তি আমি লাভ করিয়া থাকি শুধু আপনার নিকট হইতেই লাভ করি।

তায়েফের পাষণ্ডদল রহমতের পূর্ণপ্রতীক হযরত মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) পবিত্র পৃষ্ঠদেশ যখন লোষ্ট্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল তখন তাঁহার রসনা হইতে এই প্রার্থনাই উচ্চারিত হইয়াছিল, হে আমার আল্লাহ, আমি আমার শক্তির দুর্বলতা, স্বীয় সহায়হীনতা এবং লোকচক্ষে আমার হেয়তার অভিযোগ শুধু আপনার কাছেই সমুপস্থিত করিতেছি! আপনি দুঃস্থ দুর্বলগণের প্রভু এবং আপনি আমারও প্রভু! হে আমার আল্লাহ, আপনি আমাকে কোন্ দূরে কাহার কাছে সমর্পণ করিতেছেন? অথবা যে শত্রু আমাকে শুধু কর্কশ ভাষায় জর্জরিত করিবে এবং আমার সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে আপনি আমাকে কি সেই শত্রুর হস্তেই সমর্পণ করিবেন? হে প্রভু, আমি যদি আপনার ক্রোধের পাত্র না হইয়া থাকি, তাহাহইলে যেরূপ বেদনা ও বিপদেই আমি নিপতিত হইনা কেন আমি তাহা গ্রাহ্য করিনা। আপনার ক্ষমাই আমার সর্বাপেক্ষা অধিকতর কাম্য! আপনার পবিত্র বদনমণ্ডলের যে নূরের প্রভাবে সমুদয় সূচীভেদ্য অন্ধকার জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে এবং মর ও অমর লোকের সমুদয় কার্য সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, সেই মহাজ্যোতির নিকট আমি আশ্রয় যাচ্ঞা করিতেছি, যাহাতে আপনার ক্রোধ আমার উপর অবতীর্ণ না হয় এবং আমি আপনার বিরাগভাজন না হই। সকল সন্তুষ্টির অধিকারী একমাত্র আপনি! আপনি ব্যতীত আমার আর কোনই আশ্রয় এবং শক্তি নাই।

اللهم اليك اشكو ضعف قوتى و قلة حيلتى و هوانى على الناس، انت رب المستضعفين وانت ربى! اللهم الى من تكلنى الى بعيد يتجهمنى؟ ام الى عدو ملكته امرى؟ ان لم يكن بك غضب علىّ فلا ابالى غير ان عافيتك اوسع لى - اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت به الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة ان ينزل فىّ سخطك او يحل علىّ غضبك! لك العتبى حتى ترضى فلا حول ولا قوة الا بك!

ফলকথা—আল্লাহর নিকট নিজেদের যাবতীয় দুঃখ ও কষ্টের ফরিয়াদ উপস্থিত করা এবং নিজেদের দুঃখ ও দৈন্যের জন্য তাঁহার সদনে আবেদন-নিবেদন করিতে থাকা কোনক্রমেই নিষিদ্ধ ও দোষনীয় নয় বরং এই রীতি সবিশেষ প্রশংসনীয় ও অত্যন্ত উপকারী। যে বান্দা স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপার শরণাপন্ন হইতে যত অধিক আগ্রহান্বিত হইবে তাহার "আবাদীয়ত"ও ততোধিক দৃঢ় এবং অবিমিশ্র হইতে থাকিবে এবং সে "গায়রুল্লাহ"র প্রভাব ও অধিকার হইতে ততোধিক মুক্ত ও সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া উঠিবে। কোন সৃষ্টজীবের আকাংখা ও অনুরাগ যেরূপ উক্ত জীবের নিকট আত্মসমর্পণ করার উপলক্ষ হইয়া থাকে এবং তাহার সম্পর্কে নৈরাশ্য ও বৈরাগ্য তাহার আত্মার মুক্তি ও শুদ্ধির কারণ ঘটাইয়া থাকে ঠিক সেইরূপ সৃষ্টিকর্তা ও প্রকৃত অন্নদাতার অনুগ্রহ লাভের দুর্বার আকাংখা ও আগ্রহ তাঁহার "অবুদীয়তে"র উপলক্ষে পরিণত হয়। সৃষ্টিকর্তার কামনা ও যাচ্ঞা পরিহার করার অর্থ হইতেছে তাঁহার "অবুদীয়ত" হইতে পাশ কাটাইয়া যাওয়া।

যে সকল ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা ও যাচ্ঞার রীতি পরিহার করিয়া কোন সৃষ্টজীবের সহিত এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া বসে যে, তাহাকেই স্বীয় আশা ভরসার কেন্দ্ররূপে বরণ করিয়া লয় এবং এই বুনিয়াদের উপরেই স্বীয় অন্তরের—বিশ্বাসের সৌধ নির্মাণ করে, তাহাদের পক্ষে আল্লাহর "অবুদীয়ত" হইতে বিচ্যুত হইবার আশংকা সর্বাপেক্ষা অধিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে ব্যক্তি স্বীয় সাম্রাজ্য, সৈন্য বাহিনী এবং নওকর-চাকর প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত অথবা যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং ধন-সম্পদের ভাণ্ডারকেই স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির কারণ রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে অথবা নিজের কোন মুনিব, শাসনকর্তা অথবা কোন পীর, মুর্শিদ, গওছ ও কুতুব অথবা অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় এবং সাহায্যের স্থল রূপে বরণ করিয়া লয়, যাহারা মৃত অথবা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা যাহাদের মৃত্যু ও বিলুপ্তি—অবশ্যম্ভাবী তাহাদের গোমরাহী ও আধ্যাত্মিক মৃত্যু

সম্বন্ধে সন্দেহের কোনই অবকাশ থাকিতে পারেনা। ছুরত আল ফুর্কানে রছুলুল্লাহর (দঃ) মধ্যস্থতায় বিশ্ব মানবকে উপরি উক্ত নির্ভরশীলতার জন্যই আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ বলিয়াছেন, সেই চিরঞ্জীবীর উপরেই নির্ভর কর যিনি কদাচ মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন না এবং তাঁহারই হামদের তছবীহ ঘোষণায় রত থাক। বান্দার ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে বিশদ অবগতির জন্য আল্লাহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন—৫৮ আয়ত।

و توكل على الحى الذى لا يموت و سبح بحمده و كفى به بذنوب عباده خبيرا –

ইহা অনস্বীকার্য যে, কোন ব্যক্তি কাহারো সম্বন্ধে যদি এরূপ আশাপোষণ করে যে, বিপদে ও প্রয়োজন মূহূর্তে সে তাহাকে উদ্ধার করিবে, অথবা তাহাকে অন্নদান করিবে, অথবা তাহাকে সরল ও সঠিক পথের সন্ধান দিবে, তাহাহইলে উক্ত ব্যক্তির মানসলোক তাহার শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে এরূপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে যে, বিনয় ও বিনম্র চিত্তে তাঁহার উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তির মস্তক স্বতঃই প্রণত হইতে থাকিবে, শ্রদ্ধা ও বিনয়ের পরিমাণ অনুসারে পরিণামে তাহার অন্তঃকরণে উক্ত ব্যক্তির "আবাদীয়ত" অর্থাৎ দাসত্ব ও বন্দেগীর ভাব উন্মেষিত হইবেই।

পরকীয়া অনুরাগের পরিণতি

কোন পুরুষ কোন নারীর রূপ ও যৌবনের আসক্ত হইয়া পড়িলে উক্ত নারী তাহার পক্ষে বৈধ হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত পুরুষ সেই নারীর দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং সেই নারী তাহাকে যদৃচ্ছভাবে তাহার অংগুলি সংকেতে নাচাইতে—থাকে। প্রকাশ্যে স্বামী হইলেও প্রকৃতপক্ষে সে উক্ত নারীর অধীন এবং অনুগত জীবন যাপন করাকেই তাহার জীবনের স্বার্থকতা বিবেচনা করে। কোন নিষ্ঠুর শক্তিমান প্রভু তাহার ক্রীতদাসের—সহিত যেরূপ যদৃচ্ছভবে কঠোর ব্যবহার করিয়া থাকে উক্ত নারী সেই পুরুষের হৃদয়রাজ্যে ততোধিক স্বেচ্ছাচার ও কঠোরতার সহিত প্রভুত্ব চালায়। কারণ আত্মার বন্ধন ও দাসত্ব দেহের বন্ধন—ও দাসত্ব অপেক্ষা যে দৃঢ়তর হইয়া থাকে তাহা সর্বজনবিদিত। যে মানুষের দেহ দাসত্ব শৃংখলে—আবদ্ধ অথচ তাহার মন মুক্ত ও স্বাধীন রহিয়াছে, তাহার অবস্থা বিশেষ বিপজ্জনক নয়। কারণ দেহকে লৌহ শৃংখল হইতে মুক্ত করা সম্ভবপর। কিন্তু দেহরূপী সাম্রাজ্যের অধিপতি হৃদয় অথবা মন যখন এই শৃংখলে আবদ্ধ হয় তখন সে "গায়রুল্লাহ"র দাসত্ব এবং কয়েদের নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহার এই দাসত্বই হইতেছে প্রকৃত দাসত্ব এবং এই দাসত্বই "অবুদীয়তে"র প্রতীক। অন্তরলোকের দাসত্ব ও বন্দেগীর উপরেই পুরস্কার এবং শাস্তি নির্ভর করিয়া থাকে। আর এই জন্যই কোন মুছলমানকে যদি—কোন কাফির যবরদস্তী আটক করিয়া ফেলে অথবা কোন স্বৈরাচারী ফাছিক তাহাকে বলপূর্বক ক্রীতদাসে পরিণত করে, তাহা হইলে তাহার এই অবস্থা তাহার দ্বীন ও ঈমানের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় না, অবশ্য যদি এই কয়েদ ও দাসত্ব অবস্থাতেও সে সাধ্যমত ধর্মের অবশ্য কর্তব্যগুলি পালন করিয়া—চলে। অনুরূপ ভাবে যদি কোন মুছলমান সত্য সত্যই কাহারো দাস হয় এবং সে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ অনুসরণ করার সংগে সংগে তাহার পার্থিব প্রভুর নির্দেশও সাধ্যপক্ষে প্রতিপালন করিয়া চলে, তাহাহইলে সে দ্বিগুণ ভাবে পুরস্কৃত হইবে। এমন কি যদি কোন মুছলমান কোন কাফিরের কবলে পতিত হইয়া "কুফ্রী কথা" উচ্চারণ করিতে বাধ্য হয় অথচ তাহার মনে ঈমানের স্বীকৃতি ও শান্তি বিরাজ করিতে থাকে তাহাহইলে উক্ত 'কুফ্রী কথা' তাহার পক্ষে সবিশেষ ক্ষতিকারক হয় না। পক্ষান্তরে স্বয়ং যাহার অন্তঃকরণ কাহারো দাসত্বে মজিয়াগিয়াছে, প্রকাশ্যে রাজাধিরাজ হইলেও এই দাসত্ব তাহার ঈমানের পক্ষে মৃত্যুবাণ স্বরূপ। কারণ মুক্তি ও দাসত্ব এই উভয়বিধ ভাব মানসলোকের অবস্থার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে।

এপর্যন্ত বৈধ অনুরাগের পরিণতির কথাই বলা হইল। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে যদি মানসলোকের এই অনুরাগ অবৈধ পাত্রে সমর্পিত হয় অর্থাৎ পরনারী

ও পরপুরুষের প্রেমে যদি কাহারো মন মজিয়া উঠে এবং প্রেমের যূপকাষ্ঠে যদি সে তাহার হৃদয় বলিদান করে, তাহা হইলে ইহা তাহার পক্ষে এরূপ একটি অভিশাপ ও ভয়াবহ পাপ হইয়া দাঁড়াইবে যে, তাহাকে রহমানের রহমত হইতে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী এবং তাঁহার দণ্ড ও শাস্তির সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী করিয়া তুলিবে।

খৃত ভয়াবহ রোগের সর্বাপেক্ষা সংকটজনক এবং সর্বশেষ উপসর্গ এইযে, মানুষের মন আল্লাহর স্মরণ এবং ধ্যান হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হইয়া পড়ে এবং ঈমানের আস্বাদ হইতে সে বঞ্চিত হইয়া যায়। মানব হৃদয় যদি আল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় এবং তাঁহার ইবাদত ও বন্দেগীর আস্বাদ একবার লাভ করিতে পারে, তাহাহইলে পৃথিবীর আর কোন ন্যা'মতই তাহার কাছে অধিকতর বাঞ্ছনীয় ও মধুর বিবেচিত হয়না। কোন প্রিয়কে কেহ অধিকতর প্রিয়বস্তুর খাতিরেই পরিহার করিতে পারে অথবা কোন বৃহত্তর ক্ষতি বা বিপদের আশংকা করিয়াই সে তাহার প্রেয়সকে বর্জন করিতে বাধ্য হইতে পারে। একমাত্র যথার্থ প্রেম অথবা বৃহত্তম ক্ষতিই মানুষকে মিথ্যা প্রেমের মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি দান করে। হযরত ইউছুফের কঠোর যৌন-সংযম-ব্রতের গুপ্ত রহস্য সম্বন্ধে ছুরত ইউছুফে কথিত হইয়াছে যে, كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين — আল্লাহ বলেন, আমি ইউছুফকে পাপ এবং নির্লজ্জ আচরণ হইতে রক্ষা করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিলাম! নিশ্চয় সে আমার একনিষ্ঠ দাসগণের অন্তরভুক্ত ছিল—২৪ আয়ত।

কোরআনের এই উক্তির সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, 'মর্দেমুমিনে'র অন্তঃকরণের গতিকে আল্লাহ পাপের কলুষ হইতে ফিরাইয়া দিয়া থাকেন। তিনিই মানুষের মনকে রূপের মোহ ও যৌবনের আকর্ষণজাল হইতে রক্ষা করেন এবং 'মর্দেমুমিনে'র ঈমানী-নিষ্ঠার বিনিময়ে তাহাকে ব্যভিচারের পুরীষ হইতে বিশুদ্ধ রাখেন। যতক্ষণ মানুষের রুচি এক-নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা এবং "অবুদীয়তে"-ইলাহীর মজা চাখিতে পারে নাই ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার মন তাহাকে প্রবৃত্তির সেবায় নিয়োজিত করিয়া রাখিবেই এবং তাহাকে প্রবৃত্তির তাড়নার সম্মুখে অসহায় হইয়া থাকিতে হইবেই কিন্তু একবার যদি একনিষ্ঠ ইলাহী প্রেমের মাধুর্য তাহার অন্তরলোককে সরস ও সুমধুর করিয়া তুলিতে পারে এবং এই ঐশপ্রেমের শক্তি তাহার মানসপটে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহাহইলে প্রবৃত্তির সমুদয় উন্মাদনা ও তাড়না সেই মুহূর্তেই মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইবে। এই নীতির কথাই কোরআনে নমাযের দার্শনিকতা প্রসংগে উল্লিখিত হইয়াছে। ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر و لذكرالله اكبر — আল্লাহ বলিয়াছেন, বস্তুতঃ নমায সর্ব-প্রকার নির্লজ্জ এবং নিন্দনীয় কার্য হইতে বিরত রাখে এবং আল্লাহর স্মরণরূপী শ্রেষ্ঠতম কার্য নমাযের ভিতর দিয়া সাধিত হইয়া থাকে—আলআন্‌কাবুত ৪৫ আয়ত।

উল্লিখিত আয়তের সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, নমাযের স্বার্থকতার দুইটি দিক রহিয়াছে। একটি বর্জনের আর একটি অর্জনের। নির্লজ্জ ও নিন্দনীয় আচরণ ও অভ্যাস সমূহের কবল হইতে নমাযের প্রভাবে একাধারে যেরূপ মুক্তিলাভ করা যায়, তেমনি অপর দিকে ইহারই কল্যাণে সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু অর্জিত হইয়া থাকে অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ রূপী ন্যা'মতের অর্জন। উদ্দেশ্যের দিক দিয়া নমাযের পরবর্তী উপকার প্রথমটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও মহত্তর। কারণ মহামহিমান্বিত পরম প্রভু আল্লাহর স্মরণ এবং ইবাদতই জীবনের চরম এবং মুখ্যতম উদ্দেশ্য আর পাপ ও অনাচারের কবল হইতে মুক্তি-লাভ করা উক্ত পথেরই একটি অপরিহার্য মন্‌যিল মাত্র, প্রথমটিকে উপলক্ষ ও আপেক্ষিক উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে।

মানুষের অন্তঃকরণ এরূপ একটি সৃষ্টবস্তু যাহা প্রকৃতি-গতভাবে সত্যাগ্রহী ও সত্যান্বেষী। তাই অসত্য ও পাপের কোন কল্পনা যখন তাহার সম্মুখে উপস্থিত

হয়, তখন মানব হৃদয় তাহাকে দূরে অপসারিত করিতে সচেষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাস ও আগাছাগুলি যেরূপ শস্য ক্ষেত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, ঠিক সেইরূপ পাপ ও কুচিন্তা হৃদয়ের প্রাকৃতিক—সততা ও সত্যপরায়ণতাকে বিনষ্ট করিয়া তোলে। ছুরত আশ্‌শাম্‌ছে আল্লাহ এই কথারই নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে বিশুদ্ধ করিয়াছে সে সফলকাম হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি উহাকে মলিন করিয়াছে সে ব্যর্থকাম হইয়াছে।

قد افلح من زكاها ' وقد خاب من دسّاها –

ছুরত আল্‌আ'লায় বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি নিজেকে বিশুদ্ধ করিল এবং তাহার প্রভুর নাম স্মরণ করিল অতঃপর নমাযে রত হইল সে সাফল্য লাভ করিল।

قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلّى –

ছুরত আন্‌নূরে আত্মশুদ্ধির অন্যতম উপায় স্বরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে, হে রছুল (দঃ), আপনি বিশ্বাসপরায়ণদের বলুন, তাহারা যেন দৃষ্টি অবনত—করিয়া রাখে এবং তাহাদের দেহের গুপ্ত অংশ সমূহের যেন হিফাযত করে, ইহা তাহাদের পক্ষে বিশুদ্ধতম পন্থা, ৩০ আয়ত।

قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ' ذلك ازكى لهم

উক্ত ছুরতে আরো বলা হইয়াছে, যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না—থাকিত তাহাহইলে তোমাদের মধ্যে কেহই বিশুদ্ধ হইতে পারিত না—২১ আয়ত।

ولولا فضل الله عليكم و رحمته ما زكى منكم من احد –

ইহা লক্ষ করা আবশ্যক যে, ছুরত আন্‌নূরের প্রথমোক্ত আয়তে প্রণত দৃষ্টি এবং আবরুর হিফাযতকে আল্লাহ বিশুদ্ধ পন্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং এই সকল আয়তে সমষ্টিগত ভাবে আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, প্রবৃত্তির সংযম আত্মশুদ্ধিলাভের মৌলিক উপায়। আত্মশুদ্ধি এইরূপ একটি ব্যাপক শব্দ যাহার তাৎপর্য হইতেছে আত্মাকে সর্ববিধ দোষ অর্থাৎ নির্লজ্জতা, অত্যাচার, মিথ্যা এবং শির্‌ক প্রভৃতি পাপ হইতে পবিত্র এবং মুক্ত করা।

বস্তুতান্ত্রিকতার শ্রেণীবিভাগ

আমাদের কথা শ্রবণ করিয়া কাহারো ইছলাম সম্বন্ধে এরূপ ভ্রমে পতিত হওয়া উচিত হইবেনা যে, উহা বৈরাগ্যের শিক্ষা প্রদান করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে পার্থিব বিষয় এবং বস্তুগুলি দ্বিবিধ। কতকগুলি বস্তু আর বিষয় এরূপ রহিয়াছে যেগুলির প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবে মানুষ অনুভব করিয়া থাকে। যথা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ এবং স্ত্রী ও স্বামী প্রভৃতি। এই শ্রেণীর বস্তুগুলি অর্জন করা সম্পর্কে 'মর্দেমুমিনে'র রীতি এইযে, সে এগুলির জন্য আল্লাহরই দ্বারস্থ হইবে এবং তাঁহার কাছেই যাচ্ঞা করিবে কিন্তু যে ধন ও সম্পদ তাহার পার্থিব প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে আবশ্যক, তাহার ছওয়ারীর ঘোড়া অথবা শয্যার বস্ত্র অপেক্ষা সে ধন সম্পদের অধিক গুরুত্ব সে কখনও অনুভব করিবেনা। জড়বস্তু সমুহের মধ্যে যেগুলি মানুষের প্রয়োজন এবং জীবন ধারণের পক্ষে স্বাভাবিক ও অপরিহার্য নয়, সেই সকল বস্তুর লোভ ও কামনায় সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকা 'মর্দেমুমিনে'র আচরণ হইতে পারেনা। আমাদের যুগে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্পর্কে নানারূপ আন্দোলন ও আলোচনা দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সঠিক মান নির্ধারিত না হওয়ার ফলে জীবনযাত্রার অবস্থা ও ব্যবস্থায় আকাশ পাতাল প্রভেদ ঘটিতেছে এবং ইহার ফলে সামাজিক জীবনে শান্তি ও সামঞ্জস্যের পরিবর্তে সংঘর্ষ ও অসামঞ্জস্যই ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার প্রয়োজন তথাকথিত অর্থনীতি বিশারদগণ আদৌ অনুভব করিতেছেননা। নিত্য নৈমিত্তিক অপ্রাকৃতিক বস্তু সমুহের ঝোঁক ও আকর্ষণ মানুষদিগকে সেগুলির দাসদাসীতে পরিণত করিতে চলিয়াছে এবং ইহার অপরিহার্য পরিণতি স্বরূপ তাহারা 'গায়রুল্লাহ'র প্রতি নির্ভর করিতেছে। এরূপ অবস্থা সংঘটিত হইবার পর মানসলোকে বাস্তব "অবুদীয়ত" এবং আল্লাহর প্রতি আস্থা ও নির্ভরশীলতা বিরাজ করা কার্যতঃ অসম্ভব। এই অবস্থায় যাহারা পতিত হইয়াছে তাহারা পূর্ণরূপে না হইলেও

আংশিকভাবে 'গায়রুল্লাহ'র "আবাদীয়ত" ও "গায়রুল্লাহ'র প্রতি আস্থার মহাব্যাধিতে অবশ্যই আক্রান্ত হইয়াছে। ধনসম্পদের প্রাচুর্য ও বাহুল্যের জন্য যদি কেহ স্বয়ং আল্লাহর নিকটেই যাচ্ঞা করে তাহাহইলেও তাহাকে হাদীছের কথিত মত 'স্বর্ণ ও রৌপ্যের চাকতির বান্দাই' বলা হইবে। কারণ আল্লাহর নিকট যাচ্ঞাকারী হইলেও সেব্যক্তি আল্লাহর মীমাংসায় ধৈর্যধারণ করিতে ও তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। আল্লাহ যদি তাহার চাহিদা পূরণ করিয়া দেন তবেতো সে খুশীতে বাগ্‌বাগ হইয়া যায় এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে থাকে কিন্তু যদি তাহার আকাংখার তৃপ্তি না ঘটে তাহাহইলে দুঃখ ও ক্ষোভে সে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। **এইয়্যা কা না'বুদু** প্রার্থনার এরূপ তাৎপর্য কখনই হইতে পারেনা। যেব্যক্তি আল্লাহর আব্দ অর্থাৎ বান্দা ও দাস, আল্লাহ যাহাতে সন্তুষ্ট তাহাকে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে এবং যে বিষয়ে তিনি রুষ্ট তাহার প্রতি তাহাকে অসন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। যে বস্তু ও কার্য আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) মনঃপূত সেই কার্য ও বিষয় তাহাকে পছন্দ করিতে হইবে এবং যাহা আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) ঘৃণিত তাহাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করিতে হইবে। আল্লাহর বন্ধু যাহারা তাহাদের সহিত বন্ধুত্বভাব এবং আল্লাহর শত্রু যাহারা তাহাদের সহিত শত্রুভাব পোষণ করিতে হইবে। যথার্থ ঈমানদারদের লক্ষণ প্রসংগে রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন যে, যে-ব্যক্তি আল্লাহর জন্যই কাহারো সহিত প্রেম করিল এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা এবং আল্লাহরই জন্য দান করিল এবং আল্লাহরই জন্য হস্ত সংকুচিত করিল, সে তাহার ঈমানকে পূর্ণতাপ্রদান করিল।

من احب لله و ابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان –

রছুলুল্লাহ (দঃ) আরো আদেশ করিয়াছেন যে, ঈমানের দৃঢ়তম অবলম্বন হইতেছে আল্লাহরই জন্য প্রেম এবং তাঁহারই জন্য হিংসা পোষণ করা। বুখারী স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে রছুলুল্লাহর (দঃ) এই আদেশও বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনটি বিশেষত্ব যাহার মধ্যে রহিয়াছে সে ঈমানের মধুরতা আস্বাদ করিতে পারিয়াছে: যাহার নিকট আল্লাহ এবং তদীয় রছুল সমুদয় বস্তু অপেক্ষা প্রেয়স এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কাহাকেও ভালবাসে না এবং যেব্যক্তি কুফ্‌র হইতে উদ্ধার লাভ করার পর উহার দিকে প্রত্যাবর্তন করার কার্যকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতই ভয়াবহ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে।

او ثق عرى الايمان الحب فى الله والبغض فى الله

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : من كان الله و رسوله احب اليه مما سوهما، و من كان يحب المرء لا يحبه الا الله و من كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار –

ঈমানের এই পর্যায়ে উপস্থিত হইতে পারিলেই মানুষের পক্ষে স্বীয় প্রীতি ও অপ্রীতিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির অধীন করা সম্ভবপর হয় আর কেবল মাত্র তখনই বিশ্বচরাচরের সকল বস্তু অপেক্ষা তাহার মানসলোকে আল্লাহ এবং তদীয় রছুল (দঃ) প্রিয়তম বিবেচিত হন। কোন সৃষ্ট জীবের সে অনুরক্ত হইলেও সে শুধু আল্লাহর জন্যই তাহার অনুরাগী হইয়া থাকে, অন্য কোন কারণে নয়। জগত এবং জগতবাসীর প্রেম আল্লাহর প্রেমালোকেই তাহার অন্তর-দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কারণ যাহা প্রিয়তমের প্রেয়স, প্রেমিকের চক্ষে— স্বাভাবিক ভাবে তাহাও প্রেয়স ও সুন্দর বিবেচিত হইবেই।

রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি অনুরাগের তাৎপর্য

রছুলুল্লাহর (দঃ) জন্য অনাবিল অনুরাগ এবং প্রেম মুছলমানদের পক্ষে আবশ্যক কেন, তাহা এই ব্যাপার হইতেই অনুভব করিতে পারা যায়। যেহেতু রছুল (দঃ) আল্লাহর মনোনীত পথের দিকদিশারী এবং সন্ধানদাতা, সুতরাং যাহারা আল্লাহর প্রতি অনুরাগী, তাহাদিগকে অনিবার্য ভাবে

সেই আল্লাহর রছুলগণেরও ভক্ত ও অনুরক্ত হইতে হইবে। ছুরত-আলমায়েদায় মুমিন এবং আল্লাহ-ভক্তগণের পরিচয় প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, فسوف ياتى الله بقوم يحبهم و يحبونه' اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين — অনতিবিলম্বে আল্লাহর অবাধ্যগণের শাস্তিবিধান কল্পে আল্লাহ এমন একটি দল উত্থিত করিবেন যাহাদিগকে আল্লাহ স্নেহ করিয়া থাকেন এবং তাহারাও আল্লাহর অনুরক্ত, তাহারা বিশ্বাস-পরায়ণগণের জন্য কোমল এবং কাফিরদের জন্য কঠোর হইবে—৫৪ আয়ত।

উপরিউক্ত আয়তের সাহায্যে তিনটি বিষয় প্রতিপন্ন হইতেছে: প্রথম, বিশ্বাসপরায়ণদল আল্লাহর অনুরাগী এবং প্রেমাসক্ত হইবে। দ্বিতীয়, আল্লাহর অনুরাগের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আল্লাহর ভক্ত এবং দাসানুদাসগণের প্রতিও তাঁহারা কোমলচিত্ত ও দয়ার্দ্র হইবে। তৃতীয়, যাহারা আল্লাহর অবাধ্য, বিশ্বাসপরায়ণগণ তাহাদের সমকক্ষতায় কঠোর ও প্রতাপান্বিত হইবেন। ছুরত-আলে-ইমরাণে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, হে রছুল, আপনি বিশ্বাস-পরায়ণদিগকে বলুন, قل : ان كنتم تحبون الله' فاتبعونى يحببكم الله — তোমরা যদি আল্লাহর অনুরাগী হইতে চাও, তাহাহইলে তোমরা আমার অনুসরণ করিয়া চল, তবেই আল্লাহ তোমাদের সহিত প্রেম করিবেন—৩১ আয়ত।

এরূপ আদেশের তাৎপর্য এইযে, যে সকল কার্য আল্লাহর মনঃপুত, রছুলুল্লাহ (দঃ) সেই সকল কার্যের জন্যই আদেশ দিয়াছেন এবং নিজেও শুধু সেই সকল কার্যেরই আচরণ করিয়াছেন এবং যে সকল কার্য আল্লাহর মনঃপুত নয়, একাধারে যেরূপ তিনি সেই সকল কার্য হইতে স্বয়ং ক্ষান্ত রহিয়াছেন, তেমনি তাঁহার অনুসরণকারীদিগকেও সেই সকল কার্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতে আদেশ দিয়াছেন। অধিকন্তু মনুষ্যসমাজের জন্য যে সকল বিষয়ের অবগতি এবং অভিজ্ঞতা আল্লাহর অভিপ্রেত, রছুলুল্লাহ (দঃ) মানব সমাজকে সেই সকল বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। অতএব কাহারো মনে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হইবার আকাংখা উদ্রিক্ত হইলে তাহার পক্ষে রছুলুল্লাহর (দঃ) পদাংকানুসরণ করিয়া চলা অপরিহার্য। তিনি অজ্ঞাত ও অপ্রত্যক্ষীভূত জগত সমূহ সম্পর্কে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যাপারে যে সকল বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন, সেগুলির সত্যতা স্বীকার করিয়া লওয়া তাহার পক্ষে অনিবার্য। তাঁহার প্রত্যেকটি আদেশ এবং নিষেধের সম্মুখে হৃষ্ট মনে মাথা পাতিয়া দিতে হইবে, জীবনের বহু বিস্তীর্ণ প্রান্তরের যে কোন প্রান্তে যাত্রা আরম্ভ করার পূর্বেই রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র পদচিহ্নের গতির প্রতি বিশেষ সাবধানতার সহিত লক্ষ রাখিয়া চলিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলেই কাহারো আল্লাহর অনুরাগের দাবী সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারিবে, অন্যথায় সমুদয় সাধ্যসাধনা ও বাগাড়ম্বর অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হইবে।

শ্রেষ্ঠ প্রেমের দুইটি লক্ষণ

দুইটি বস্তুকে আল্লাহ স্বীয় প্রেমের লক্ষণ রূপে অভিহিত করিয়াছেন। প্রথম, রছুলুল্লাহর (দঃ) পদাংকানুসরণ। দ্বিতীয়, আল্লাহর পথে জিহাদ। জিহাদের তাৎপর্য হইতেছে—আল্লাহর প্রেয়স বস্তুসমূহ অর্থাৎ ঈমান ও সদাচরণের অর্জন ও প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ সমূহ অর্থাৎ কুফ্‌র, পাপাচরণ, অত্যাচার এবং অহংকারকে মুছিয়া—ফেলার জন্য নিজের সমুদয় শক্তি, শ্রম, কৌশল এবং বিদ্যাকে নিয়োজিত করা। আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন, আপনি বলুন, হে মুছলিম সমাজ, যদি তোমাদের পিতৃপিতামহ ও তোমাদের সন্তান সন্ততিগণ এবং তোমাদের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ এবং—তোমাদের স্বামী ও স্ত্রীগণ এবং তোমাদের জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণ এবং তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ এবং তোমাদের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য যাহা মন্দা পড়ার ভয় করিতেছ এবং তোমাদের বাসগৃহ সমূহ যেগুলিতে তোমাদের মন আটকাইয়া রহিয়াছে—এসমুদয় বস্তু যদি আল্লাহ এবং তদীয়

قل : ان كان اباؤكم و ابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال ن اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله و رسوله وجهاد فى سبيله' فتربصوا حتى ياتى الله بامره —

রছুল (দঃ) এবং আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা—তোমাদের অধিকতর প্রেয়স হয়, তাহাহইলে আল্লাহর (চরম দণ্ডের) আদেশ আগমন করার সময় পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর—আত্‌তওবা, ২৪ আয়ত।

ইহা লক্ষ করা উচিত যে, আল্লাহ, তদীয় রছুল (দঃ) এবং আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা যাহারা স্বীয় পরিবারবর্গ ও ধন জনকে প্রিয়তর বিবেচনা করিয়া থাকে, উল্লিখিত আয়তে তাহাদের জন্য কিরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে? ছহীহ হাদীছ সমূহে এই বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট ভাবে—আলোচিত হইয়াছে। বুখারী প্রভৃতি উধৃত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন,—যাঁহার হস্তে—আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! তোমাদের মধ্যে—

والذي نفسي بيده لا
يؤمن احدكم حتى
اكون احب اليه من ولده
ووالده والناس اجمعين

কেহই মুমিন বলিয়া গণ্য হইবেনা, যতক্ষণ যপন্ত আমি তাহার দৃষ্টিতে তাহার পুত্র, তাহার পিতা এবং সমুদয় মানব অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় বিবেচিত না হইব। বুখারীতে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, একদা হযরত উমর বলিলেন, হে আল্লাহর রছুল (দঃ), আল্লাহর শপথ! আপনি—আমার নিকট আমার নিজের প্রাণ ব্যতীত অন্য সমুদয় বস্তু অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়।—

يا رسول الله، والله لانت
احب الي من كل شيء،
الا من نفسي، فقال :
لا يا عمر حتى اكون
احب اليك من نفسك!
فقال : فوالله لانت احب
الي من نفسي! فقال :
الآن يا عمر!

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না! হে উমর, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণেরও অধিক প্রিয় বিবেচিত না হইব, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পূর্ণ মুমিন হইবেনা! হযরত উমর বলিলেন, আল্লাহর শপথ! এক্ষণে আপনি আমার প্রাণেরও অধিক প্রিয় বিবেচিত হইতেছেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ! এক্ষণে হে উমর!

অতএব প্রেমের পূর্ণতা অর্জন করিবার জন্য প্রেমাস্পদের সহিত পূর্ণ সহযোগের সঠিক ও সত্যকার অনুভূতি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা আবশ্যক। পূর্ণ সহযোগের তাৎপর্য হইতেছে, স্বীয় অভিরুচি ও অনিচ্ছা এবং স্বীয় অনুরাগ ও শত্রুভাবকে প্রেমাস্পদের অনুরাগ ও শত্রু ভাবের অধীন করিয়া দেওয়া। আর একথাও সর্বজনবিদিত যে, প্রকৃত প্রেমাস্পদ বিশ্বপতি আল্লাহর বাঞ্ছিত বস্তু হইতেছে, ঈমান ও তক্‌ওয়া! আর তাঁহার অবাঞ্ছিত বস্তু হইতেছে, অনাচার এবং পাপ আর এ কথাও কাহারও অবিদিত নাই যে, মানব হৃদয়ের জন্য প্রেম একটি শক্তিশালী প্রেরণা মাত্র। সুতরাং মানব হৃদয়ে প্রেমের প্রভাব পতিত হইলে উহা তাহাকে প্রেমাস্পদের—বাঞ্ছিত বস্তু সমূহ অর্জন করার জন্য সতত উৎসাহিত করিতে থাকিবে। প্রেম তাহার পূর্ণতার সীমায় আরোহণ করিতে সমর্থ হইলে প্রেমাস্পদের প্রীতি এবং বিরাগ সম্পর্কেও তাহার সাধনা ও সতর্কতা চরম সীমায় উপনীত হইবে। প্রেমিকের সাধ্যায়ত্ত হইলে প্রেমাস্পদের বাঞ্ছিত বস্তু লাভ না করা পর্যন্ত সে কিছুতেই বিশ্রাম লইবে না। কিন্তু সাধ্যসাধনার শেষ সীমায় পৌঁছিয়াও যদি সে ব্যর্থ—মনোরথ হয় তজ্জন্য তাহাকে অক্ষম বলা চলিবেনা। আল্লাহর নিকট তাহার জন্য সেই পরিমাণ পুরস্কারই নির্ধারিত রহিয়াছে, যে পরিমাণ পুরস্কার সফল—সাধকের জন্য নির্দিষ্ট আছে।

سودا قمار عشق میں خسرو سے کوهکن،
بازی اگرچه پا نه سکا، سر تو کهو سکا!
کس منه سے اپنے آپکو کهتا هے عشق باز؟
اے روسیاه تجهه سے تو یه بهی نه هو سکا! *

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হিদায়তের পথে জনগণকে আহ্বান করিবে—

من دعا الى هدى، كان
له من الاجر مثل اجور

(১১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

* হে ছওদা, প্রেমের জুয়াখেলায় ফরহাদ খেছরোকে হারাইয়া যদিও বাজী জিতিতে পারে নাই,
কিন্তু পাহাড় ভাংগিতে গিয়া স্বীয় মস্তকতো দান করিতে পারিয়াছিল?
কোনমুখে তুমি, হে কবি, নিজেকে প্রেমিক বলিয়া অভিহিত করিতেছ?
হে হতভাগা, তোমার পক্ষে এটুকুওতো সম্ভবপর হইলনা?

নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির গণতান্ত্রিক মূল্য

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

এই বিপুলা ধরণী কার্য ও কারণ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার বিস্তীর্ণ ও দুর্ভেদ্য যাদুকরী যোগাযোগের জালে বিজড়িত রহিয়াছে। কার্য্য ও কারণ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার এই যাদু কাল ও স্থানের অসীম দিগন্তে ব্যাপ্ত অথচ প্রাকৃতিক বিধান সমূহের অধীন। এই সকল বিধান ও আইনের গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা দ্বারা সৃষ্ট জগতের বিভিন্ন প্রান্তগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য ও একত্ব সংঘটিত হয়। যে গতিতে মানুষ এই বিধানগুলির সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছে সেইরূপ দ্রুত গতিতেই কাল ও স্থানের রহস্য-জালও সে ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে, আর ইহারই পরিণাম স্বরূপ মানুষ কাল ও স্থানের দূরত্বকে জয় করিয়া লইয়া এই বিশাল সৃষ্টিকে অদ্বিতীয় প্রাকৃতিক একক (unit) রূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

উল্লিখিত এককের সর্বশেষ পরিকল্পনা, যাহা কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত সম্ভাব্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহার আকৃতি ছিল—একই যুগের ভৌগলিক, গোত্রীয় ও বর্ণ সম্পর্কিত বৈষম্য সমূহের অবসান ঘটাইয়া সমস্ত দুনিয়াকে এক অখণ্ড একক এবং সমগ্র মানব গোষ্ঠিকে একই ইউনিটে পরিণত করা, কিন্তু আধুনিক যুগের নিত্য নূতন আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে একত্বের অধিকতর বিস্তৃত তাৎপর্য মানুষ অবগত হইতে পারিয়াছে, এই অভিনব একত্বের জন্য শুধু স্থানের দূরত্ব জয় করাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়নাই, অধিকন্তু সময় ও কালের বাধা ও সীমানাকেও নিঃশেষিত করিয়া ফেলা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। নূতন দৃষ্টিভংগীতে একই ঘটনাপুঞ্জের উপর্যুপরি বিকাশকে সময় রূপে অভিহিত করা হইয়াছে আর এই দিক দিয়া এই বিরাট ভূমণ্ডলের সমুদয় ঘটনা একই চল-চলায়মান শোভাযাত্রার আকারে পরিদৃষ্ট হইতেছে।

স্থান ও কালকে জয় করার এই সাধনা শুধু ধূলিমাটির ধরণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। মানুষের নীতিনৈতিকতার বিধানগুলিও ইহার শৃংখলপাশে আবদ্ধ। অবশ্য বস্তুতান্ত্রিক বিধান আর নীতিনৈতিকতার বিধানসমূহের মধ্যে একটি বুনিয়াদী পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক বিধান সমূহের সহিত স্বকীয় সাধ্যসাধনার বলেই মানুষ পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হয় কিন্তু নীতিনৈতিকতার বিধান স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা স্বীয় ইচ্ছামত তাঁহার নবীগণের মধ্যস্থতায় মানব সমাজের নিকট অবতীর্ণ করিয়া থাকেন। পদ্ধতির এই পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় বিধানের মধ্যে যে বস্তুটি অভিন্ন তাহা হইতেছে এইযে, উভয়ই মানবত্বের পথ হইতে সময় ও স্থানের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে অপসারিত করিয়া উহাকে অখণ্ড এককে পরিণত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতান্ত্রিক জগতে যে কার্য প্রাকৃতিক বিধানসমূহের অবগতি ও আবিষ্কার দ্বারা সাধিত হইয়াছে, নীতিনৈতিকতার জগতে সেই কার্য রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্ব সাধন দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্বাদেশিকতার প্রাচীরগুলি নিছমার করিয়া, রছুলুল্লাহ (দঃ) যেরূপ মানবগোষ্ঠির প্রত্যেককে পরস্পরের একান্ত নিকটবর্তী করিয়াছেন, সেইরূপ নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির শুভ-সংবাদ প্রদান করিয়া তিনি অতীত ও বর্তমানের ভেদ-রেখাকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) অফুরন্ত অনুগ্রহ সমূহের মধ্যে একটি বিরাট অনুগ্রহ, যাহা তিনি মানব জাতির প্রতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এইযে, শরীঅতের আইনগুলি সর্বশেষ আকারে বিশ্ববাসীর সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়া নৈতিকতার দিক দিয়াও তিনি আদি ও অন্তের ব্যবধানকে বিদূরিত করিয়াছেন। মানব সমাজের সম্মুখে এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যজাল তিনি ছিন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রাকৃতিক বিধানের দিক দিয়া যেরূপ এই বিশাল বিশ্ব একটি একক, তেমনি নৈতিক সংবিধানের দিক দিয়াও এই জগত অভিন্ন ও একক। অদ্যকার ও কল্যকার মধ্যে যে যবনিকা আপাত দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয় তাহা আমাদের দৃষ্টি-ক্ষীণতার লক্ষণ মাত্র। ইকবাল তাঁহার অমর কাব্যে এই মতবাদেরই সন্ধান দিয়া বলিয়াছেন,

زمانه ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک،
دلیل کم نظری قصۂ جدید و قدیم!

সময় অভিন্ন, জীবনও অভিন্ন আর বিশ্বজগতও অভিন্ন,
নূতন আর পুরাতনের কলহ দৃষ্টিক্ষীণতার লক্ষণ মাত্র!

পুরাতন পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পুরাতন জাতি এবং ধর্মসমূহে ব্যক্তি, দল বা শ্রেণী বিশেষকে ধর্মীয় নেতৃত্বের উত্তরাধিকার প্রদান করা হইয়াছিল, আর এই অন্ধ বিশ্বাসের দরুণেই এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর, একদল অন্য দলের উপর এবং এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান পোষণ করিয়া চলিত। এই আভিজাত্যের গৌরব [Superiority Complex] ইছলামের পূর্ববর্তী অধিকাংশ সমাজেই বিদ্যমান ছিল। যেহেতু রছুলুল্লাহ (দঃ) মানবত্বের পূর্ণতা সাধন কল্পে শেষ নবীরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং যেহেতু তাঁহার পর প্রলয়কাল পর্যন্ত নবুওতের ধারাবাহিকতা ও নিরবচ্ছিন্নতা নিঃশেষিত হইয়াছে, তাই রছুলুল্লাহ (দঃ) কোন ব্যক্তি বা গোত্রকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ধারিত করিয়া যান নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার স্থলাভিষিক্তির গৌরবমণ্ডিত মুকুটের অধিকার তিনি সমুদয় উম্মতকে দান করিয়া গিয়াছেন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, "ইছলামী আদর্শের অনুসারী বিশ্বস্ত ও সদাচারশীলদিগকে পৃথিবীর উত্তরাধিকার প্রদান করা হইবে।"

নবুওতের পরিসমাপ্তির বিশ্বাস দ্বারা গোত্র ও বংশের সমুদয় শ্রেষ্ঠত্ব অবসান লাভ করিয়াছে এবং সাধুতা ও চারিত্রিক মাহাত্মই শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড রূপে বংশ ও গোত্র মর্যাদার স্থান অধিকার করিয়াছে। এই চরম লক্ষে উপনীত হইবার অধিকার প্রত্যেক নর-নারীকে সমান ভাবে প্রদান করা হইয়াছে এবং সকলের জন্যই সমানভাবে ইহার সুযোগ মওজুদ রহিয়াছে। হযরত ছল্‌মান ফার্ছী (রাযিঃ) কে তাঁহার বংশের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন: আমি ইছ্‌লামের পুত্র ছল্‌মান! লক্ষ করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, ইহা একটি নিছক জওয়াব মাত্র নয়, ইহা একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ। সমাজ জীবনের একটি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান কল্পেই তিনি এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ইকবাল তাঁহার অমর কাব্যে এই আদর্শবাদের (Ideology) দিকেই ইংগিত করিয়াছেন।

فارغ از باب وام و اعمام باش!
همچو سلمان زادۀ اسلام باش!

পিতা ও মাতা এবং পিতৃব্যের পরিচয়-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কর,
ছল্‌মানের মত শুধু ইছলামেরই পুত্র হও!

"সমগ্র মুছলিম জাতি রছুলুল্লাহর (দঃ) স্থলাভিষিক্ত, নির্দিষ্ট গোষ্ঠি বা কোন শ্রেণী নয়," এই মতবাদ ইছলামী সমাজকে রাজাগিরী, মোহন্তগিরী, পোপত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব এবং পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগীর থিওক্রেসীর (Theocracy) বিপদ হইতে সুরক্ষিত করিয়াছে। এই সমাজে এরূপ দাবী করার কাহারো অধিকার নাই যে, যেহেতু আমি অমুক গোষ্ঠি বা শ্রেণীর সহিত সম্পর্কিত আর এই গোষ্ঠি বা শ্রেণী যেহেতু আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, অতএব আমার উক্তি বা সিদ্ধান্ত কোনরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকেই মানিয়া লইতে হইবে। বংশমর্যাদার দাবী করিয়া ইছলামী সমাজে কেহ কোন বিশিষ্ট আসন অধিকার করিতে সমর্থ নয়। এই সমাজে কেহ যদি কোন বৈশিষ্টের অধিকারী হয়, তাহাহইলে ইছলামী দৃষ্টিভংগী অনুসারে সে বৈশিষ্ট শুধু তাহার ব্যক্তিগত সাধুতার জন্যই স্বীকার করা যাইতে পারিবে।

আর এ কথাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, সাধুতার বৈশিষ্টও তাহাকে আইনের উর্ধে স্থানদান করিতে সর্বতোভাবে অক্ষম। আইনের দৃষ্টিতে—ইছলামী সমাজের অন্তরভুক্ত প্রত্যেকেই ধনী ও দরিদ্র, কুলীন ও অকুলীন, শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে পরস্পরের সমকক্ষ। মহাধার্মিক ও নিষ্কলুষ চরিত্রবান হওয়া সত্বেও আইনের প্রয়োগ ব্যাপারে কোন পার্থক্যই এ সমাজে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগে কোরাইশ গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের জনৈকা স্ত্রীলোক চুরির অপরাধে ধৃতা হয়। ইছলামী দণ্ডবিধি অনুসারে চোরের হাত কাটিয়া দেওয়াই চুরির শাস্তি। বংশ মর্যাদার দিক দিয়া এই শাস্তি কেহ কেহ উক্ত নারীর পক্ষে যুলম বলিয়া মনে করে এবং দণ্ডের মধ্যে অনৈছলামিক যুগের রীতি অনুসারে ভদ্রের ও অভদ্রের ব্যতিক্রম ঘটাইতে চায়। রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রিয় শিষ্য উছামা

বিনে যয়েদকে রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট ছুফারিশ করার জন্য অনেকেই পীড়াপীড়ি করিতে থাকে, জনগণের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি—রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট ছুফারিশ করেন কিন্তু তাহাতে হুযুর (দঃ) তাঁহার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং বলেন, তুমি আল্লাহর নির্ধারিত বিধি-ব্যবস্থায় ছুফারিশ করিতে চাও? অতঃপর জনগণকে সম্বোধন করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) বক্তৃতা দান করেন এবং বলেন, তোমাদের পূর্বে অনেকগুলি জাতি শুধু এই অপরাধেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে কোন সামান্য ব্যক্তি চুরি করিলে তাহাকে তাহারা দণ্ডিত করিত কিন্তু কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এই অপরাধে অপরাধী হইলে তাহারা উপেক্ষা করিয়া যাইত। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কিন্তু আমি এরূপ করিবনা, যে প্রভুর হস্তে মোহাম্মদের (দঃ) প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! যদি মোহাম্মদের (দঃ) কন্যা ফাতিমাও চুরি করিত, আমি নিঃসন্দেহে তাহার হাত কটিয়া দিতাম।

একদা উমর ফারুক তাঁহার জনৈক সেনাপতিকে নির্দেশ প্রদান করিলেন যে, আল্লাহ এবং কোন ব্যক্তির মধ্যে কোন রূপ কুটুম্বিতার সম্পর্ক নাই, সম্পর্ক শুধু আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যস্থতাতেই রহিয়াছে। অতএব আল্লাহর আইনে সম্ভ্রান্ত এবং অবজ্ঞাত সকলেই সমান।

ইছলামের এই গৌরবান্বিত সন্তান খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত কাল পরেই স্বীয় পরিবারবর্গকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন—দেখ, সাবধান! আমি জনগণের জন্য যেসকল বিষয় নিষিদ্ধ করিয়াছি, তোমাদের মধ্যে কেহ সেগুলির কোন নিষেধ যদি ভংগ কর, তাহা হইলে মনে রাখিও, আমি তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করিব।

শাসনকর্তৃত্বের আসনে ব্যক্তিগত ও দলগত—ইজারাদারী নিঃশেষিত এবং উহার জন্য সর্বসাধারণ মুছলমানের অধিকার সাব্যস্ত হওয়ায় ইছলামী স্টেটের পার্লামেন্ট ও সর্বাধিনায়ক সর্বসাধারণের মত অনুসারে নির্বাচিত হইয়া থাকে। ইছলামী স্টেটের সর্বাধিনায়ককে জনগণ পদচ্যুত করিতে পারে। শাসন সৌকর্যে এবং যেসকল বিষয়ে আল্লাহর আইনে অর্থাৎ শরীঅতে কোন স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান নাই, সেসকল ব্যাপার মুছলমানগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত (ইজ্‌মা) অনুসারেই মীমাংসিত হইয়া থাকে। ইলাহী-আইনের যে সকল ধারা ব্যাখ্যা [Interpretation] সাপেক্ষ, সে সকল স্থানে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা গোত্র বা শ্রেণী ব্যাখ্যার অধিকারী নয়, পক্ষান্তরে সর্বসাধারণ মুছলমানগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ইছলামী—আইনের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে তাহারই এই অধিকার রহিয়াছে। খলীফা নির্বাচন করার তাৎপর্য শুধু এইটুকু যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) উম্মতের খলীফাগণ শৃংখলা ও সুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে—তাঁহাদের স্ব স্ব খিলাফতকে উক্ত খলীফার নিকট হস্তান্তরিত করিয়া দেন কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইছলামী সমাজে আইনের দৃষ্টিতে উক্ত খলীফার স্থান অন্যান্য নাগরিকদেরই সমতুল্য।

নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির মতবাদ মুছলমানদের সাম্রাজ্য শাসন বিধানকে একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালাই করিয়াছে, রছুলুল্লাহর (দঃ) মহাপ্রয়াণের পর যেহেতু মানব সমাজের পক্ষে আল্লাহর ওয়াহীর নির্দেশ লাভ করা সম্ভবপর নয়, সুতরাং মুছলমানদের নিজস্ব ব্যাপারগুলি পারস্পরিক পরামর্শ দ্বারাই মীমাংসিত হওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে, কারণ শুধু এই পন্থা অনুসরণ করিয়াই ভ্রান্তির পরিমাণ সাধ্যপক্ষে কম করা যাইতে পারে। রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং তাঁহার জীবদ্দশায় শুধু পরামর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং অনেকক্ষেত্রে স্থিরীকৃত পরামর্শের অনুসরণ করিয়াছেন। পরামর্শের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেই রছুলুল্লাহ (দঃ) ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবক্‌রকে খলীফার পদে নিযুক্ত করিয়া যান নাই। আবুবক্‌র ছিদ্দীকও খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর যদি কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন, তাহাহইলে তিনি সর্বপ্রথম উহার সমাধান আল্লাহর গ্রন্থে অনুসন্ধান করিতেন। কোরআনে উক্ত প্রশ্নের সমাধান প্রাপ্ত হইলে তিনি

অন্য কোন বস্তুর দিকে দৃক্‌পাত করিতেননা। বরং উহারই নির্দেশমত ব্যবস্থা প্রদান করিতেন কিন্তু কোরআনে উক্ত বিষয়ের সমাধান দেখিতে না পাইলে তিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতেও মীমাংসা খুঁজিয়া না পাইলে তিনি মুছলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতেন যে, এরূপ বিষয়ে তাঁহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন নির্দেশ অবগত আছেন কিনা। ইহাতেও ব্যর্থমনোরথ হইলে তিনি সমাজের নেতৃস্থানীয় ও উত্তম ব্যক্তিবর্গকে সম্মিলিত করিয়া তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং যে সিদ্ধান্তে তাঁহারা সকলেই একমত হইতেন, তদনুসারে হযরত আবুবকর আদেশ দিতেন। *

পরামর্শ দ্বারা সমস্যার সমাধানরীতি এবং পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা যে শর্‌য়ী আদেশ নিষেধের অন্তরভুক্ত সেকথা হযরত উমর ফারুক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছিলেন, পরামর্শ বিহীন খিলাফত অবৈধ। †

যে সকল ব্যক্তি জনগণের আস্থার অধিকারী হইতেন এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ব্যাপার সমূহে যাঁহারা গভীর ও প্রসারিত দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন শুধু তাঁহারাই ইছলামী পার্লামেন্টে স্থানপ্রাপ্ত হইতেন। বিশেষ প্রয়োজনে পার্লামেন্ট ছাড়াও সাধারণ নাগরিকবৃন্দের নিকট হইতেও তাঁহাদের অভিমত গ্রহণ করা হইত। কুফা, বছরা ও ছিরিয়ার কলেক্টরের দল নিয়োজিত হইবার প্রাক্কালে হযরত উমর উল্লিখিত প্রদেশসমূহের অধিবাসীবৃন্দকে তাহাদের মনোমত এক একজন করিয়া এরূপ লোক নির্বাচিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন যাঁহারা তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন।

এস্থলে একটি কথা বিশেষভাবে অনুধাবন করা কর্তব্য যে, সমগ্র উম্মতকে রছুলুল্লাহর (দঃ) স্থলাভিষিক্ত হইবার অধিকার দিয়া একদিকে যেরূপ তাহাদের গৌরবকে সমুন্নত করা হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে তাহাদের দায়িত্ব অপরাপর জাতির তুলনায় সমধিক বর্ধিত হইয়াছে।

ছুন্নত আলবাকারায় নিম্নলিখিত ভাষায় ইহারই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে, হে মুছলিম সমাজ আমরা তোমাদিগকে এই ভাবে

وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا -

শ্রেষ্ঠতম জাতিতে পরিণত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা নিখিল ধরণীর সমগ্র মানব সন্তানের সাক্ষ্যদাতা হইতে পার এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদানকারী হন—১৪৩ আয়ত।

এই আয়তের তাৎপর্য এইযে, রছুলুল্লাহর (দঃ) মহাপ্রয়াণের পর আর কোন নবী বা রছুল আবির্ভূত হইবার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা নাই। তাঁহার বিয়োগের পর তাঁহারই স্থলাভিষিক্তরূপে সমগ্র মুছলিম-জাতিকে এই বিশাল ধরণীর মানবসন্তানগণের জন্য আল্লাহর সাক্ষ্যদাতারূপে উত্থান করিতে হইবে। রছুল (দঃ) যাহা কিছু তাহাদের নিকট প্রচারিত করিয়াছেন, মানবমণ্ডলীর প্রত্যেকের নিকট তাঁহার সেই বাণী প্রচার করিতে এবং মুছলমানগণের নিকট তিনি স্বীয় আচরণ দ্বারা যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, বিশ্ববাসীর প্রত্যেক অধিবাসীর কাছে তাহা প্রদর্শন করিতে তাঁহার উম্মতীগণ যে কোন দিকদিয়াই ত্রুটি করেননাই, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব উক্তি ও আচরণ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। যতদিন এই ধরণী মুছলিম-অধ্যুষিত রহিবে ততদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে সাক্ষ্যদানের এই গুরুভার বহন করিয়া চলিতে হইবেই। রছুলুল্লাহ (দঃ) ধর্মভীরুতা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা এবং আড়ম্বরহীনতার যে আদর্শ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার উম্মতের পক্ষে তাহাদের আচরণের ভিতর দিয়া রূপায়িত করিয়া সেগুলিকে সুরক্ষিত রাখা তাহাদের অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য। মুছলমানগণের জাতীয় জীবনের প্রকৃত স্বরূপ ইহাই। তাহাদের দ্বীন অর্থাৎ জীবনব্যবস্থার সাফল্য ওতপ্রোত ভাবে ইহার সংগেই বিজড়িত এবং পার-

* বিস্তারিতের জন্য মৎ সংকলিত পাকিস্তানের শাসন সংবিধান গ্রন্থ এবং সমস্যার সমাধান শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† মওলানা শিবলীর আলফারুক ৩০৭ পৃঃ।

লৌকিক জীবনের গৌরব ও সমৃদ্ধিও এই কার্যের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

নৈতিক জগতে সময় ও স্থানের যাবতীয় দূরত্ব ও ব্যবধানকে অপসারিত করিয়া এবং ইছলামী মিল্লতের ভিতর হইতে সর্ববিধ গোত্রিয়, বংশজ ও জাতীয় [National] বৈষম্যকে নিশ্চিহ্ন করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির মতবাদ ঘোষণা করিয়া সমাজ জীবনে তিনি একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইকবাল তাঁহার অমরকাব্য "রমূযে-বেখুদীর" মছ্নভীতে আমাদের বক্তব্যের সারৎসার চমৎকার ভাষায় রচনা করিয়াছেন :

از رسالت از جهاں تکوین ما
از رسالت دین ما آئین ما،
از رسالت صد هزار ما یک است،
جزو ما از جزو ما لا ینفک است!
ما ز حکم نسبت او ملتیم
اهل عالم را پیام رحمتیم!
دامنش از دست دادن مردن است
چون گل از باد خزاں افسودن است!
از رسالت هم نوا گشتیم ما،
هم نفس هم مدعا گشتیم ما،
فرد از حق ملت ازوے زنده است،
از شعاع مهر او تابنده است!

রিছালত হইতেই ভূপৃষ্ঠে আমাদের সৃষ্টি,
রিছালত হইতেই আমাদের ধর্ম এবং জীবনব্যবস্থার উদ্ভব,
রিছালতের দরুণেই আমাদের শত লক্ষের যোগফল হইতেছে এক,
আমাদের এক অংশ আমাদের অন্য অংশ হইতে অবিচ্ছেদ্য,
রছুলুল্লাহর (দঃ) সহিত সম্পর্কের ফলেই আমরা একটি মিল্লত,
তাঁহার কল্যাণেই বিশ্ববাসীর জন্য আমরা রহমতের পয়গাম,
তাঁহার আশ্রয় বঞ্চিত হইবার তাৎপর্য হইতেছে আমাদের মৃত্যু,
শীতের শেষে গোলাপ যেরূপ ঝরিয়া পড়ে।
রিছালতের কল্যাণেই আমাদের কণ্ঠ একসূত্রে বাঁধা,
এক মন আর অভিন্ন উদ্দেশ্য আমরা হইয়াছি,
তাঁহার মিল্লতের অন্তরভুক্ত থাকার অধিকারেই আমরা প্রত্যেকেই জীবিত,
তাঁহার প্রভাকরের কিরণেই আমরা জ্যোতির্ময়।

মুছলিম মনীষীবর্গের ন্যায় ইছলাম-পূর্ব যুগ সমূহের মহারথীগণও তাঁহাদের রছুলগণের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট আল্লাহর ওয়াহীকে ভিত্তি করিয়া যুগের চাহিদা এবং মানবীয় প্রয়োজন অনুসারে নিত্য নূতন সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সমাধান পদ্ধতিতে এমন দুইটি ভয়ানক ভ্রান্তি স্থানলাভ করিয়াছিল যাহার ফলে উত্তরকালে তাঁহাদের নবীগণের প্রদত্ত শিক্ষার মৌলিকতাই সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের একদল বিদ্বান যুগের পরিবর্তন ও মানবীয় প্রয়োজনের অভিনবত্বকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করিয়া কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত দৃষ্টিভংগী অনুসারে তাঁহাদের রছুলগণের শিক্ষাকে আক্ষরিকভাবে প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ফলে যুগের নব নব পর্যায়ে নবীগণের শিক্ষার মধ্যে বিপর্যয় সংঘটিত হইল। আর একটি দল রছুলগণের শিক্ষার মূলনীতি সমূহকে অনুসন্ধান করার পরিশ্রম স্বীকার না করিয়াই তাঁহাদের কপোলকল্পিত সমাধান সমূহকে ঐশীবাণীরূপে জনগণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ফর্মুলা ও সংবিধানের আকারে উপস্থিত করিয়াছিলেন। প্রবৃত্তির দাসানুদাসরা যখন ঈশ্বরত্বের মহীয়ান আসনে সমাসীন হইবার লোভে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল, তখন তাহারা স্বীয় মন ও মস্তিষ্কের সমতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলিতে তাহাদের ধর্মের অনিবার্য অংশরূপে প্রবর্তিত করিতে উদ্যত হইল। ফলে যুগের অগ্রগতির সংগে সংগে তাহারা তাহাদের মূলধর্মের মর্মকেন্দ্র হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িল। ধর্মীয় বৈষম্যের এই প্রধানতম ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত হানিবার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তদীয় রছুলকে আদেশ করিয়াছিলেন,

يا اهل الكتاب تعالوا
الى كلمة سواء بيننا و
بينكم ان لا نعبد الا الله
ولا نشرك به شيئا ولا
نتخذ بعضنا بعضا اربابا
من دون الله !

আপনি বলুন, হে গ্রন্থধারী (অভিমানীর) দল, এস আমরা এমন একটি সূত্রে মিলিত হই, যাহা তোমাদের এবং আমাদের নিকট স্বতঃসিদ্ধ। এস আমরা স্বীকার করিয়া লই, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো পূজা করিবনা এবং তাঁহার সংগে কাহাকেও

শরীক করিবনা এবং আমরা আমাদের মধ্যে কেহই কাহাকেও রব্ব রূপে স্বীকার করিবনা—আলে-ইমরান, ৬৪ আয়ত।

এই আয়তের সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, কাহাকেও আদেশ দেওয়ার মৌলিক অধিকারী মনে করাই তাহাকে রব্ব ধরার তাৎপর্য, কারণ এই অধিকার শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। কোনরূপ আপত্তি না করিয়া রছুলের (দঃ) পদাংকানুসরণ করার যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণও এইযে, স্বাং আল্লাহ তাঁহাকে স্বীয় আদেশের বাহক-রূপে মনোনীত করিয়াছেন। তাঁহাদের চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের মধ্যস্থতাতেই আল্লাহ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন। সুতরাং রছুলগণ ব্যতীত কেহই ত্রুটিমুক্ত ও প্রমাদশূন্য বলিয়া দাবী করিতে পারেনা এবং কাহারই জনগণের নিকট হইতে শর্ত-হীন ও সীমাহীন [unconditional & unlimited obedience] আনুগত্যের দাবী করার অধিকার নাই।

উল্লিখিত ইছলামী নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ক্যাথলিক খৃষ্টানগণের মধ্যে চার্চের [church] নিষ্পাপ ও অভ্রান্ত হইবার মতবাদ সার্বজনীন স্বীকৃতির আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন :

"একটি প্রত্যক্ষ চার্চ ব্যতীত মুক্তিলাভ করা সম্ভবপর নয়। চার্চ পবিত্রাত্মার প্রতিচ্ছায়া, সুতরাং চার্চের পক্ষে ভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা নাই"—এনসাই-ক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা (১৬) ৯৪০ পৃঃ।

অন্যান্য রছুলগণের অনুসারী দলের বিপরীত মুছলিম জনমণ্ডলীর সম্মুখে কোন নূতন ফর্মূলা অথবা মতবাদ সমুপস্থিত করা হইলে তাহারা সর্বপ্রথম ইহাই দেখিতে চাহিয়াছে যে, সেই মতবাদ এবং সূত্রটি রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষার কি পরিমাণ নিকটবর্তী? স্পিরিট এবং রুচির দিকদিয়া উহা রছুলুল্লাহর (দঃ) শিক্ষার যত অধিক নিকট-বর্তী হইয়াছে, তাহারা ততোধিক দ্রুতগতিতে উহা মানিয়া লইয়াছে। আর যতই শরীঅতের মূলসূত্র হইতে উক্ত মতবাদের দূরত্ব ঘটিয়াছে, ততই দৃঢ়তা ও ক্ষিপ্রতা সহকারে তাহারা উহা অমান্য করিয়া উহাকে প্রশমিত করার চেষ্টা পাইয়াছে। খৃষ্টান চার্চের পণ্ডিতমণ্ডলীর বিপরীত মুছলিম মনীষী-মণ্ডলী সকল সময় তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলিকে রছুলুল্লাহর (দঃ) দ্বিবিধ উক্তি ও আচরণের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া দেখিবার নির্দেশ দিয়াছেন। হানাফী—স্কুলের অন্যতম প্রধান নেতা ইছলাম জগতের বিচার-সচিব কাযী আবু ইউছুফ (রহঃ) মৃত্যুকালে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহা স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন লিখিত রহিবে :

তিনি বলিয়াছেন, আমি আমার সমস্ত জীবনে যেসকল ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছি তন্মধ্যে যে-গুলি কোরআন ও হাদীছের সহিত সুসমঞ্জস, সেগুলি ব্যতীত আমার অন্যান্য সমুদয় উক্তি আজ আমি প্রত্যাহার করিয়া লইতেছি—তযকিরাতুল-হুফ্ফায— যহবী (১) ২৬৯ পৃঃ। *

كل ما افتيت به فقد رجعت عنه الا وافق الكتاب والسنة -

ব্যবহারিক খুঁটিনাটি মতানৈক্য লইয়া আমাদের ফকীহগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফ্‌রের বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। পরবর্তী যুগের মুছলিম মনীষীমণ্ডলীর এই আচরণকে একদল মূর্খ সংকীর্ণতার নিদর্শন—বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে এবং আলিম-মণ্ডলীর অবিমৃশ্যকারিতার ঢাক পিটাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চায়, কিন্তু তাহারা এই কুফ্‌রের অর্থ এবং বিদ্বানগণের কুফ্‌রের বাণ নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্য কোনটাই অবগত নয়। এ সম্পর্কে ডক্টর শয়খ মোহাম্মদ ইকবাল যাহা গবেষণা করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

It is true that mutual accusations of heresy for differences in minor points of law and theology among Muslim religious sects have been rather common. In-

* ইমামগণের উক্তির বিস্তৃত আলোচনার জন্য মৎসংকলিত সমস্যার সমাধান প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধগুলি মাসিক তর্জুমানুল-হাদীছের ৪র্থ ও ৫ম বর্ষে প্রকাশলাভ করিয়াছে।

discriminate use of the word *Kufr* both for minor theological points of difference as well as for the extreme cases of heresy which involve the ex-communication of the heretic, some present-day educated Muslims who possess practically no knowledge of the history of Muslim theological disputes, see a sign of social & political disintegration of the Muslim community. This, however, is an entirely wrong notion. The history of Muslim Theology shows that natural accusation of heresy on minor points of difference has, far from working as a disruptive forces actually given an impetus to synthetic theolcgical thought. "When we read the history of development of Muhammadan law," says prof. Hurgrounje, "We find that, on the one hand the doctors of every age on the slightest stimulus, condemn one another to the point of mutual accusations of heresy; on the other hand, the very same people with greater & greater unity of purpose try to reconcile the similar quarrels of their predecessors."

তিনি লিখিয়াছেন, মুছলমানগণের মযহবী দলগুলি ফিক্‌হ ও থিওলজীর রকমারী বৈষম্যের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই যে পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফ্‌রের অভিযোগ আরোপ করিয়া থাকেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ব্যবহারিক সমস্যাসমূহে মতভেদ এবং কুফ্‌রের চরম পরিণতি ক্ষেত্রে যেখানে নাস্তিককে সমাজের গণ্ডী হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, উভয় স্থলে কুফ্‌র শব্দের অসাবধানতাপূর্ণ ব্যবহারকে—আধুনিক যুগের নব শিক্ষিত মুছলমানরা মুছলিম সংহতির বিধ্বস্তির লক্ষণ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা ইছলামী থিওলজীর মতবৈষম্যের ইতিহাস আদৌ অবগত নহেন। ইহা একটি অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা। ইছলামী থিওলজীর ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত সমূহের মতভেদ নিবন্ধন সংহতির বিধ্বস্তির পরিবর্তে উহার ফলে ধর্মীয় চিন্তাধারা একীভূত ও সুসমঞ্জস হইয়া গড়িয়া উঠার সুযোগ লাভ করিয়াছে। প্রফেসর হরগ্রোঞ্জ লিখিয়াছেন, ইছলামী ফিক্‌হের ক্রমবিস্তারের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তেজনার বশীভূত হইয়া মুছলিম বিদ্বানগণ পরস্পরের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া এতদূর—বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, যাহার ফলে পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফ্‌রের অভিযোগ আরোপিত হইয়াছে কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দেখিতে পাই যে, ইঁহারাই আবার অধিকতর ঐক্যবদ্ধ ভাবে তাঁহাদের পূর্ববর্তীগণের মতভেদ বিদূরিত করিতেছেন"— Speeches and statements, P. P. 118.

মুছলমান মনীষীবর্গের এই অপূর্ব আচরণের রহস্য উদ্ঘাটনকল্পে যতই গভীর ভাবে তলাইয়া দেখা হইবে ততই একথা সূর্যালোকের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, তাঁহাদের চিন্তাধারার উল্লিখিত বিবর্তন "নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির" বুনিয়াদের উপর স্থাপিত। যেহেতু রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক ওয়াহী ও ইলাহী পয়গামের রীতি নিঃশেষিত হইয়াছে তাই মুছলমানগণ আল্লাহর অভিপ্রায় এবং সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি ও আচরণকে মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়াছে। এই ভাবকেন্দ্রেই মুছলিম মহাজাতির অন্তরভুক্ত সমুদয় ব্যক্তি যেকোন দলের এবং যেকোন যুগের হউকনা কেন, সমবেত হইয়াছে। এই তীর্থেই "সবারে হইবে মিলিবারে" নীতি—অবলম্বন করিয়া মুছলমান পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। নবুওতের নিরবচ্ছিন্নতার মতবাদ এই লৌহ-শৃংখলের ছিন্নকারী এবং ইছলামী গণতন্ত্রের মৃত্যুবাণ।

ছুরত আল-ফাতিহার তফ্‌ছীর

(১০৮ পৃষ্ঠার পর)

হিদায়ত মান্যকারীরা যে পরিমাণে পুরস্কৃত হইবে, হিদায়তকারীও সেই পরিমাণে পুরস্কার লাভ করিবে অথচ হিদায়ত মান্যকারীগণের পুরস্কারের—পরিমাণ কিছুমাত্র কম হইবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জনগণকে গোম্‌রাহীর পথে আহ্বান করিবে তাহার অনুসরণকারীগণের দণ্ডের পরিমাণ অনুসারে সেও দণ্ডভোগ করিবে। অথচ অনুসরণকারীগণের দণ্ড কোন ক্রমেই হ্রাস করা হইবে না। প্রবল বাসনা সত্ত্বেও যাহারা সক্রিয় জিহাদে অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই তাঁহাদের সম্বন্ধে একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, দেখ, মদীনায় এমন কতকগুলি লোক রহিয়াছেন যাঁহারা তোমাদের সমরাভিযানে অতিক্রান্ত প্রত্যেকটী প্রান্তর ও ভূমতে তাঁহারা তোমাদের সহচর ছিলেন। ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মদীনায় বাস করিয়া থাকা সত্ত্বেও কি তাঁহারা আমাদের সমরক্ষেত্রে সহচর ছিলেন? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন হাঁ! মদীনায় অবস্থান করা সত্ত্বেও! অক্ষমতা তাহাদের পথরোধ করিয়াছিল।

من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل اوزار من اتبعه من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا -

ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم ! قالو : و هم بالمدينة حبسهم العذر !

ইয়ম উন্‌-নবী

আঃ কাঃ শঃ নূরমোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ

ইয়ম-উন্‌-নবী আসে ঃ আলো নিয়া ধরণীর গায়—
শাতিল আরব জাগে—দ্রুতগামী সে আলোক চুমে' ঃ
খুশীর বাঁশরী বাজে চতুর্দ্দিকে মরু-সাইমুমে,
বাদাম খুবানী আর খর্জ্জুরের ছায়ায় ছায়ায়।

তূর ও সিনাই চূড়ে ফাগুনের রাগ লেগে যায়—
আলোর পরশ লাগে চির সুপ্ত জুল্‌মতী ঘুমে
তৌহিদের তান বাজে, নব এক শপথের ধুমে
গুল্‌ ঝরে পথে পথে জীবনের সীমায় সীমায়।

আহা এ আনন্দ দিন ঃ বিষাদের কালো কালি মাখা
জীবন মৃত্যুর এক সমন্বয়। সব করি' ম্লান—
আজিও বাঁচিয়া আছে ঃ মোমিন-ছিনায় জয় রথে
স্বার্থের শাসন ঘন ধুম্রজাল অন্ধকার পথে,
হাসি ও আনন্দ মাঝে বাজে তাই বিষাদের গান,
হাসি-কান্না দুই দিয়ে চিত্ত বীণে এই দিন আঁকা!

Contents

মুছলিম
রাজ্য সমূহের প্রচলিত আইন

মূল :—আল্লামা শহীদ আওদা অনুবাদ :—আলকোরায়শী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নাগরিক অধিকারের অপহরণ

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুঞ্জের ইংগিতে আমাদের সরকার গমনাগমন, সম্মেলন এবং বক্তৃতা ও লেখা সম্পর্কে নানারূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া থাকে। একটি ইছলামী রাজ্য হইতে অপর কোন ইছলামী রাজ্যে যাতায়াত করার পথে নানারূপ বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়। এমন কি একই দেশের একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া সুসাধ্য হয়না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মিছর হইতে সুদানে যাওয়া অথবা উত্তর সুদান হইতে দক্ষিণ সুদানে আগমন করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা, প্রেস ও পুস্তকাদির প্রকাশ সম্পর্কে বহুকাল পূর্বে বিদেশী শাসন-কর্তাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রাখিয়া যেসকল বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করা হইয়াছিল এবং যেগুলির সাহায্যে জাতিকে সাম্য ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল, আজও সেই সকল বিধিনিষেধ প্রবর্তিত রহিয়াছে। অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কেও মুছলিম রাষ্ট্র সমূহে এরূপ আইন বলবৎ রহিয়াছে, যাহার ফলে অস্ত্রশস্ত্রের ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবহার সম্পর্কে সর্বদাই নানারূপ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। যাহাতে মুছলমানগণ নিরস্ত্র, দুর্বল এবং অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ রহিয়া যায়, এই সকল আইনের মতলব ইহা ব্যতীত আর কিছুই নয়, অথচ শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে আমাদের জন্মভূমি হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া আমাদের জন্য অবশ্যকর্তব্য (ফরয) করা হইয়াছে। এই সকল দুষ্ট মূলনীতির ভিত্তির উপর আমাদের রাষ্ট্রের শাসন সংবিধান বিরচিত হইয়াছে এবং এইগুলির জন্যই ইছলামী সংবিধানের মহত্তর মূলনীতিগুলিকে বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে। এই আচরণের ফলে আমাদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়েরই সর্বনাশ ঘটিতেছে। কলহ, অশান্তি, বিবাদ ও ফাছাদ বাড়িয়াই চলিয়াছে, অভাব, দারিদ্র আর লাঞ্ছনা চতুর্দিকে বিস্তার-লাভ করিতেছে। এগুলি কদাচ আমাদের আইন নয়, এগুলি আমাদের শত্রুদের আইন! এই সকল বেড়ী ও শৃংখলের সাহায্যেই বিদেশীরা আমাদের কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে। কত বড় দুর্ভাগ্যের কথা যে, কোনরূপ বৈধ এবং সঠিক সম্পর্ক ব্যতিরেকেই এই আইনগুলিকে আমাদের জাতীয় আইন বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। অথচ এই আইনগুলি আমাদিগকে কুফ্‌র ও দারিদ্রের ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিতেছে এবং আমাদের জাতীয় দৈন্য এবং বিচ্ছিন্নতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আইনের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় কখন?

প্রকৃতপ্রস্তাবে আইন এরূপ একটি অপরিহার্য বস্তু, যাহা কোনক্রমেই কোন জাতি অথবা কোন দলের পক্ষে বর্জন করা সম্ভবপর নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে আইনের বলেই সামাজিক সংগঠন, অত্যাচারের নিরোধ এবং অধিকারের সংরক্ষণ সম্ভবপর হইয়া থাকে। আইনের মাধ্যমেই সমষ্টিগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতি-সমূহ কল্যাণ ও উন্নতির মন্‌যিলের দিকে জয়যাত্রা করিতে পারে। এই সকল মহৎ উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য যথারীতি আইনের ভাষা ও শব্দ দফাওয়ারীভাবে লিপিবদ্ধ থাকা অপরি-হার্য বিবেচিত হয়, যাহাতে আইনের প্রকৃত স্পিরিট ও তাৎপর্য বিকৃতি ও প্রক্ষেপের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। দৈহিক ব্যবস্থার মত আইনেরও দুইটি দিক রহিয়াছে: একটি তাহার রূহ বা স্পিরিট এবং অন্যটি হইতেছে তাহার শরীর। আইনের ভিতর যেভাব বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যাহা জনগণের নিকট হইতে স্বীয় বৈশিষ্ট ও প্রভুত্ব স্বীকার করাইয়া লইতেছে, তাহা হইতেছে আইনের স্পিরিট এবং

ভাষার যে পোষাক আইনকে পরিধান করান হইয়াছে তাহা হইতেছে আইনের শরীর। জনগণের মন ও মস্তিষ্কে যে আইনের কাঠাম আভ্যন্তরীণ ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেনা, সে আইন একটি শবদেহের ন্যায়, কাগজের পৃষ্ঠায় সে আইনকে যত সুন্দর করিয়াই মুদ্রিত করা হউকনা কেন, উহার মূল্য যে কাগজে উহা লিখিত হইয়াছে, তাহার তুল্যও নয়। আইনের সার্থকতা ও সফলতা মানব মনে তাহার প্রভাব ও প্রসারের উপরেরই নির্ভর করে। যত দৃঢ়ভাবে আইনের প্রভাব ও মর্যাদা মানুষের মনকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিবে, সেই অনুপাতেই উক্ত আইন শক্তিশালী বিবেচিত হইবে আর উহার প্রভাব মানুষের মনে যত ঢিলা ও হালকা হইবে সেই পরিমাণই উক্ত আইন দুর্বল এবং অকর্মণ্য বিবেচিত হইবে।

আইনের উল্লিখিত প্রভাব ও শক্তি সৃষ্টি করিতে এবং উহাকে স্থায়ী রাখিতে হইলে দুইটি উপায়ের বিদ্যমানতা একান্তভাবে আবশ্যক। প্রথম উপায়টি হইতেছে অবিমিশ্র আধ্যাত্মিক ও নৈতিক। এই উপায়ের সাহায্যেই আইনের সম্মান ও মর্যাদার ভাব আইন-মান্যকারীগণের অন্তঃকরণে স্থানলাভ করে। এই অনুভূতির কল্যাণেই আইনের সম্মুখে শুধু মানুষের মস্তকই নয়, তাহাদের মনও প্রণত হইয়া পড়ে। যেস্থানে এই অনুভূতি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেখানে মারিয়া পিটিয়া এবং প্রেস্টিজের দোহাই দিয়া আইন মান্য করান হয় না বরং জনগণ হৃষ্টচিত্তে ও পরম উৎসাহ ভরে উক্ত আইনের সম্বর্ধনা করিয়া থাকে এবং উহার অন্যথাচরণকে পাপ এবং নৈতিক অপরাধ বিবেচনা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণের ঈমান এবং মতবাদের ভিত্তিতে অথবা সর্বজনমান্য নীতি-নৈতিকতার বুনিয়াদে আইন বিরচিত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই বাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব ঘটা সম্ভবপর নয়। আইনের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, যবরদস্তী ও শক্তির প্রয়োগ। প্রকৃতপক্ষে ইহা আইনের বহির্ভূত একটি স্বতন্ত্র বস্তু, ইহার জন্য আইন রচনাকারী এবং শাসনকর্তাগণের— প্রয়োজন। আইন অমান্যকারীদের জন্য যেসকল শাস্তি, জরিমানা এবং দণ্ড নিরূপিত হইয়া থাকে, সেগুলিও ইহার পর্যায়ভুক্ত।

আইনের শ্রেণী বিভাগ

প্রভাব ও প্রতিপত্তির দিক দিয়া দুনিয়ার প্রচলিত আইনসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা কয়েক শ্রেণীর আইন দেখিতে পাই। এরূপ এক ধরণের আইন রহিয়াছে যেগুলি আধ্যাত্মিক ও বস্তুতান্ত্রিক, আভ্যন্তরীণ ও প্রকাশ্য উভয়বিধ প্রভাবেরই অধিকারী। এই ধরণের আইন স্থাপিত ও বিবর্তনের দিক দিয়া অশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন। সমাজজীবনে ইহার প্রভাব অত্যন্ত সুগভীর। এই আইনগুলি জনগণের প্রতিধ্বনি এবং তাহাদের মতবাদ ও দৃষ্টিভংগীর সঠিক বাহন বলিয়া বহির্জগতের সংগে সংগে অন্তর্জগতেও ইহার প্রভাব অসীম হইয়া থাকে এবং এই ভাবে দেহ ও মনে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। কারণ আমাদের ধর্ম এবং নীতি নৈতিকতা যে সকল বিষয় দাবী করে, আইনও সেই সকল বিষয় দাবী করিয়া থাকে। প্রকাশ্যেই হউক অথবা গোপনে, দুঃখেই হউক অথবা সুখে এই ধরণের আইনের জনগণ সকল অবস্থায় অনুগত হয়, এই ধরণের আইনগুলির দাবী পূরণ করিলে আমরা হৃদয়ে বিমল শান্তি অনুভব করিয়া থাকি এবং অন্যথাচরণ করিলে অনুশোচনার দংশন অনুভব করি।

এই ধরণের আইনের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইতেছে ইছলামী শরীঅতের আইন। অবশ্য ইহাও অনস্বীকার্য যে, মানুষের বিরচিত কতিপয় আইনও এই শ্রেণীর অন্তরভুক্ত হইতে পারে, কিন্তু ইলাহী-আইন এবং মানুষের প্রস্তুত আইনের মধ্যে যে কতিপয় বুনিয়াদী পার্থক্য রহিয়াছে, সেকথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

মানুষের আইন আর ইলাহী আইন

শরীঅতের আইনের সর্বপ্রথম এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট এই যে, ইহার শ্রেষ্ঠত্ব এবং— পবিত্রতা সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক বিশ্বাস বিরাজমান রহিয়াছে। মানুষের প্রস্তুত কোন আইন সম্পর্কেই এ ভাব বিদ্যমান নাই। শরীঅতের প্রত্যেকটি আইন ইছলামের কোন না কোন মৌলিক অথবা প্রতিপাদ্য শিক্ষার

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইছলাম প্রত্যেক মুছলমানের জন্য তাহার নৈতিক অবস্থা, অভ্যাস, রীতি, আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থাৎ প্রত্যেকটি উক্তি ও কার্যকে ইছলামী নীতি অনুসারে গঠন করার জন্য আদেশ দিয়াছে। শরীঅতের আইন মুছলমানগণের ঈমান ও মতবাদের সহিত গভীর ভাবে বিজড়িত। ইহার সার্বভৌম প্রতাপ তাহাদের অন্তর রাজ্যে দৃঢ়ভাবে অংকিত। পক্ষান্তরে মানুষের প্রস্তুত আইন-সমূহের মধ্যে দুই একটি আইন নীতি ও ধর্মের—বুনিয়াদের উপর স্থাপিত হইলেও শত সহস্র আইন শুধু শাসনকর্তা ও আইনজীবীগণের অভিরুচি ও স্বার্থের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শিক্ষিত জনগণের ইহা অবিদিত নাই যে, ইউরোপের প্রচলিত আইনগুলি সমস্তই রোমক আইন (Roman Law) হইতে পরিগৃহীত। ইউরোপের অধিবাসীবর্গের খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার বহু পূর্বেই রোমক আইন তাহার প্রগতি ও বিবর্তনের অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করিয়াছিল। খৃস্টানধর্ম যখন প্রতিপত্তি লাভ করে তখন উহার অনুসারীগণ হযরত মুছার শরীঅত বর্জন করিয়াছিল। ফলে, ইউরোপে খৃস্টানদের আইনে কোন সঠিক, সুস্পষ্ট ও সত্যকার ধর্মীয় প্রভাব পড়িতে পারে নাই। সংবিধানের সংসর্গে 'নামকে ওয়াস্তে' কতিপয় পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল মাত্র। ইহার উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু ছিল যে, খৃস্টানিটির নামটুকু বিদ্যমান থাকুক আর যাহারা এই নাম লইতে থাকিবে সরকার তাহাদের জন্য কিছু সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করুক।

শরয়ী আইনের আর একটি বৈশিষ্ট

শরয়ী আইনের আর একটি বৈশিষ্ট এইযে, নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকৃষ্ট বিধানগুলির হিফাযত করাই উহার প্রধানতম লক্ষ। নৈতিক মূল্য ও মানের প্রতিটি বিষয়কে শরীঅত ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। নীতি ও চরিত্রের সহিত কোন বিষয়ের সামান্য মাত্র সম্পর্ক বিদ্যমান থাকিলে সে বিষয়ে তৎক্ষণাৎ শরীঅতের আইন সক্রিয় হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে নীতি ও চরিত্রের সহিত মানুষের প্রস্তুত আইনের বিশেষ কোন সম্পর্কই থাকেনা। কাহারও দুশ্চরিত্রতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষীভূত আকারে অপর ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে, যতক্ষণ পর্যন্ত উহা শান্তি এবং শৃঙ্খলার মধ্যে বিপর্যয় ঘটাইতেছে বলিয়া স্পষ্টভাবে বুঝিতে না পারা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের ব্যক্তিগত আচরণকে আইন নির্বাক দর্শক অথবা পৃষ্ঠপোষকরূপেই লক্ষ করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে কেবলমাত্র যেস্থলে ব্যভিচারে রত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কেহ অপরপক্ষের উপর যবরদস্তী করে শুধু সেইক্ষেত্রেই ব্যভিচার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহার অর্থ হইল এইযে, মূলতঃ ব্যভিচার কোন অপরাধ নয়, অপরাধ হইতেছে যবরদস্তী বা বলপ্রয়োগ। যবরদস্তী কাহারো ধন কাড়িয়া লইলে যেরূপ উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, কিন্তু পরস্পরের সম্মতিক্রমে একে অপরের অর্থ গ্রহণ করিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়না, ঠিক সেই রূপ কেবল যবরদস্তী কাহারো আবরু নষ্ট করিলেই আইনের দৃষ্টিতে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। সোজা কথায় মানুষের প্রস্তুত আইনের নযরে পরস্পরের সম্মতিক্রমে পরস্পরের আবরু উভয়পক্ষের জন্য উপভোগ্য ও হালাল করা হইয়াছে এবং পারস্পরিক সম্মতির আকারে প্রচলিত আইন ব্যভিচার বা যিনাকারীর পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন তৃতীয়পক্ষ সম্মতিসূচক ব্যভিচারের পথে প্রতিবন্ধক হইলে আইন তাহাকে অবিলম্বে গ্রেফ্‌তার করিবে কিন্তু ইছলামী শরীঅত অনুসারে সকল অবস্থায় সকল প্রকারের যিনাকারীকে হারাম এবং অপরাধ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। শরীঅতের দৃষ্টিতে ইহা এরূপ একটি অপরাধ যাহা চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতার শিকড়ে ঘুণ ধরাইয়া দেয়! আর চরিত্রে বিকৃতি ঘটিলে সমাজের সমস্ত অংগেই বিকার ও বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে আর এইভাবেই সমাজের ভিত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অনুরূপ আকারে প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে মদ্যপান অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়না এবং উহার ফলে যে মাতলামী ও বে-হুশী সৃষ্টি হয় তাহাও দোষনীয় বিবেচিত হয়না। অবশ্য মাতাল অবস্থায় যদি মদ্যপায়ী কাহাকেও গালিগালাজ বা কাহারো সহিত মারপিট করে অথবা রাজপথে এরূপভাবে টলিতে টলিতে ও চলিতে চলিতে চলিতে থাকে যে নেশার ভাব তাহার কার্যকলাপের সম্পূর্ণ প্রকট হইয়া উঠে তবেই

আইন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে। ইহার অর্থ এইযে, প্রচলিত আইন অনুসারে মদ্যপানের কার্য আদৌ অপরাধ-জনক নয়। আসল অপরাধ হইতেছে বিশেষ আকারে অন্যের অসুবিধা সৃষ্টিকরা। শরাবের অন্যান্য চারিত্রিক, নৈতিক এবং দৈহিক ক্ষতি যেভাবে মদখোরের নিকট হইতে সংক্রামিত হইয়া গোটা সমাজকে বিষাক্ত ও বিপন্ন করিয়া তোলে সে সকল বিষয় গ্রাহ্য করা প্রচলিত আইন আদৌ আবশ্যক বিবেচনা করেনা। পক্ষান্তরে কেহ মাতাল হউক বা না হউক শুধু মদ্যপান করার কার্যকেই শরীঅত নিষিদ্ধ ও হারাম করিয়াছে। মাতলামির দাংগা হাংগামার সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভংগি লইয়া শরীঅত মদ্যপানের কার্যকে দর্শন করেনাই বরং ব্যাপক নৈতিক দৃষ্টিভংগি লইয়াই ইহাকে লক্ষ করিয়াছে। চরিত্রের হিফাযতই শরীঅতের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য।

শরীঅতের আইনে নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রকে বুনিয়াদী এবং ব্যাপক স্থান প্রদান করার কারণ এইযে, এই আইনগুলির মূলউৎস হইতেছে দ্বীন এবং দ্বীন সকল অবস্থায় উন্নত নীতি-নৈতিকতার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছে এবং সমাজের ভিতর যাহাতে সাধু ও সজ্জন ব্যক্তি সমূহের অভ্যুদয় ঘটিতে পারে সেই পরিকল্পনাকে অন্যতম প্রধান লক্ষণরূপেই বরণ করিয়া লইয়াছে, যেহেতু দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অবকাশ নাই। সুতরাং শর্‌য়ী আইন সমূহের সহিত নীতি নৈতিকতার ও চরিত্রের সম্পর্কও চিরস্থায়ীভাবে অবিচ্ছেদ্য। প্রচলিত আইন সমূহের দৃষ্টিতে চরিত্র গঠনের কার্যকে গুরুত্ব প্রদান না করার কারণ এইযে, এগুলির বুনিয়াদ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই, আইনের রচয়িতাগণের দাবী ও উদ্দেশ্য ইহাই। প্রচলিত রেওয়াজ সাধারণভাবে সংঘটিত ঘটনা সমূহ এবং সাধারণভাবে প্রচলিত বিধিব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়াই এই আইনগুলি প্রণয়ন করা হইয়াছে। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, এই ধরণের আইন সমূহে সর্বদাই সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন ঘটিয়া থাকে, বরং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা যে, পরিবর্তন ও সংশোধন মানবীয় আইন সমূহের প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। জনগণ অথবা শাসনকর্তা, গোষ্ঠি অথবা সমাজের নেতৃস্থানীয় শ্রেণীর রুচি, প্রয়োজন এবং স্বার্থের যখনই পরিবর্তন সংঘটিত হয় সংগে সংগে এই সকল আইনেরও সংশোধন ঘটিয়া থাকে। আইনের রচয়িতাগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত রুচি, প্রবৃত্তি এবং স্বভাবজাত দুর্বলতার হস্ত হইতে কোনক্রমেই মুক্ত নন। পক্ষান্তরে তাঁহারা তাঁহাদের চালচলন ও আচরণকে নীতি-নৈতিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ রাখিতেও ইচ্ছুক নয়। ফলে তাহাদের প্রণীত আইন হইতে নীতি-নৈতিকতার প্রভাব ক্রমশঃই বিলীন হইয়া যাইতেছে। এমন কি এই সকল আইনের পতাকাবাহী দল মাঝে মাঝে সগর্বে ইহাও ঘোষণা করিতেছেন যে, "আমাদের আইনগুলি ধর্মনিরপেক্ষ [Secular], ধর্মের সহিত এগুলির কোনই সম্পর্ক নাই।" এইখানে আসিয়া আইনের মূলনীতি নির্ধারিত হয়—ধর্মীয় ও নৈতিক অনাচার এবং বল্গামুক্ত চারিত্রিক স্বেচ্ছাচার। নৈতিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত আইনগুলি বিরল ও ব্যতিক্রম [Exception] রূপে অবলম্বিত হইয়া থাকে। আধুনিক যুগের অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় সংবিধান এই চরমোন্নতিই লাভ করিয়াছে।

আল্লাহর নির্ধারণ এইযে, তাঁহার মনোনীত দ্বীন হইতেছে ইছলাম। অধিকন্তু আল্লাহ ইহাও আদেশ করিয়াছেন যে, যেব্যক্তি ইছলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবনব্যবস্থার অনুসরণ করিবে তাহার সাধনা গ্রাহ্য হইবেনা। শর্‌য়ী আইনের উৎস এবং মূল হইতেছেন স্বয়ং আল্লাহ। পক্ষান্তরে প্রচলিত আইন সমূহের উৎস হইতেছে মানুষের মস্তক। ইহার অনিবার্য পরিণতি এইযে, শরীঅতের আইনের মর্যাদা শাসক ও শাসিত উভয় পক্ষই মনে প্রাণে রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দৃঢ় প্রত্যয় রহিয়াছে যে, যদি শর্‌য়ী আইনের উদ্দেশ্য সার্থক করিতে পারা যায় তাহা হইলে পৃথিবীর ন্যায় জীবনের পরপারেও গৌরব ও সমৃদ্ধির অধিকারী হইতে পারা যাইবে কিন্তু ইহার অন্যথাচরণ করিলে

ان الدين عند الله الاسلام —

و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه —

শুধু পার্থিব জীবনেই লাঞ্ছিত হইতে হইবেনা বরং পারলৌকিক জীবনেও কঠোরতম দণ্ডের সম্মুখীন হইতে হইবে।

কোন আইনের মূল্যমান এবং সার্থকতা নিরূপণ করার জন্য সচরাচর ইহাও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে যে, জনগণের মধ্যে উক্ত আইন অনুসরণ করার উৎসাহের পরিমাণ কিরূপ? এদিক দিয়া পরীক্ষা করিলেও পৃথিবীর কোন আইনই শরয়ী আইনের সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হইবেনা।

মানুষের প্রণীত আইনের আর একটি বৈশিষ্ট এইযে, শাসন ব্যবস্থা এবং শাসকগোষ্ঠির পরিবর্তনের সংগে আইনের বহুলাংশ অনাবশ্যক পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়া থাকে এবং ব্যক্তি ও দলের প্রবৃত্তি ও খোশখেয়ালের খেলনায় পরিণত হয় কিন্তু শরয়ী আইন এইরূপ অনাবশ্যক হস্তক্ষেপের প্রভাব হইতে সর্বদাই মুক্ত থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ আইন সভায় এই রীতি ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে, যখনই আইন সভায় বামপন্থীগণ সরকারীদলের সমালোচনা করিয়া থাকেন তখন সংগে সংগে তাঁহাদের প্রণীত ও প্রবর্তিত আইনগুলিরও বিশেষভাবে তাঁহারা কঠোর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং সেই সকল আইনের সমকক্ষতায় নূতন আইনের খসড়া উপস্থাপিত করিয়া তাঁহারা তীব্রস্বরে জনগণকে বুঝাইতে চাহেন যে, আমরা পূর্ব প্রবর্তিত অত্যাচারমূলক আইনগুলিকে সমূলে উপড়াইয়া ফেলিয়া জনকল্যাণমূলক উৎকৃষ্টতম আইন প্রবর্তিত করিব। বৃদ্ধদলের সদস্যদের উল্লিখিত আচরণের তাৎপর্য এইযে, তাঁহারা মনেপ্রাণে ইহা বিশ্বাস করেন, যে সকল আইনের তাঁহারা বিরোধ করিতেছেন সেগুলি বিভ্রান্ত মানবেরই মস্তিষ্ক প্রসূত। তাঁহাদের এই ধারণা যে সঠিক তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু স্বয়ং তাঁহারাও যে বিভ্রান্ত মানবের সন্তান এবং তাঁহাদের মস্তিষ্ক প্রসূত আইনও যে ভ্রম-প্রমাদশূন্য হইতে পারেনা দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা তাঁহাদের ওজস্বিনী বক্তৃতার সময়ে সেকথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া থাকেন। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ রাষ্ট্রে আইনের মর্যাদা এবং গৌরব ক্রমশঃ শিথিল হইয়া চলিয়াছে আর অদূর ভবিষ্যতে ঐ সকল দেশে যদি আইনের মর্যাদা কর্পূরের মত সম্পূর্ণ উবিয়া যায় তাহাতে বিস্ময় বোধ করিবার কিছুই রহিবেনা।

যে সকল আইন নিছক স্বার্থ ও বস্তু-তান্ত্রিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, জনগণের স্থায়ী সম্মান সেগুলি কিছুতেই লাভ করিতে সমর্থ হয়না, যতদিন ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থের উক্ত আইনগুলি পরিপোষক হয়, ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা উক্ত আইনের সম্মুখে নতশির থাকে কিন্তু তাঁহাদের স্বার্থের সহিত উক্ত আইন সমূহের সংঘর্ষ ঘটিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়াইয়া দেয়। আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ আইনই ধর্ম, মতবাদ, নীতি ও উন্নত জীবনের আদর্শ হইতে বঞ্চিত।

ছাড় ছাড় তরী আজ

আশরাফ উদ্দীন আহমদ

হে যুগের যাত্রী কাফেলা আমার ছাড় ছাড় তরী আজ;
নয়া জামানার নয়া প্রভাতে বাজে মধু এস্রাজ।
খুলে গেছে দ্বার নতুন যুগের আকাশে এসেছে উষা;
নয়া জিন্দেগী পরেছে আজিকে তাহার রঙীন ভূষা।

চলোরে কাফেলা চলো চলো আজ ছাড় আপনার তরী
ভেঙ্গে চলো আজ দরিয়ার পানি কোরো নাক আর দেরী
ভাসাও তোমার নয়া কিশ্‌তি নীল দরিয়ার বুকে;
শত আজাজিল ইবলিস আজ চলে যাক লাজ মুখে।

কেটে গেছে আজ ঘন আঁধিয়ার রাত্রির দুর্যোগ;
দেখা যায় এবে পূবের দুয়ারে উষার রঙিন মুখ।
ভাসাও কাফেলা তোমার কিশ্‌তী নয়া নীল দরিয়ায়;
পথের বাধা সাফ্‌ হয়ে যাক রক্তের ফোয়ারায়।

দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার সব ভেঙ্গে চলো আজ;
আওয়াজ এসেছে নয়া জামানার সাজরে মিছিল সাজ।
হে যুগের যাত্রী কাফেলা আমার ভাঙ্‌ আজিকে রুদ্ধদ্বার;
তোমার কিশ্‌তী বোঝাই করিয়া আনো আনো উপহার।

মগরিবের আযাদী সংগ্রাম

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

সূচনা

পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী যুপকাষ্ঠে আজও যে সব হতভাগ্য দেশ আবদ্ধ রহিয়া শোষণ এবং নিষ্পেষণের যাতাকলে দলিত, মথিত ও মর্দিত হইয়া দুঃসহ বেদনায় গুমরিয়া মরিতেছে মগরিব নামে পরিচিত উত্তর আফ্রিকার আরব রাষ্ট্রত্রয় তন্মধ্যে বোধ হয় আয়তনে সর্ববৃহৎ। এই রাষ্ট্রত্রয়ের নাম ১। আলজেরিয়া, ২। তিউনিসিয়া ও ৩। মরক্কো।

সমগ্র ইলাকার বিস্তৃতি পূর্ব হইতে পশ্চিম—পর্যন্ত ১৬ শত মাইলেরও অধিক। আফ্রিকা মহাদেশের সহিত সংলগ্ন ভূমধ্য সাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল ভাগ দিয়া অবস্থিত এই দেশত্রয় কৃষিজ উৎপাদনের দিক দিয়া অতিশয় উর্বর বিধায় পুরাকাল হইতে শক্তিমদমত্ত ও ক্ষমতা লোলুপ জাতির লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। সভ্যতার প্রথম উন্মেষে আমরা এই দেশগুলি—কার্থেজের উপনিবেশ রূপে দেখিতে পাই, অতঃপর রোম কার্থেজেনিয়ানদের নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লয় এবং দীর্ঘ দিন উহা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ রূপে গণ্য হইতে থাকে। অতঃপর ইছলামের আরবীয় মুক্তি ফৌজগণ অধিবাসীবর্গের মুক্তিত্রাতা রূপে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে আবির্ভূত হয় এবং রোমান শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর ইছলামের বিজয় নিশান উড়াইয়া দিতে সমর্থ হয়। ইছলামের সুবিমল আলোর সংস্পর্শে আসিয়া উহার খৃষ্টান ও প্যাগান অধিবাসীবর্গ ইছলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়, বহু আরববাসী এখানে আগমন করিয়া উহার উর্বর ভূমির আকর্ষণে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে শুরু করে এবং উভয়ের সংমিশ্রণে আরব প্রাধান্যে শক্তিশালী—জাতির অভ্যুদয় ঘটে। অতঃপর প্রধানতঃ ইহাদের সাহায্যে আরব সেনাপতি বীরবাহু মুছা ও রণবীর তারেক ইউরোপের দ্বার-প্রহরী আন্দালুস বা স্পেনে মুছলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন।

আলজেরিয়া

এই ৩ দেশের একটি আলজেরিয়া। আফ্রিকার সর্বোত্তরে ভূমধ্যসাগরের কোল ঘেঁষিয়া ৬৫০ মাইল ব্যাপী দীর্ঘ এবং ৩৫০ মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট (৮৪৭৫৫২ বর্গ মাইল) এই সুবৃহৎ রাজ্যটি বর্তমানে সরাসরি ফ্রান্সের অধীন একটি প্রদেশে রূপান্তরিত। ইহার পূর্বদিকস্থ প্রায় ৫০ সহস্র বর্গমাইল বিশিষ্ট তিউনিসিয়া এবং পশ্চিম দিকস্থ ১ লক্ষ ৭২ সহস্র বর্গমাইলের মরক্কো ফ্রান্সের আশ্রিতরাজ্য রূপে কথিত এবং নাম মাত্র ছুলতানের অধীনে শাসিত হইলেও এই দুইটি রাজ্যও প্রকৃত প্রস্তাবে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক কঠোর নাগপাশে বেষ্টিত এবং উহার দৃঢ় অধীনতার মজবুত শিকড়ে আবদ্ধ।

ভূমধ্যসাগরে জলদস্যুর উৎপাত দমনের অজুহাতে আলজেরিয়ার উপকূলভাগে ১৮৩০ খৃঃ সৈন্য অবতরণের হুকুম দিয়া ফরাসী সরকার ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেশটি কুক্ষিগত করিয়া ফেলে। আলজেরিয়ার উর্বর শস্যক্ষেত্র এবং ব্যবসায়ের অপূর্ব সুযোগ বহু সংখ্যক বেসরকারী ফরাসীকেও উক্ত দেশে আকর্ষণ করিতে থাকে।

এক্ষণে আলজেরিয়াকে ফরাসীগণ ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশরূপে গণ্য করিয়া থাকে। আলজেরিয়ার মোট ৯০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ১০ লক্ষ ফরাসী, অবশিষ্ট ৮০ লক্ষের প্রায় সমস্তই মুছলমান, মাত্র কিছু সংখ্যক বার্বার উপজাতীয় ইলাকায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দেশটির উত্তর অঞ্চলকে ৩টি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছেঃ আলজিয়ার্স, ওরান এবং কন্সটানটাইন। প্রত্যেক বিভাগ হইতে ফরাসী জাতীয় পরিষদে (National Assembly) একজন সিনেটর এবং ৩ জন ডেপুটী নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সমগ্র অধিবাসীর মাত্র ১/৯ অংশ—ফরাসীগণ মধ্যের হইতেই অর্ধেক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

Contents

ভূমধ্যসাগরের উপকূল অঞ্চল সমগ্র দেশটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উর্বর। ফরাসী ঔপনিবেশিকরা প্রধানতঃ এইখানেই বসবাস করিয়া থাকে। এখানকার কৃষিজাত উৎপাদনের মধ্যে গম, বার্লি, জই, আলু, তামাক ও শনই প্রধান। খেজুর, ডুমুর, দাড়িম্ব, জলপাই এবং আঙুরও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আঙুর ও জলপাই হইতে ফরাসীরা বিভিন্ন জাতীয় প্রচুর পরিমাণ মদ্য এবং অলিভ অয়েল প্রস্তুত করিয়া নিজ রাষ্ট্র এবং ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রফতানি করিয়া প্রচুর লাভবান হইয়া থাকে। দুম্বা মেষ ছাগাদিও যথেষ্ট চালান দেওয়া হয়। বিদেশ হইতে বস্ত্র, সূতা, ম্যাশিনারী, মোটর, পেট্রোলিয়াম, চিনি, কয়লা, লৌহ, চা, কফি প্রভৃতি যাহা কিছু আমদানি করা হয় তাহাও প্রধানতঃ ফরাসী ব্যবসায়ীদেরই এক চেটিয়া।

আলজেরিয়ার উত্তর অঞ্চল একজন গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক শাসিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ অঞ্চলের জন্য একজন সামরিক শাসক রহিয়াছেন এবং তাহার অধীনে পৃথক বাজেটে উহা একটি পৃথক উপনিবেশরূপে শাসিত হয়।

ফ্রান্সের 'অবিচ্ছেদ্য' অঙ্গরূপে আলজেরিয়ার অধিবাসীবর্গ প্যারিস এবং মার্শেলের বাসিন্দাদের ন্যায় পূর্ণ নাগরিকত্বের অধিকারী বলিয়া ফ্রান্স যতই দাবী করুক এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের দালাল বৃন্দ এই অধিকারের গুণ পঞ্চমুখে যতই গাহিতে থাকুক আসলে ফরাসী ভিন্ন দেশের সমগ্র অধিবাসী বৃন্দ ফ্রান্সের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধীনতার নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে আটকা পড়িয়া স্বাধীনতার মুক্ত হাওয়ার জন্য দীর্ঘদীন হইতে ছটফট করিয়া মরিতেছে।

তিউনিসিয়া

বর্তমানে রাজনৈতিক দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর ৪৮ হাজার বর্গমাইল প্রসারিত, ৪০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত এই উর্বর দেশটি দীর্ঘদিন তুরস্কের অধীন ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আলজেরিয়ার দেশরক্ষা প্রচেষ্টার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ফরাসী সরকার একটি সামরিক বাহিনী তথায় প্রেরণ করেন এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের বার্দো সন্ধির ফলে তিউনিসিয়া ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের উপত্যকায় শস্য উৎপাদনের প্রচুর উর্বর ভূমি, উত্তর-পূর্বের উপদ্বীপ অঞ্চলে ফলচাষের উপযোগী ক্ষেত্র, মধ্য ইলাকার অধিত্যকার ঘাসবহুল চারণ ভূমি আর দক্ষিণের মরুস্থান এবং খর্জুর-বাগিচা দেশটিকে কৃষিজ উৎপাদনের দিক দিয়া এক লোভনীয় ও মনোহর সম্পদে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। আলজেরিয়ার বর্ণনায় উল্লিখিত কৃষিজ উৎপাদন ছাড়াও এখানে বাদাম, লেবু, কমলালেবু, বাতাবী লেবু, পেস্তা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সিসা, লৌহ, ফসফেট, জিঙ্ক প্রভৃতি ধাতব পদার্থও ইহার খনিগুলি হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে। আমদানীকৃত দ্রব্যসমূহ আলজিরিয়ার সমতুল্য।

তিউনিসিয়ার উপর ফ্রান্সের খবরদারীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্র কর্তৃক উহা স্বীকৃতির পর দেশের তদানিন্তন শাসক 'বে' নাম মাত্র সিংহাসনের মালিক হইয়া থাকিলেন এবং আসল ক্ষমতা ফরাসী রেসিডেন্ট জেনেরেলের নিকট হস্তান্তরিত হইয়া গেল। 'বে'র ১১ জন মন্ত্রীর মধ্যে রেসিডেন্ট জেনারেল সহ ৯ জনই নিয়োজিত হইলেন ফরাসীগণ হইতে আর বাকী ২ জন নিযুক্ত হইলেন তিউনিসিয়ার অধিবাসীগণের মধ্য হইতে। বলা বাহুল্য দেশরক্ষা, শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং পররাষ্ট্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি ফরাসী মন্ত্রীদের জন্যই সুনির্দিষ্ট রহিল। 'বে' এই মন্ত্রীমণ্ডলীর নির্দেশ মানিতে বাধ্য রহিলেন। প্রাদেশিক গবর্ণর পদগুলির সবই ফরাসীদের জন্য সুরক্ষিত রাখা হইল, এমন কি জেলাধিপতি এবং শাসন পরিচালনার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিও একে একে সমস্তই তাঁহারা দখল করিয়া বসিলেন। দেশের বাসিন্দাগণকে কেরাণী এবং ছোটখাট অফিসারের পদ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। বিদেশী শাসকের পক্ষপুটে এই বাধ্যতামূলক আশ্রয় যে পরাধীনতারই নামান্তর তাহা দেশবাসী এবং নাম মাত্র শাসক 'বে'র বুঝিতে খুব বেশী সময়

লাগিল না। ফরাসীরা দেশের কৃষিসম্পদ লুণ্ঠন এবং অর্থসম্পদ শোষণের জন্যই যে তাহাদের দেশে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে এবং দেশবাসীর উপর অত্যাচার ও নিগ্রহের মূর্তিমান অভিশাপ রূপে বিরাজমান রহিয়াছে জাগ্রত তিউনিসিয়া ধীরে ধীরে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল এবং হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন শুরু করিয়া দিল।

তিউনিসিয়ার দস্তুর পার্টি আযাদী সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশে আধুনিক সভ্যজগতের গণতান্ত্রিক মান অনুযায়ী এমন শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন করা যাহাতে দেশের শাসন ব্যবস্থায় জনগণ পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হয় এবং শাসন পরিচালনার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে স্বদেশীয়গণের অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই এই আন্দোলনের প্রতি ফরাসী কর্তৃপক্ষের বিষদৃষ্টি নিপতিত হয় এবং আন্দোলনকারীগণ নানাভাবে নিগৃহীত হইতে থাকে। নেতাদের মধ্যে অনেকেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত এবং নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন। তিউনিসিয়ার রাজনৈতিক গুরু এবং দস্তুর পার্টির প্রেসিডেন্ট মনীষী আবদুল আযীয আস্‌সা আলী বী' স্বয়ং নির্বাসিত এবং পার্টির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বে-সী নাসর নানা অযুহাতে 'বে'র পদ হইতে অপসারিত হন।

অতঃপর ফরাসী সরকারের সহিত তিউনিসিয়ার নেতৃবৃন্দের আপোষ মীমাংসার জন্য দীর্ঘদিন (১৯১৯-২১) আলাপ আলোচনা চলিল এবং বিভিন্ন দফায় প্রতিনিধিদল দায় দরবারের জন্য প্যারীতে আহূত হইলেন কিন্তু শাসন ব্যবস্থার উন্নতির নামে কিছু প্রহসন ভিন্ন বিশেষ কোন ফললাভ হইল না। তবে সা-আলীবী ক্ষমা (?) প্রাপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি লাভ করিলেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট মিলার্ডে শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি সহ তিউনিসিয়ার জাতীয় আশা আকাঙ্খার সঙ্গে পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে পূর্ণ শানশওকতের সঙ্গে তিউনিসিয়ায় পদার্পণ করিলেন। তোড়জোড় এবং আশ্বাস বাণীর প্রতি লক্ষ করিয়া এই বার অনেকের ধারণা জন্মিল সত্যই বা প্রেসিডেন্ট তিউনিসিয়ার জাতীয় দাবী পূরণ করেন। কিন্তু তাহাদের ভুল ভাঙ্গিতে খুব বেশী বিলম্ব হইলনা। সমাজতন্ত্রী প্রেসিডেন্টের কণ্ঠে তিউনিসিয়াবাসীদের মুখের উপর উচ্চারিত হইল— Tunis was and would always remain French তিউনিসিয়া পূর্বে যেমন ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য ছিল ভবিষ্যতেও তেমনি থাকিবে।

আযাদী-পাগল তিউনিসিয়াবাসীদের অন্তরের পুঞ্জীভূত বারুদে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইল। দেশবাসী ফরাসী প্রেসিডেন্টের এই দাম্ভিক উক্তির দৃপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাইলেন এবং একযোগে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টায় আগাইয়া আসিলেন। আবার নির্যাতনের নির্মম পালা শুরু হইল। শেখ সা আলি বীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত এবং তাঁহার কার্যকলাপে বহুবিধ বাধানিষেধ আরোপিত হওয়ায় তাঁহার জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিল। বাধ্য হইয়া তিনি পুনঃ স্বেচ্ছায় নির্বাসন গ্রহণ পূর্বক জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিলেন এবং মুছলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিউনিসিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব মুছলিম জনমত গঠনে ব্রতী হইলেন।

শেখ সা-আলী বীর স্বৈচ্ছিক নির্বাসন গ্রহণের পর আন্দোলনের গতি কিছু দিনের জন্য মন্থর হইয়া আসে। ফরাসীরা কৌশলে তিউনিসীয়দিগকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখার চেষ্টায় সাময়িক ভাবে সফলকাম হয়। কিন্তু হাবীব আবু রকীবার (ফরাসীদের কল্যাণে বারগুইবা) ন্যায় কুশাগ্র বুদ্ধি, অমিত তেজী ও বিরাট ব্যক্তিত্বশীল নেতার আবির্ভাবে তিউনিসিয়াবাসীগণ আবার নূতন উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিল। পুরাতন দস্তুর পার্টির পরিবর্তে তাঁহার সার্থক নেতৃত্বে নয়া দস্তুর পার্টি গঠিত এবং উহার উদ্যোগে আযাদী সংগ্রামে যৌবনজলতরঙ্গ উত্থিত হইল। ফরাসী সরকারের টনক নড়িয়া উঠিল। কোন কোন সময় তাহারা তিউনিসিয়ার জাতীয় দাবীর বৃহত্তর অংশ হয়ত মানিয়া লইতে রাযী হইলেন কিন্তু পরক্ষণে ফরাসীদের চিরপরিবর্তনশীল সর-

কারের নূতন মন্ত্রিসভা উহা অস্বীকার করিয়া বসিলেন। ফলকথা তিউনিসিয়ার আযাদী আন্দোলন স্তব্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য ফরাসীরা নির্যাতন ও নিগ্রহের চিরাচরিত প্রথাকেই বাছিয়া লইল। কিন্তু পৌনপুনিক গুলি বর্ষণ, নরহত্যা, গ্রেফতার, নির্বাসন কোন কিছুই অশান্ত তিউনিসীয়াবাসীদিগকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিতে পারিল না বরং অত্যাচার ও নৃশংস আচরণের মাত্রা যতই বাড়িতে লাগিল, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের স্পৃহা এবং ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণের প্রেরণা ততই বর্ধিত হইয়া চলিল।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণের অন্তরে অসাধারণ তেজস্ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যখন ফরাসীদের ক্রীড়নক 'বে'র মৃত্যুর পর আযাদী লড়াইয়ের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ও বন্ধুভাবাপন্ন সাবেক 'বে' সী নাসরের সুযোগ্য পুত্র এবং আযাদী সংগ্রামের অন্যতম অগ্রনায়ক সি দি মোহাম্মদ আল মনছফ 'বে'র পদে অধিষ্ঠিত হন। আল মুনছফ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তদানিন্তন ফরাসী প্রেসিডেন্ট মার্শাল পেঁতার নিকট দেশের স্বাধীনতার দাবী স্বয়ং পেশ করেন। তিনি শাসন পরিচালনার ব্যাপারে ফরাসী সরকারের অন্যায় অনুশাসন মানিয়া চলিতে অস্বীকার করেন এবং ফরাসী প্রাধান্যের পরিবর্তে মোহাম্মদ চেনিককে প্রধানমন্ত্রী করিয়া একটি নূতন জাতীয় সরকার কায়েম করেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোলে তিউনিসিয়া জার্মানীর কর্তৃত্বে চলিয়া যায় কিন্তু কিছুদিন পর মিত্রশক্তির কল্যাণে আবার ফরাসী সরকার তাহাদের আশ্রিতরাজ্য ফিরাইয়া পায়। উত্তর আফ্রিকার ফরাসী মিলিটারী ও সিভিল কম্যাণ্ডার জেনারেল জিরদ এবং নূতন রেসিডেন্ট-জেনারেল জুঁই সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও পদদলিত করিয়া তিউনিসীয়দের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখাইয়া নূতন করিয়া জাঁকিয়া বসেন এবং পথের কাটা বেরাড়া সিদি মোহাম্মদ আল মুনছফকে অপসারিত করিয়া তাঁহাদের বশংবদ সি দি আল আমীনকে (ফরাসী উচ্চারণে সি দি লামিন) সিংহাসনে উপবেশন করান। মহান বে মুনছফ নির্বাসিত অবস্থায় মনের দুঃখে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল ফরমান।

সি দি আল মুনছফ তাঁহার নির্বাসন ও মৃত্যুর দ্বারা জাতিকে নূতন করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বোধিত করিয়া তুলিলেন। দিকে দিকে—শহরে বন্দরে, গ্রামে পল্লীতে সর্বত্র গণবিক্ষোভ হু হু করিয়া ছড়াইয়া পড়িল। বেদনা-বিক্ষুব্ধ আযাদী-পাগল—জনবৃন্দের 'আস্ফালন' (?) থামাইবার জন্য সুসভ্য (?) ফরাসী সরকার বর্বরতার চরম নিদর্শন প্রদর্শন করিলেন। অন্ততঃ ১০।১২ হাজার নিরপরাধ লোককে ফরাসীদের নৃশংস নরমেধ যজ্ঞে প্রাণাহুতি দিতে হইল। ৪০ সহাস্রাধিক লোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। শান্ত ও নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণ এবং কাঁদুনে গ্যাস কতবার নিক্ষিপ্ত এবং কতলোক আহত ও পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে!

এইবার 'বে' সি দি আল আমীন বিবেকের দংশন অনুভব করিলেন এবং বহু মূল্যবান প্রাণাহুতি ও ক্ষয় ক্ষতির পর তিনি মনেপ্রাণে দেশবাসীর যথার্থ আশা আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় দাবীর অদম্য স্পৃহার মর্মোপলব্ধি করিলেন। হাবীব আবু রকিবা স্বাধীনতার দাবী লইয়া ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারিস গমন করিলেন আর উক্ত সনের মে মাসে স্বয়ং 'বে' আল-আমীনের কণ্ঠে স্বাধীনতার পূর্ণ দাবী উচ্চারিত এবং জনসভায় দেশের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক যোগাযোগের কথা দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারিত হইল। ফরাসী কর্তৃপক্ষ এবার প্রমাদ গণিলেন। পর্যায়ক্রমে বিভীষিকার রাজত্ব বিস্তার ও ত্রাস সঞ্চার এবং আপোষ আলোচনা চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু না হওয়ায় অবশেষে সি দি আল-আমীনের চেনিক মন্ত্রীসভা সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য জাতি সঙ্ঘে অভিযোগ পেশ করিলেন।

আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া প্রভৃতি দেশের সমস্যা ফ্রান্সের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া ফ্রান্স সাবধান বাণী উচ্চারণ করিল আর সাম্রাজ্যবাদিতার

সমর্থক বৃটেন, আমেরিকা তাহাতে মৌনসম্মতি-জ্ঞাপন করিল। অপর দিকে চেনিক মন্ত্রী সভার উপর ফরাসী সরকারের আক্রোশ প্রচণ্ড আকারে ফাটিয়া পড়িল। আল আমীনের নিকট চেনিক মন্ত্রী সভার পদত্যাগ দাবী করা হইল। কিন্তু যে জনগণের আস্থাভাজন মন্ত্রী সভা ভাঙ্গিয়া দিতে— অস্বীকার করিলেন। ফলে সমস্ত দেশীয় মন্ত্রীদিগকে গ্রেফতার করিয়া অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করা হইল। হাবীব আবু রকীবা সহ বহু নেতা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। জনসাধারণের উপর এমন নির্মম ও অ-কথিত অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল যাহার সামান্যতম সংবাদ শুনিয়াই সভ্য জগত স্তম্ভিত ও মর্মাহত হইয়া গেল। যাহা হোক তিউনিসীয় প্রসঙ্গ জাতি সঙ্ঘে উত্থাপিত হয়। আরব এশীয় রাষ্ট্র সমূহের আপ্রাণ প্রচেষ্টা এবং পাকিস্তানের বহু সাধ্যসাধনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রসঙ্ঘ সমাধানের বাস্তব এবং ন্যায়ানুগ কোন পন্থা অবিষ্কার করিতে পারে নাই।

মরক্কো

মরক্কোর আয়তন ২১৩, ৩৫০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৯,০০০,০০০ লক্ষ। আলজেরিয়ার পশ্চিমাংশে সাহারার উত্তরে আটলান্টিকের কোল ঘেষিয়া এই দেশ অবস্থিত। আরব জগতে উহা মগরিবে-আকছা বা দূরবর্তী পশ্চিম রূপে আখ্যাত। উহা তিন ভাগে বিভক্ত, ফ্রেঞ্চ মরক্কো, স্পেনীস মরক্কো এবং নিরপেক্ষ তাঞ্জিয়ার ইলাকা। অধিবাসীদের মধ্যে আরব, পাহাড়ীয়া বার্বার এবং এতদুভয়ের সংমিশ্রিত 'মূর'গণই প্রধান। কিছু সংখ্যক ইয়াহুদী প্রাচীন কাল হইতে এখানে বসবাস করিতেছে, সাম্প্রতিক কালে ইউরোপ বিতাড়িত আরও কিছু সংখ্যক ইয়াহুদী এখানে ব্যবসায় উপলক্ষে আড্ডা গাড়িয়াছে। ট্যাক্স ও করমুক্তি এবং ব্যবসায়ের নানাবিধ সুবিধা এ পর্যন্ত ৭ লক্ষ ফরাসী এবং অন্যান্যই ইউরোপীয় জাতিকে এ দেশে আকর্ষণ করিয়াছে। ফরাসীদের অধীনস্থ ও আশ্রিত রাজ্যের মধ্যে এইটিই সর্বাপেক্ষা লাভজনক ও লোভনীয় রাজ্য।

অধিবাসীগণের অধিকাংশই চাষাবাদ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। এ স্থান হইতে মুর্গী, ডিম, চামড়া, পশম, বার্লি, গম, তিসি প্রভৃতি বিদেশে রফতানি এবং সুতা ও বস্ত্র, চিনি, চা, ম্যাশিনারি, বিভিন্ন জাতীয় পানীয় প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। মরক্কোর চামড়ার বস্তু, ফেষ টুপি (টার্কিশ ক্যাপ) পশমী এবং রেশমী বস্ত্র সুবিখ্যাত। এখানে পেট্রোলিয়ামের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রভূত পরিমাণে ফসফেট এখানে পাওয়া যায়।

কাগজেপত্রে মরক্কোর শাসনকর্তা এখানকার ছুলতান। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শাসন কর্তৃত্বের— সমস্ত চাবিকাঠিই ফরাসী রেসিডেণ্ট-জেনারেলের হাতে। কেমন করিয়া এই কর্তৃত্ব ফরাসী সাম্রাজ্য-বাদীদের কবলে পতিত হইল আর মরক্কোবাসীগণ উহা পুনরুদ্ধারের জন্য কিরূপ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাই-তেছে অতঃপর তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে অন্ধকার মহাদেশ (Dark continent) আফ্রিকায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ পররাজ্য শিকারের জন্য যে কাড়কাড়িতে মত্ত হইয়া উঠে তাহারই ফলে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা মরক্কোর অন্যতম সহর ফেষ অধিকার করে। অতঃপর সমগ্র মরক্কোর আভ্যন্তরীণ গোলযোগের অবসান, জনসাধারণের উন্নতি বিধান ও সীমান্তের উপজাতীয় উৎপাত নিরসন প্রভৃতি মহৎ কার্যের সাধু প্রেরণায় ফ্রান্স মরক্কোর উপর অছিগিরীর কথা ঘোষণা করিয়া বসিল। পূর্ব সম্পাদিত গোপনচুক্তি অনুসারে বৃটেন জার্মানী, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি দেশ 'অন্ধকার মহা-দেশে'র নির্দিষ্ট অঞ্চলে উক্তরূপ অছিগিরী অথবা শোষণ কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া মরক্কোর প্রধান অংশের উপর ফ্রান্সের অছিগিরী স্বীকার করিয়া লইল।

ফরাসীরা মরক্কোতে অছিগিরী কায়েম করার সঙ্গে সঙ্গেই মরক্কোর তদানিন্তন ছুলতান মূলে আবদুল হাফিযকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া তৎস্থলে মূলে ইউছুফকে বসাইয়া দেয়। অপরদিকে কিছু অংশের উপর স্পেনের খবর-দারীর দাবী ফান্স এবং ইউরোপের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু সহস্র বৎসরের স্বাধীনতা-সত্তার কথা মরক্কোবাসীরা কিছুতেই ভুলিতে পারে

না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মরক্কোর মুক্তিপাগল অধিবাসীরা স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করিয়া দেয়। ১৯১৯ ইছায়ী সালে স্পেনিয়ার্ড মরক্কোতে স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৯২১ খৃঃ রীফনেতা গাযী আবদুল করিমের নেতৃত্বে মরক্কোবাসীগণ স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিল। তাহারা মরক্কোর ছুলতানের অধীনে মরক্কোর উভয় অংশের একীকরণ ও পূর্ণস্বাধীনতার জন্য বিরামহীন সংগ্রাম চালাইতে লাগিল। আবদুল করিমের সেনাবাহিনীর নিকট স্পেনীয়ার্ডগণ পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করিল। মোজাহেদ বাহিনীর অন্তরে এই বিজয় নব উন্মাদনা আনিয়া দিল। অবশেষে তাহারা ১৯২৫ খৃঃ ফরাসী বাহিনীর উপরও হামলা করিয়া বসিল। এখানেও গাযী আবদুল করিমের অনন্যকুশল নেতৃত্ব প্রথমে ফরাসীদিগকে এককভাবে এবং পরে ফরাসী-স্পেনিয়ার্ড সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিতে সক্ষম হয়।

মরক্কোর স্বাধীনতা ও ঐক্যকরণ আন্দোলনে রীফনেতা গাযী আবদুল করিমের অপূর্ব সৌর্য-বীর্যমণ্ডিত নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরউজ্জ্বল ও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯২৬ খৃঃ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ফরাসী সেনাপতি মার্শাল পেঁতার অধীন ফরাসী-স্পেনিয়ার্ড সম্মিলিত বাহিনীর নিকট গাযী আবদুল করিমকে পরাজিত এবং পরে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়।

১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধে স্বাধীনতা-দানের প্রতিশ্রুতিতে জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো স্পেনীয় মরক্কোর অধিবাসীবর্গের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ত্রিশ সহস্র মরক্কো বীর—জীবনাহুতি দিয়া ফ্র্যাঙ্কোর জয়লাভকে সুনিশ্চিত করিয়া তোলেন কিন্তু ক্ষমতালাভের পর ফ্র্যাঙ্কো তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথাই শুধু ভুলিয়া গেলেন না, স্বাধীনতাকামী মরক্কোবাসীদের উপর অত্যাচারের নিষ্ঠুর লীলা বীভৎস আকারে চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও আযাদীপাগল জনবৃন্দকে দমাইয়া রাখা সম্ভব হইয়া উঠিলনা। জাতীয়তাবাদী সংস্কারপন্থী দল [National Reform Party] আবদুল খালেক আত্তারেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতার আন্দোলন অব্যাহত গতিতে চালাইয়া যাইতে লাগিল। ১৯৪৬ সালে এই দলের পক্ষ হইতে জাতিসঙ্ঘে স্পেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হয়।

ফ্র্যান্স-আশ্রিত মরক্কোতেও ফরাসীদিগকে মরক্কোবাসীগণ কোনদিনই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে দেয় নাই। ১৯১৭ সালে মূলে ইউছুফের মৃত্যুর পর ফরাসীরা অতি সাধ করিয়াই ছুলতানের প্রথম পুত্রের কাল্পনিক অযোগ্যতার অযুহাতে তাহাদের নিজ হাতে গড়া এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় বর্ধিত সিদি মোহাম্মদকে সিংহাসনে বসায়। কিন্তু সিদি মোহাম্মদ তাহাদিগকে শেষ পর্যন্ত হতাশ করিলেন তাহাদের কথামত কাজ করিয়া স্বীয় দেশ এবং জাতির সর্বনাশ সাধন করিতে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বরং দেশবাসীর স্বাধীনতা ও একত্রীকরণ আন্দোলনের প্রতি তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। "আপনি আমাদের পক্ষে না বিপক্ষে" ফরাসী রেসিডেণ্ট জেনারেলের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দেন,—"I am with my People" আমি আমার জনগণের পক্ষে। ১৯৪৬ সালে ফরাসী মরক্কো সংলগ্ন আন্তর্জাতিক ইলাকারূপে স্বীকৃত তাঞ্জিবারে এক ইছলামীয়া কলেজের উদ্বোধনকল্পে ছুলতানের শুভাগমন উপলক্ষে স্পেনীয় মরক্কো ও তাঞ্জিবারের জনসাধারণ তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা দ্বারা অভ্যর্থিত করেন এবং অকুণ্ঠ আনুগত্য জ্ঞাপন করেন। ইহার পর হইতে ছুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র মরক্কোর একীকরণ ও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নূতন উদ্যমে চেষ্টা শুরু হয়। জেল, নির্বাসন, বুলেট ও গুলিবর্ষণ কোন কিছুতেই মরক্কোবাসীদিগকে শায়েস্তা করিতে না পারিয়া অবশেষে ফরাসীগণ সাম্রাজ্যবাদের চিরাচরিত নীতি অনুসারে দেশবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস পাইতে থাকে। তাহাদের এই চেষ্টার প্রত্যক্ষ ফল শীঘ্রই দৃষ্ট হয়। ফরাসী কর্তৃপক্ষ মারাকেশের পাশা এবং কায়েদগণের সমর্থনে ছুলতান সিদি মোহাম্মদকে পদচ্যুত ও নির্বাসিত করিয়া ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের গোড়া সমর্থক মওলা মোহাম্মদ বিন আরাফাকে ছুলতানরূপে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

আযাদী সংগ্রামের চির দুশমন এবং কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাবাহক নূতন ছুলতানের অভিষেক দিবসকে শোকদিবসরূপে পালন করিয়া বিগত দুই বৎসর যাবৎ মরক্কোর বিক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী জালেম ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। এই সংগ্রামের মোকাবেলা করিতে গিয়া আজ পর্যন্ত ফরাসীগণ কর্তৃক জেহাদী ফৌজ এবং নিরপরাধ জনসাধারণের উপর বর্বরতার যে নৃশংসতম

আচরণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে সভ্যতার ইতিহাসে তাহার খুব কম নযীরই মিলিবে।

জনদরদী ও স্বাধীন চেতা নির্বাসিত ছুলতানের পদচ্যুতির দ্বিতীয় বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মরক্কো-বাসীগণের বিক্ষোভের প্রত্যুত্তরে ফরাসী নিপীড়নের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইয়াছে। কিন্তু নৃশংস হত্যা আর বেপরোয়া গুলি বর্ষণ আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করিতে পারে নাই বরং বিক্ষোভের বহ্নি মরক্কোর সীমা অতিক্রম করিয়া তিউনিসিয়া এবং আলজিরিয়াতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আযাদী পাগল মরণ জয়ী জনবৃন্দ সাঁজোয়া বাহিনী ও বোমারু—বিমানের এবং আধুনিক মারণাস্ত্রের ভয়াবহ ধ্বংস-লীলার সমস্ত ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করিয়া এবং সাহস দীপ্ত বক্ষের তপ্ত রক্তধারায় স্নাত হইয়া দেশের আযাদী হাছেলের উদ্দেশ্যে দুর্দম গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে।

মগরিবের আযাদী সংগ্রামের সর্বশেষ সংবাদ এইযে, গত মে মাসে ফ্রান্স এবং তিউনিসিয়ার নয়া দস্তুর জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে হোমরুল বা স্বায়ত্ব শাসন সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। তিন বৎসর নির্বাসন দণ্ডভোগের পর হাবীব আবু রকীবা হর্ষোৎফুল্ল আড়াই লক্ষ জনতার জয়োল্লাস ধ্বনির মধ্যে দেশের মাটিতে পদার্পণ করিয়াছেন। এই চুক্তি কার্যকরীকরণের নথিপত্রে সম্প্রতি ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এডগার ফ'রে এবং তিউনিসীয় প্রধানমন্ত্রী এম, তাহের স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু উগ্রপন্থী দল এই চুক্তিতে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। জনগণের অন্তরে এখনও অসন্তোষের বহ্নি বিদ্যমান।

মরক্কোর উদারনৈতিক রেসিডেন্ট জেনারেল এম, গিলবার্ট গ্র্যাণ্ডভাল ফরাসী মন্ত্রীসভার রক্ষণশীল সদস্যদের চাপে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং তৎস্থলে তিউনিসিয়ার প্রাক্তন রেসিডেন্ট জেনারেল বয়ার-দ্য-লাতুর নয়া রেসিডেন্ট জেনারেলের পদে যোগদান করিয়াছেন। ফ্রান্স বর্তমান ছুলতান বিন-আরাফার স্থলে একটি রিজেন্সি কাউন্সল গঠনের প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু মরক্কোর অধিবাসীবৃন্দ নির্বাসিত ছুলতান সিদি মোহাম্মদকে ছুলতান পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবং পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবেনা।

আলজেরিয়ার আযাদীর দাবী মানিতে ফ্রান্স আদৌ প্রস্তুত নয়। উহাকে বৃহত্তর ফ্রান্সের একটি অঙ্গ মনে করিয়া ব্রিটানি ও প্রভেন্স প্রদেশ অপেক্ষা অধিক স্বায়ত্ব শাসন প্রদান করিতে সে একান্তই নারায।

মগরিবের ন্যায্য দাবী এবং জন্মগত অধিকার দাবাইয়া রাখার জন্য এবং তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী-দিগকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে ফরাসী সরকার সম্প্রতি মরক্কো এবং আলজেরিয়ায় বিপুল সংখ্যক সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিয়াছেন। এই দুই দেশের সর্বত্র মুক্তিফৌজ ও বিক্ষুব্ধ জনবৃন্দ ফরাসী সৈন্য ও পুলিশ ফোর্সের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া মাতৃভূমির আযাদী উদ্ধারের পবিত্র ব্রতে অকাতরে শোণিত তর্পণ দিয়া চলিয়াছে।

জাতিসঙ্ঘ প্রত্যেক দেশ ও জাতির স্বাধীনতার জন্মগত অধিকারের কথা যোর গলায় ঘোষণা—করিয়াও দুর্বল ও অসহায় মগরিববাসীদের জাতীয় আশা আকাঙ্খার প্রতি উপেক্ষা এবং ফরাসী সাম্রাজ্য-বাদীদের মৌন সমর্থন জানাইয়া আসিয়াছে। বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে কেহ অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়া আযাদী আন্দোলন পিষিয়া মারার কার্যে সহায়তা করিতেছে, কেহ দূর হইতে এই তামাসা উপভোগ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এশীয়-আফ্রিকার নব জাগ্রত জাতিসমূহ এবং বিশ্বের বৃহত্তর জনমত—বিশেষ করিয়া মুছলিম জাহান মগরিবের এই তেজদৃপ্ত আযাদী সংগ্রামের পিছনে নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন এবং অকুণ্ঠ উৎসাহ প্রদান করিয়া আসিতেছে। ফরাসী অত্যাচারের প্রতিবাদ এবং মযলুম জনগণের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনেও তাহারা আগাইয়া আসিয়াছে।

আফছোছ, ফরাসীর স্থবির সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্য-রক্ষার অন্ধ তাকীদে বহুকিছু দেখিয়া এবং স্বয়ং বহুস্থানে মার খাইয়াও আজ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিল না। তাই তাহারা তাহাদের হিংস্র নখদন্তের নৃশংস আঁচড়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিয়া হস্তচ্যুত-প্রায় সাম্রাজ্যের শেষ নিদর্শনগুলি আঁকড়াইয়া ধরার অপচেষ্টায় জ্ঞানবিবেক হারাইয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু ইহাই তাঁহাদের শেষ মরণ কামড়। কোটি কোটি মযলুম ও বিক্ষুব্ধ জনবৃন্দের বিরক্তি ও রোষ বহ্নির অন্তর্দাহ রূপ যে আগ্নেয়গিরির উপর তাহারা দাঁড়াইয়া আছে তাহাই এক দিন বিভীষণ আকারে অগ্নুৎপাতে তাহাদিগকে দগ্ধীভূত করিয়া ভস্মাকারে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতে পারে।

সম্ভবতঃ সেদিন খুব বেশী দূরে নহে।

Contents

সংগীত চর্চা

(বিচার ও আলোচনা)

[৫]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গীতবাদ্য জায়েযকারীগণের দাবী এবং উহার আলোচনা

গীতবাদ্যের সমর্থকদল নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দাবী করিয়া থাকেন :—

(১) রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং গীতবাদ্য শ্রবণ করিয়াছেন এবং উহার অনুমতি এমন কি স্থান বিশেষে আদেশ পর্যন্ত দিয়াছেন।

(২) খায়রুলকোরূণের সুবর্ণ যুগত্রয়ে (রছুলুল্লাহ [দঃ], ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের যুগত্রয়) হয্‌রতের ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ গীতবাদ্যের চর্চা করিতেন।

(৩) বিশ্বস্ত ইমাম ও আলিমগণের মধ্যে অনেকেই স্বয়ং গান শুনিতেন এবং উহা জায়েয বলিয়া মনে করিতেন। অনেক গণ্যমান্য ইমাম ও মুহাদ্দিছ গীতবাদ্যের সিদ্ধতা প্রমাণিত করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে বহি পুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

(৪) গীতবাদ্য জায়েযকারীগণ ইহাও দাবী করিতে ছাড়েননা যে, বাদ্যভাণ্ডের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছই বিদ্যমান নাই। শেষোক্ত দাবীর পোষকতায় কয়েকজন বিশিষ্ট বিদ্বানের সাক্ষ্যও তাঁহারা উল্লেখ করিয়া থাকেন।

রছুলুল্লাহ (দঃ) যে কার্য স্বয়ং করিয়াছেন এবং যাহা করিতে আদেশ পর্যন্ত দিয়াছেন, ন্যূনকল্পে তাহা ওয়াজিব হইবে। সুতরাং গীতবাদ্যের মুফ্‌তীগণের কথিত মতে গীতবাদ্য শ্রবণ করা অন্ততঃপক্ষে ওয়াজিব হওয়া উচিত, অথচ তাঁহারা এক নিঃশ্বাসেই আবার ইহা বলিতেছেন যে, বহু বিদ্বান গীতবাদ্যকে জায়েয প্রমাণ করিয়াছেন মাত্র, ইহা "পর্বতের মুষিক প্রসব" নয় কি ?

যাহাহউক গান জায়েযকারীগণের প্রথমোক্ত তিন দফা দাবী যথাস্থানে পরীক্ষা করা হইবে।

গীতবাদ্যের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে যে কোনই ছহীহ হাদীছ বিদ্যমান নাই, গান জায়েযকারীগণ ইহার পোষকতায় যাঁহাদের সাক্ষ্য উপস্থাপিত করিয়া থাকেন, আমরা সর্বপ্রথম সেগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইব :

(ক) সংগীত ভক্তেরদল এসম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অধিক ইমাম ইব্‌নে হয্‌মের সাক্ষ্য উল্লেখ করিয়া থাকেন।

ইমাম ইব্‌নেহয্‌ম যে স্বনামধন্য পুরুষ, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই, কিন্তু রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন হাদীছ, বিশেষতঃ যেসকল হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে পৃথিবীর বিদ্বানগণ দল ও ময্‌হব নির্বিশেষে একমত হইয়াছেন, সেই সকল হাদীছের অন্তরভুক্ত কোনো হাদীছ দুই একজন বিশ্ববিশ্রুত বিদ্বানের প্রমাণহীন মৌখিক কথায় কিছুতেই প্রত্যাখ্যাত হইতে পরেনা। বুখারীর যে হাদীছটিকে ইমাম ইব্‌নেহয্‌ম উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, উহা ছহীহ বুখারীর অন্যান্য হাদীছের মতই বিশুদ্ধ ও অকাট্য। উক্ত হাদীছের আলোচনা প্রসংগেই আমরা ইব্‌নেহয্‌মের ভ্রান্তি এবং বুখারীর হাদীছের বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীত প্রণালীতে ইনশাআল্লাহ প্রতিপন্ন করিব।

হাদীছের সমালোচনার অছুল (Principles) সম্পর্কে ভারতগুরু শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী লিখিয়াছেন, মুহাদ্দিছগণের বিরচিত নিয়মকানুনগুলিকে ভিত্তি করিয়া হাদীছের গ্রহণ ও বর্জন ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা কখনও উচিত নয়, যেরূপ বুখারী কর্তৃক বর্ণিত গীতবাদ্য হারাম হওয়া সম্পর্কিত হাদীছের খণ্ডনকল্পে ইব্‌নেহয্‌ম করিয়াছেন, অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে হাদীছটি অবিচ্ছিন্ন ছনদসহকারে বর্ণিত এবং বিশুদ্ধ। *

لا ينبغى لمحدث ان يتعمق فى القواعد كما فعله ابن حزم فى رد تحريم المعازف فى رواية البخارى على انه فى نفسه متصل صحيح -

* ইন্‌ছাফ ৫০ পৃঃ।

শয়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী লিখিয়াছেন, ইবনেহয্‌ম গীতবাদ্যের বৈধতা সম্পর্কে এবং আরো বহু ধর্মীয় সিদ্ধান্তে অধিকাংশ বিদ্বানগণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। †

ابن حزم درایں حکم ودربسیارے ازامور دین مخالف جمہور افتادہ و براہ خلاف ایشاں رفتہ است —

হাফিয ইবনেহজ্‌রও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ইবনেহয্‌ম যাহা বলিয়াছেন তাহা ভ্রান্তিমূলক, অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা না করার ফল। ‡

هذا الذی قاله خطاء نشا عن عدم تامل —

হাদীছের আলোচনা প্রসংগে সমুদয় বিদ্বানের সকল অবস্থার সর্ববিধ উক্তি গ্রাহ্য করিয়া লওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ সমালোচক দলের পরস্পর বিরোধী সমুদয় সাক্ষ্য সকল অবস্থায় মান্য করিয়া লইলে কোরআন, হাদীছ, ইতিহাস ও রিজালের যে ভয়াবহ পরিণতি ঘটিবে তাহা চিন্তা করিলেও আতংকগ্রস্ত হইতে হয়। হাদীছের বিচার এবং বর্জন ও গ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মনোভাবের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এই প্রভাব আমাদের যুগে হাদীছের অপ্রামাণিকতা ও অসারতা প্রতিপন্ন করার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে।

হাযারভী লিখিয়াছেন— বিদ্‌আত কখন কখন হাদীছ শাস্ত্রে মিথ্যাচারের দ্যোতক হইয়া থাকে। জাল হাদীছ প্রস্তুত করিয়া অথবা ছহীহ হাদীছকে জাল বলিয়া প্রচার করিয়া অনেকেই স্ব স্ব অভিমত প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। হাফিয ইবনেহজর তাঁহার অছুলে হাদীছে লিখিয়াছেন যে, প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও অসৎ উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রে হাদীছের— সমালোচনা কার্যে বিপদ সৃষ্টি করিয়া থাকে। মতবাদের পার্থক্যর দরুণও এই ভাবে বিপদ ঘটে।

والافة تدخل فی هذا تارة من الهوی والغرض الفاسد وتارة من المخالفة فی العقائد و هو موجود کثیرا قدیما وحدیثا ولا ینبغی اطلاق الجرح بذلك —

পূর্ব ও পরবর্তী যুগে এরূপ ধরণের বহু গোলযোগ ঘটিয়াছে, এইরূপ গোলযোগকে আশ্রয় করিয়া কেহ কোন হাদীছ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত করিলে— তাহা সমালোচনা বলিয়া গ্রাহ্য হইবেনা। *

মুহাদ্দিছ-কুল-ভূষণ ইমাম ইবনেহয্‌মকে স্বার্থান্ধ অথবা বিদ্‌আতী রূপে অভিহিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সত্যের অনুরোধে একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, সংগীত সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি যে অভিমত পোষণ করিতেন তাহার বশবর্তী হইয়াই তিনি এক দেশদর্শীতার আশ্রয় লইয়া গীত—বাদ্যের নিষিদ্ধতা সম্পর্কিত বুখারীর হাদীছটিকে দুর্বল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। গবেষণা ক্ষেত্রে ইমাম আবুহানীফা অথবা ইমাম বুখারীর ব্যক্তিগত সংস্কারের অনুসরণ করা যেরূপ প্রশংসনীয় নয়, ঠিক সেইরূপ ইমাম ইবনে হযমের তকলীদ করাও সংগত কার্য বিবেচিত হইতে পারে না।

اللهم لا تجعل لاحد منهم فی عنقنا اغلالة

ونجنا بهم من اهوال یوم القیامة — †

গীতবাদ্যের অবৈধতা সম্পর্কিত হাদীছগুলির দুর্বলতা প্রমাণিত করার জন্য সংগীত-ভক্তের দল আল্লামা মজদুদ্দীন ফিরোযাবাদীর সাক্ষ্যও উল্লেখ করিয়া থাকেন। ফিরোযাবাদী তাঁহার ছিফ্‌রুছ্‌ছা-আদা গ্রন্থের যে অধ্যায়ে প্রক্ষিপ্ত ও অপ্রমাণিত হাদীছ সমূহের আলোচনা করিয়াছেন, সেই অধ্যায়ে গীত-বাদ্যের অবৈধতা সম্পর্কিত হাদীছগুলিকেও দুর্বল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ফিরোযাবাদীর উক্ত খাতেমা অধ্যায় সম্পর্কে তদীয় গ্রন্থের টীকাকার শয়খ আবদুলহক মুহাদ্দিছ দেহলভী মন্তব্য করিয়াছেন যে, গ্রন্থকার— মজ্‌দুদ্দীন তাঁহার গ্রন্থের খাতেমা অধ্যায়ে— অত্যন্ত বাড়াবাড়ি— করিয়াছেন এবং সীমা লংঘন করিয়া চলিয়াছেন। ¶

شیخ مصنف دریں خاتمه بسیار توغل نموده و مبالغه کار فرموده است ! —

---

† শরহে ছিফ্‌রুছ্‌ছাআদা ৫৬৪ পৃঃ।

‡ ফত্‌হুলবারী (২৩) ৩৫৭ পৃঃ।

* শরহে নুখ্‌বাতুল্‌ ফিক্‌র, ১৮২ ও ৩৪৮ পৃঃ।

† হে আমাদের আল্লাহ, আপনি আমাদের গলদেশ বিদ্বানগণের কাহারো ব্যক্তিগত অন্ধ অনুকরণের শৃংখলে আবদ্ধ করিবেন না এবং কিয়ামতের দিবসে তাঁহাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে সন্ত্রাসমুক্তির সম্বল করুন।

¶ শরহে ছিফর, ৫০২ পৃঃ।

মুহাদ্দিছ দেহলভীর এই উক্তি 'যে অতিরঞ্জিত নয় তাহার প্রমাণ এই যে, আল্লামা ফিরোযাবাদী হাদীছ যাচাই করার নিয়ম অনুসারে সংগীতের অবৈধতা বা কোরআনের কোন কোন ছুরতের ফযী-লত সম্পর্কিত হাদীছগুলিকে উপস্থাপিত করিয়া সে-গুলির ছনদ রেওয়ায়ত এবং মতনের মধ্যে দোষ বাহির করার পরিবর্তে তাঁহার সমালোচনার ক্ষুরধার তরবারির এক কোপেই উক্ত হাদীছগুলির এবং আরও বহু ছহীহ হাদীছের মুণ্ডপাত করিতে চাহিয়াছেন। গবেষণা ও সত্যানুসন্ধিৎসার পক্ষে এই রীতি অনুসরণ-যোগ্য নয়।

গীতবাদ্যের অবৈধতা সম্পর্কিত হাদীছগুলির দুর্বলতা সম্বন্ধে বাদ্যভাণ্ডের ভক্তগণ শয়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভীর উক্তির অর্ধাংশ মাত্র উল্লেখ করিয়া থাকেন আর অবশিষ্টাংশ তাঁহাদের উদ্দেশ্যের সহায়ক না হওয়ায় উহাকে বেমালুম হজম করিয়া যান। শয়খ তাঁহার গ্রন্থের যে স্থানে একথা বলিয়া-ছেন যে, "সাধারণ ভাবে সমস্ত সংগীত হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় নাই," ঠিক সেই স্থানেই সংগে সংগে তিনি

عمل و اعتیاد آن
خلاف طریقهٔ اتباع
است —

একথাও বলিয়াছেন যে, গীতবাদ্য শ্রবণ ও উহার আচরণের রীতি রছুলুল্লাহর (দঃ) তরীকার বিপ-রীত কার্য। *

গীতবাদ্যের ভক্তদলের এই গবেষণা-পদ্ধতি তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির সহায়ক হইলেও সত্যাসত্য নিরূপণের পক্ষে এই রীতি অতিশয় দোষণীয় এবং বিদ্বানগণের নিকট নিন্দনীয়।

এই ভাবে এই দলটি আল্লামা ও মুজাদ্দিদে শহীদ মওলানা ইছমাঈল দেহলভীর উপরেও এই মিথ্যা অভিযোগ আরোপিত করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার গ্রন্থ ছিরাতে-মুছ্তকীমে লিখিয়াছেন— "জানা আবশ্যক যে, গান শ্রবণ করা শরীঅতের দলীল প্রমাণ অনুসারে নিষিদ্ধ নয়।" গীতবাদ্য ভক্ত দলের এই উক্তি সর্বৈব মিথ্যা! আল্লামা ইছমাঈল শহীদ তাঁহার উছতায জনাব ছৈয়েদ আহমদ শহীদের বচনামৃত ছিরাতে মুছ্তকীম নামক গ্রন্থে সংকলিত করিয়া-ছেন, এই গ্রন্থের কুত্রাপি উক্ত উধৃতির চিহ্ন নাই। পক্ষান্তরে উহাতে লিখিত হইয়াছে—ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, বাদ্য যন্ত্রবিহীন সংগীত শ্রবণ করা যদিও শরীঅতের নিষিদ্ধ বিষয় সমূহের অন্তর-ভুক্ত নয়, তথাপি— সত্যপথের পথিক-গণের পক্ষে বিশেষতঃ নবুওতের পবিত্র পথের অনুগমনেচ্ছুগণের পক্ষে

باید دانست که استماع
غنا بے مزامیر اگر
چه از ممنوعات شرعیه
نیست لیکن امثال
این امور را درحق
سالکین راه حق' خصوصاً
درحق طالبین راه نبوت
خالی از خلل نباید
فهمید —

এইরূপ ধরণের কার্যগুলির আচরণকেও নিরাপদ মনে করা উচিত নয়। ¶

আল্লামা ইছমাঈল শহীদের এই উক্তির সাহায্যে গীতবাদ্যের নিষিদ্ধতা সম্পর্কিত যাবতীয় হাদীছের অপ্রামাণিকতা সাব্যস্ত হয় কিনা, বিদ্বানগণের পক্ষেই তাহা বিচার্য এবং এই রূপ অসাবধান ও অসত্য-বাদী মুফ্তীগণের ফতওয়ায় হালাল ও হারাম— সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সংগত কিনা, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

বাদ্যভাণ্ডের ভক্ত দল যে সকল সাক্ষ্যের সাহায্যে গীত বাদ্যের নিষিদ্ধতা সম্পর্কিত হাদীছগুলি উড়াইয়া দিতে চান, সেগুলির প্রকৃত স্বরূপ পাঠকগণের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল। প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রতিপক্ষ দল গীত বাদ্যের নিষিদ্ধতা সম্পর্কিত প্রত্যেকটি হাদীছ— উপস্থাপিত করিয়া উছূলে হাদীছের নিয়ম অনুসারে যতক্ষণ পর্যন্ত উহাদের রেওয়ায়ত, ছনদ ও মতনের ভ্রান্তি প্রতিপন্ন করিতে না পারিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাদের অথবা অন্য কাহারো শুধু মুখের কথায় উক্ত-হাদীছ সমূহের অপ্রামাণিকতা স্বীকৃত হইতে— পারিবেনা।

* শরহে ছিফর ৫৬৫ পৃঃ।

¶ ছিরাতে মুছতকীম, খায়রুল মতাবে ৯৭ পৃঃ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) সত্যই কি গীতবাদ্য শ্রবণ করিতেন এবং উহার জন্য আদেশ দিয়াছেন?

রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং গান শুনিতেন এবং উহার জন্য অনুমতি ও আদেশও দিয়াছেন—বাদ্য ভাণ্ডের অনুরক্ত দল তাঁহাদের এই দাবীর পোষকতায় যে সকল হাদীছ উপস্থাপিত করিয়া থাকেন, অতঃপর আমরা সেগুলির সম্যক্ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব—

و بالله التوفيق و بيده ازمة التحقيق –

প্রথম হাদীছটির সারমর্ম গীতবাদ্য অন্বেষকারী-গণের ভাষায় নিম্নরূপ :—

মোআউজের (মুআউওয়েয?) কন্যা বলিতে-ছেন—"আমার বাসর কালে হযরত (দঃ) আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তুমি যেমন ভাবে বসিয়া আছ, তেমনি করিয়া আমার বিছানার উপর উপ-বেশন করিলেন। আমাদের দাসীরা তখন দুফ্ বাজাইয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিল।" এই হাদীছ-টির রেওয়ায়তকারী স্বরূপ বুখারী, আবুদাউদ— ও ইবনে মাজার নাম প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আমাদের বক্তব্য

বুখারীর রেওয়ায়তে গান করার কথা নাই, উহাতে রহিয়াছে :— و يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، اذ قالت احداهن و فينا نبي يعلم ما في غد، فقال : دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين – আমাদের পিতৃ—পুরুষগণের মধ্যে—যাঁহারা বদর যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের গুণকীর্তন আরম্ভ করিল। এইরূপ করিতে করিতে যখন তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল যে, "আমাদের ভিতর এমন একজন নবী রহিয়াছেন, যিনি ভবিষ্যতের সংবাদ জ্ঞাত আছেন"—তখনই রছুলুল্লাহ (দঃ) বলি-লেন : "এরূপ কথা বলিওনা, তোমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যাহা বলিয়া আসিতেছিলে তাহাই বলিতে থাক।" *

হাদীছের অন্তরগত (يندبن) শব্দের তাৎপর্যে জওহরী লিখিয়াছেন, ندب الميت بكى عليه و عدد محاسنه – নুদাবা, মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করা এবং তাহার গুণকীর্তন করা। *

শওকানী লিখিয়াছেন—নুদাবার অর্থ হইতেছে, يندبن من الندبة بضم النون و هي ذكر اوصاف الميت بالثناء عليه – মৃত জনগণের প্রশংসা-সূচক আলোচনা। †

ডক্টর লেন্ তাঁহার লেক্সিকনে অতীতকালের ক্রিয়াপদে 'নাদাবা' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—He wailed for or wept for or diplored the loss of the dead man & enumarated the good qualities & actions. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করা, ক্রন্দন করা, তাহার উৎকৃষ্ট কার্য ও গুণাবলী গণনা করা। ইবনেছৈয়েদার মহ্কমের বরাতে লিখিত হইয়াছে : She called upon the dead man, praising him & saying و افلاناه and و اهناه Alas for such a man & Alas for thee! মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করিয়া 'হায়রে অমুক,' 'হায়রে তুই'। প্রভৃতি আক্ষেপ-সূচক নারীর আকুল আহ্বান। ফইয়ুমীর মিছবাহ্ নামক অভিধান গ্রন্থের বরাতে 'নাদাবা' শব্দের তাৎপর্যে লিখিত হইয়াছে যে, মৃত ব্যক্তির উৎকৃষ্ট গুণ ও কার্যাবলী গণনা করিয়া তাহাকে এরূপ ভাবে আহ্বান করা যেন সে শুনিতে পাইতেছে। ‡

ইব্‌নেমাজা তদীয় ছুননে এই হাদীছটি নিম্নরূপ ভাষায় রেওয়ায়ত করিয়াছেন, و عندي جاريتان تغنيان و تندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر – আমাদের যেসকল পিতৃ পুরুষ বদরযুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, আমার নিকট বিদ্যমান দুইজন বালিকা তাঁহাদের গুণগ্রাম গান করিতে-ছিল। §

ফলকথা—বালিকাগণ কর্তৃক মৃত পূর্বপুরুষগণের গুণগ্রাম উচ্চৈঃস্বরে আলোচিত হইবার কথা বুখারী ও তিরমিযীর রেওয়ায়তে রহিয়াছে। উভয়ের রেওয়া-

(১৩৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

* বুখারী (৭) ১৯ পৃঃ।

* মুখতারুছ্ ছিহাহ্ ৪৭ পৃঃ।

† নয়লুল আওতার (৬) ২৭৭৮ (৩) ১০৭ পৃঃ।

‡ Lexicon ২৭৭ পৃঃ।

§ ইবনেমাজা (১) ৩০০ পৃঃ।

Contents

الرسائل و المسائل — জিজ্ঞাসা ও উত্তর

نحمده العظيم و نصلى و نسلم على رسوله الكريم –

سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم *

(৫৮)

জিজ্ঞাসা ঃ

আহলেহাদীছ সম্প্রদায়ের উলামা সমীপে—

আমরা একটি সমস্যার ভিতরে পড়িয়া গিয়াছি। গত চৈত্র মাসে আমাদের দেশে ২৪ পরগণা জেলার মওলানা ....সাহেব আসেন। আমরা হানাফী সম্প্রদায়ের লোক আর আমাদের ইমাম আহ্‌লেহাদীছ। আমরা উক্ত মওলানা সাহেবকে নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন যে, আপনারা যে নামায পড়িয়াছেন তাহা পুনরায় পড়িতে হইবে, নচেৎ কিয়ামৎ পর্যন্ত আপনাদের নামায কবুল হইবে না। এই কথা আমাদের ইমাম ছাহেবকে বলিলে তিনি উত্তর দেন যে, ইছলাম এক, নামায হইবেনা কেন? এসব একটি গোলযোগের সৃষ্টি ছাড়া কিছুই নয়। অতএব হুজুর, আপনারা কোরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দিবেন যে, নামায হইবে কিনা? এবং ইমামকে বদলাইয়া দেওয়া যায় কিনা? আরজ ইতি।

হানাফী সম্প্রদায়ের লোকবৃন্দ ঃ

সুলতান আহ্‌মদ, ডাঃ ওয়াজেদ আলী বিশ্বাস,

মোঃ নছিম উদ্দীন মণ্ডল, মোঃ শমছুল হক।

সাং নওদাপাড়া, পোঃ কাজীপুর

জেলা কুষ্টিয়া।

উত্তর

الحمد لله وحده –

হানাফীগণের নমায আহ্‌লেহাদীছ ইমামের পিছনে আর আহ্‌লেহাদীছগণের নমায হানাফী ইমামের পিছনে জায়েয ও দুরস্ত। হানাফী ফিক্‌হের মুনিয়া গ্রন্থের টীকাকার আল্লামা শয়খ ইবরাহীম হলব্বী স্পষ্ট ভাবেই লিখিয়াছেন,

صرح به شارح المنية بان الاقتداء بالمخالف فى الفروع يجوز –

যাহারা ফরুআৎ মছ্-আলায় পরস্পরের বিরোধী তাহাদের নমায পরস্পরের পিছনে জায়েয! মুল্লা আলী কারী হানাফী 'ইক্‌তিদা বিল্ মুখালিফ' পুস্তিকায় লিখিয়াছেন; ইমাম

استمر الامر على ذلك فى زمن ابى حنيفة ومالك والشافعى و احمد وسائر المجتهدين هنالك، فلم ينقل عن احد من الائمة ان يمنع الاقتداء بالمخالف من اهل الملة – و قال : ولم يرو عنه عليه الصلوة والسلام ولا عن احد من اصحابه الكرام ولا عن احد من الائمة الاعلام انه لايجوز الاقتداء بالمخالف او يكره، بل ورد صلوا خلف كل بروفاجر، وهو بظاهره يفيد التعميم –

আবু হানীফা, মালিক, শাফেয়ী, আহ্‌মদ এবং সমুদয় মুজ্‌তাহিদ বিদ্বানের যুগে ফরূআত মছ-আলায় বিরোধীগণের নমায পরস্পরের পিছনে বৈধ হইবার রীতি প্রবর্তিত ছিল। তাঁহাদের যুগের একজন বিদ্বানের প্রমুখাৎও মিল্লতের অন্তর্ভুক্ত ফরূআতে বিরোধী কাহারও পিছনে নমায নিষিদ্ধ হইবার কথা বর্ণিত হয় নাই। মুল্লা ছাহেব আরও লিখিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ অথবা তাঁহার সহচরবৃন্দের মধ্যে কাহারও বাচনিক, এমন কি অনুসরণীয় ইমামগণের মধ্যেও কোন একজনের বাচনিক এরূপ কথা বর্ণিত হয় নাই যে, ফরূআতে বিরোধী ব্যক্তির পিছনে নমায জায়েয নাই কিংবা উহা মক্‌রূহ। পক্ষান্তরে হাদীছে কথিত হইয়াছে

যে, পরহেযগার ও ফাছিক সকলের পিছনেই তোমরা নমায পড়। হাদীছের প্রকাশ্য তাৎপর্য অনুসারে আদেশের সার্বজনীনতা প্রমাণিত হইতেছে।

শয়খুল ইছলাম ইব্‌নেতয়মিয়া স্বীয় ফতাওয়ায় লিখিয়াছেন :— যদি মোক্তাদীর ইহা অপরিজ্ঞাত থাকে যে, তাহার— ইমাম এরূপ কাজ করিয়াছে যাহাদ্বারা নমায বাতিল হয়, তাহাহইলে উক্ত ইমামের পিছনে তাহার নমায ছাহাবাগণ, ইমাম চতুষ্টয় এবং সমুদয় বিদ্বানের মিলিত অভিমত অনুসারে অবিসম্বাদিতরূপে জায়েয হইবে। এবিষয়ে পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে কোনই মতভেদ নাই। পরবর্তী কালের কতিপয় গোঁড়া কাঠ মোল্লাই এবিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ অসঙ্গত উক্তি যেব্যক্তি উচ্চারণ করে, বিদআতির মত তাহাকে

ان لايعرف المأموم ان امامه فعل مايبطل الصلوة فهذا يصلى خلفه باتفاق السلف والائمة الاربعة وغيرهم، وليس فى هذا خلاف متقدم - وانما خالف بعض المتعصبين من المتاخرين، وقائل هذا القول الى ان يستتاب كما يستتاب اهل البدع، احوج منه الى ان يعتد بخلافه - فانه مازال المسلمون على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه رضى الله عنهم يصلى بعضهم ببعض، واكثرالائمة لا يميزون بين المسنون والمفروض،

তওবা করানো উচিত যতক্ষণ না সে তাহার এই অসঙ্গত উক্তি পরিহার করিতেছে। কারণ রছূলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার খলীফাগণের যুগ হইতে মুছলমানগণ চিরাচরিত ভাবে পরস্পরের পিছনে নমায পড়িয়া আসিতেছেন অথচ ইমামগণের অধিকাংশই ছুন্নত ও ফরযের মধ্যে তারতম্য করিতেননা। তাঁহারা শুধু শরীঅতের নমায পড়িয়া যাইতেন মাত্র। এসকল খুঁটিনাটি বিষয় অবগত হওয়া যদি ওয়াজিব হইত, তাহাহইলে অধিকাংশ মুছলমানের নমায বাতিল হইয়া যাইত। ইমাম ইব্‌নেতয়মিয়া আরও লিখিয়াছেন, মোক্তাদীর যদি এরূপ বিশ্বাস থাকে যে, তাহার ইমাম

بل يصلون الصلوة الشرعية - ولو كان العلم بهذا واجبا لبطلت صلوة اكثر المسلمين - وقال ان يتيقن المأموم ان الامام فعل مالا يسوغ عنده، مثل ان يمس ذكره او يلمس النساء بشهوة او يحتجم ثم يصلى بلا وضوء، فهذه الصورة فيها نزاع مشهور، والصواب تصح صلوة المأموم، وهو قول جمهور السلف وهو مذهب مالك رحمه الله واحد قولى الشافعى رحمه الله واحمد رحمه الله بل وابى حنيفة رحمه الله تعالى واكثر نصوص الامام احمد على هذا وقد بين صلى الله عليه وسلم ان خطاء الامام لايتعدى الى المأموم -

(১৩২ পৃষ্ঠার পর)

মতে গানের কোন উল্লেখ নাই। ইমাম বুখারী এই হাদীছটিকে বিবাহ ও ওলীমা উপলক্ষে দুফ্ বাজাইবার অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইবনেমাজার রেওয়ায়তে পরিদৃষ্ট হয় যে, বালিকারা তাহাদের মৃত পিতৃ পিতামহগণের গুণাবলী গানের সুরে উচ্চৈঃস্বরে আলোচনা করিতেছিল। আমাদের দেশেও বয়স্কা ও অপরিণত বয়স্কা নারীগণ মৃত আত্মীয় স্বজনগণের গুণাবলী গানের সুরে উচ্চৈঃস্বরে উল্লেখ করিয়া বিলাপ করিতে থাকে। আরবে এই ভাবে হয়ত গৌরব প্রকাশ করার রীতিও প্রবর্তিত ছিল। বুখারী ও তিরমিযীর মতনের তুলনায় ইবনেমাজার মতন নির্ভরযোগ্য না হইলেও বালিকাদের এই বিলাপ বা গৌরব প্রকাশ করার কার্যকে পৃথিবীর কোন— বুদ্ধিমান ব্যক্তি গীতবাদ্য এবং সংগীত চর্চারূপে অভিহিত করিতে পারেনা। বালিকাদের এই কার্যকে সংগীত চর্চারূপে অভিহিত করা 'আবদুল্লাহ সিংহের ন্যায়' শ্রবণ করিয়া তাহার লাংগুল ও কেশর অনুসন্ধান করার মতই নয় কি? ক্রমশঃ

এমন কার্য করিয়াছে যাহা উক্ত মোক্তাদীর মযহবে অবৈধ, যথা, সে তাহার গুপ্ত ইন্দ্রিয় স্পর্শ করিল অথবা নারীকে কামভাবে স্পর্শ করিল অথবা রক্তমোক্ষণ করিল, অথচ অতঃপর ওযু না করিয়াই নামাযে দাঁড়াইয়া গেল—এরূপ অবস্থায় উক্ত ইমামের ইক্তিদা করা সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন কিন্তু সঠিক কথা এই যে, এরূপ ক্ষেত্রেও উক্ত ইমামের পিছনে নামায দুরস্ত হইবে। ছাহাবা ও তাবেয়ী বিদ্বানগণের অধিকাংশ এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই ইমাম মালিকের মযহব, ইহাই ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহ্মদের অন্যতম উক্তি, বরং ইমাম আবু হানীফাও (রঃ) এই কথাই বলিয়াছেন। ইমাম আহ্মদের অধিকাংশ ফত্ওয়া এই উক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রছুলুল্লাহ্ (দঃ) স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন,—ইমামের ভ্রান্তি মোক্তাদীর নমাযকে প্রভাবান্বিত করেনা।

ইমাম রাফেয়ী লিখিয়াছেন, হানাফী ইমাম যদি তাহার গুপ্তইন্দ্রিয় স্পর্শ করার পর ওযু না করিয়াই নামায পড়িতে লাগিয়া যায় কিংবা রুকু ও ছিজ্দায় খুব তাড়াতাড়ি করে অথবা ফাতিহা ছাড়া অন্য কোন আয়ত কির্আত করে, তথাপি তাহার পিছনে শাফেয়ী মোক্তাদীর নামায ছহীহ হইবে। ইমাম কফ্ফালও এই কথাই বলিয়াছেন, বৈধতার উক্তি ইমাম দারমীর প্রমুখাতও উল্লিখিত হইয়াছে—কওলুছ্ছদীদ (ইব্নে মুল্লা ফর্রুখ হানাফী)।

اذا مس الحنفى فرجه و صلّى اونزك الا عتدال او قرء غيرالفاتحة يصح اقتداء الشافعى به وبه قال القفال و حكى الجواز عن الدارمى –

ইহা সঠিক ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ বিনে মছ্উদ তৃতীয় খলীফা হযরত উছমানগনীর পিছনে মীনায় কছরের পরিবর্তে পুরা নমায আদা' করিতেন। অথচ ইবনেমছ্উদের—মযহবে কছর ওয়াজিব। তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি জওয়াব দেন যে, মতভেদ সর্বাপেক্ষা জঘন্য ফিত্না। হযরত উছমান মীনায় যুহর ও আছরের নমায চারি রাকআত করিয়া পড়ায় আবদুল্লাহ বিনে মছউদ এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ প্রথমতঃ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রবাসে কখনও দুই রাক্আতের অতিরিক্ত কোন সময়ের নমায পড়েন নাই।

পরবর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে মুল্লা আলী কারী, আল্লামা শর্বরম্বলালী ও ইবনুল মুল্লা ফর্রুখ প্রভৃতি ফরআতে বিরুদ্ধ ইমামের পিছনে নমায জায়েয—হওয়া সম্পর্কে স্বতন্ত্র ভাবে পুস্তিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। যথায়ের নামক ফতওয়া গ্রন্থের সংকলয়িতা 'আল্ মশরূ-ফিল ইক্তিদায়ে বিল মুখালেফীনা ফিল ফুরূ' নামক এ সম্পর্কে যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

... ...

আর ফরআতে বিরুদ্ধ ইমামের পিছনে কেমন করিয়া নমায নাজায়েয হইবে, যখন ফাছিক ও বিদআতীর পিছনেও নমায সন্দেহাতীত ভাবে দুরস্ত রহিয়াছে? অথচ আহলে হাদীছ ও হানাফী উভয় পক্ষই আল্লাহর অনুগ্রহে আহলে ছুন্নত ওয়াল জামাআতের অন্তরভুক্ত। কিছুক্ষণের জন্য যদি একথা মানিয়াও লওয়া যায় যে, হানাফী ও আহলে হাদীছ উভয় পক্ষ যে সকল মছআলায় বিরোধ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা পরস্পরের কাছে ফাছিক অথবা বিদআতী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তথাপি আমরা বলিব যে, ফাছিক ও বিদ্আতীর পিছনেও নমায নাদুরস্ত হইবার কারণ নাই।

বুখারী স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, এক দল ইমাম তোমাদের নমায—পড়াইবে, যদি তাহারা সঠিক ভাবে পড়ায় তাহাহইলে তোমাদের এবং তাহাদের উভয়েরই নমায শুদ্ধ হইবে কিন্তু যদি তাহাদের প্রমাদ ঘটে তাহাহইলে তোমাদের নমায ঠিক হইয়া যাইবে আর প্রমাদের পাপ তাহাদের উপরেই বর্তিবে। আবুদাউদের ছুননে আবু হুরায়রার বাচনিক রছুলুল্লাহর (দঃ) এই আদেশও সংকলিত হইয়াছে যে, ফরয

يصلون لكم، فان اصابوا فلكم و لهم و ان اخطأوا فلكم و عليهم !

الصلوة المكتوبة واجبة

নমায প্রত্যেক মুছলমানের পিছনে, সে পরহেযগার হউক— خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر — অথবা অনাচারী, আদা' করা ওয়াজিব, এমন কি ইমাম যদি মহা পাতকেও লিপ্ত থাকে। বয়হকী ও ইব্‌নেমাজা আবুহুরায়রার* প্রমূখাৎ এবং দারকুত্‌নী ওয়াছিলার বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— صلوا خلف كل بر و فاجر তোমরা সমুদয় সাধু ও অনাচারীর পিছনে নমায পড়।

নেতৃস্থানীয় আহলে হাদীছ বিদ্বানগণের অন্যতম আল্লামা আমীর ইয়ামানী ছুবুলুছ্‌ছালাম গ্রন্থে লিখিয়াছেন, এই ধরণের বহু হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে যেগুলির সাহায্যে সমুদয় সাধু ও অসাধু ইমামের পিছনে নমায ছহীহ হওয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে হাদীছগুলি সমস্তই যঈফ কিন্তু ইহার সমকক্ষতায় যে হাদীছ পেশ করা হইয়া থাকে যেমন "ধর্মে ত্রুটিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যেন তোমাদের ইমামত না করে" لا يؤمنكم ذوجرأة فى دينه — প্রভৃতি হাদীছগুলিও দুর্বল। বিদ্বানগণের সিদ্ধান্ত এই যে, উভয় পক্ষেরই হাদীছ যখন্ দুর্বল, তখন আমরা মূলনীতির অনুসরণ করিব আর সেটি হইতেছে এই যে, যাহার নমায ঠিক হইবে তাহার ইমামতও ছহীহ হইবে। ছাহাবাগণের—আচরণও এই মূলনীতির সমর্থক।

ইমাম ইবনুল হুমাম হানাফী হিদায়ার টীকায় ও আল্লামা মুল্লা আলী কারী হানাফী মিশকাতের টীকা মিরকাতে উপরিউক্ত হাদীছের আলোচনা প্রসংগে মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই হাদীছ ফাছিক ও বিদআতীর পিছনে নমায জায়েয হওয়া প্রতিপন্ন করিতেছে, যতক্ষণ না সে কুফ্‌রী কথা উচ্চারণ—করে। মুল্লা ছাহেব আরো লিখিয়াছেন, আবুদাউদের হাদীছ সম্পর্কে মীরক বলেন যে, আবু হুরায়রার রেওয়ায়ত মক্‌হুলের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে,— দারকুতনীর ছনদের অবস্থাও এইরূপ এবং তিনি বলিয়াছেন, আবু হুরায়রার সহিত মক্‌হুলের সাক্ষাৎ ঘটে নাই। আল্লামা ইবনুল হুমাম লিখিয়াছেন, উল্লিখিত হাদীছের ছনদের পুরুষগণ সকলেই বিশ্বস্ত, দারকুতনী শুধু এই দোষ ধরিয়াছেন যে, মক্‌হুল আবু হুরায়রার নিকট হাদীছ শ্রবণ করেন নাই। ফলকথা, উক্ত হাদীছটি দ্বিবিধ মুর্ছ'লের অন্যতম। এই ধরণের মুর্ছ'ল হাদীছ হানাফী বিদ্বানগণের নিকট গ্রাহ্য। ইহার ভাবার্থ দারকুতনী, আবু নঈম ও উকায়লী প্রভৃতি বিভিন্ন তরীকায় রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং মুহাক্কিক বিদ্বানগণের নিকট এই ভাবে হাদীছটি হাছানের স্তরে উন্নীত হইয়াছে। ইমাম ইবনুল হুমাম বলেন যে, ইহাই সঠিক।

হাফিয ইবনে হজর আছকালানী লিখিয়াছেন, দারকুতনী কর্ত্তৃক বর্ণিত—"সমুদয় সাধু ও অনাচারীর ইক্‌তিদা কর" হাদীছটি আবুহুরায়রার উল্লিখিত হাদীছের সমর্থক। ইহা মুর্ছ'ল হইলেও ছাহাবা ও তাবেয়ী বিদ্বানগণের আচরণ দ্বারা শক্তিশালী হইয়াছে।

এই বিষয়ে ছাহাবাগণের আচরণের কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে উধৃত করা হইতেছে :—

বুখারী ও মুছলিম তাঁহাদের ছহীহ গ্রন্থদ্বয়ে লিখিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিনে উমর ও হযরত আনছ বিনে মালিক হজ্জাজ বিনে ইউছুফের পিছনে নমায পড়িতেন। হজ্জাজের ন্যায় অনাচারী শাসনকর্তা ইছলামের ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল। মুল্লা-আলীকারী মিরকাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কেহ মনে করিতে পারেন ইবনে উমর হজ্জাজের ভয়ে তাঁহার ইক্‌তিদা করিতেন, কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক, ইব্‌নে-উমর তাহাকে ভয় করিতেননা কারণ সম্রাট আবদুল মালিক ইবনে উমর ও অন্যান্য ছাহাবাগণের নির্দেশ মান্য করিতেন। বিশেষতঃ সম্রাট তাঁহাকে আমীরুল হজ্জও নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং হজ্জের ব্যাপারে হজ্জাজকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

ইমাম বুখারী তাঁহার ইতিহাসে আবদুল করীমের প্রমূখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) এরূপ দশজন ছাহাবীকে দর্শন করিয়াছি যাঁহারা অত্যাচারী শাসনকর্তার পিছনে নমায পড়িতেন। (অসমাপ্ত)

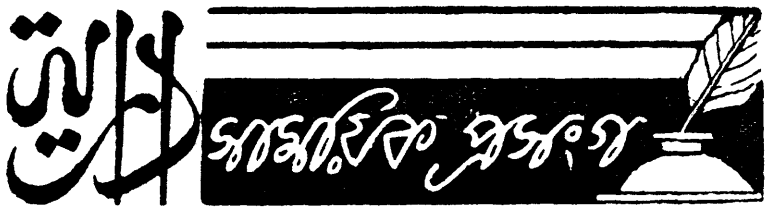

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

কায়েদে আযমের স্মরণে

পাকিস্তান সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সর্বাধিনায়ক মরহুম ও মগফুর জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ইংরাজী ১৯৪৮ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর তারীখে এই নশ্বরধাম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সৃষ্টিকর্তার আহ্বানে অনন্তপথের যাত্রী হইয়াছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলন এবং রাষ্ট্রের সহিত কায়েদে আযমের নাম এরূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত যে, যতদিন ধরণীর পৃষ্ঠে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিবে, ততদিন পর্যন্ত কায়েদে আযমের নামও অক্ষয় ও অমর হইয়া রহিবে এবং পাকিস্তানের নাগরিকগণ তাঁহাদের প্রিয় নেতার স্মরণে হৃদয়ের অনাবিল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে সতত বাধ্য থাকিবেন। আমরা বিশ্বপতি করুণানিধান আল্লাহর সমীপে কায়েদে আযমের সাধনার জন্য আমাদের এবং সমুদয় পাকিস্তানীগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম পুরস্কারে বিভূষিত করার জন্য সকাতর প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি :—

اللهم اغفرله و ارحمه و اجزه عنا و عن سائر اهل پاكستان جزاء موفورا واجعل سعيه مبرورا -

কায়েদে আযমের স্মৃতির তাৎপর্য

প্রতি বৎসর দুই দশমণ চাউল ভিক্ষুকদের মধ্যে বিতরণ আর ফাতিহাখানীর আড়ম্বর এবং এক নিশ্বাসে মছজিদে, গীর্জায় ও মন্দিরে কায়েদে আযমের রূহের মুক্তির জন্য প্রার্থনার আয়োজন দ্বারাই কি তাঁহার ইয়াদগারের ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে? আমাদের দেশে এরূপ প্রাণহীন রেওয়াজ-পরস্তীর বহু নমুনা অনেকদিন হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। কায়েদে আযম একটি জীবন্মৃত ও আত্ম-বিস্মৃত জাতিকে সঞ্জীবিত এবং আত্মমর্যাদার গৌরবে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আত্মপ্রত্যয়হীন গতানুগতিকতাবাদী নেতা ও শাসন-কর্তাদের বদওলতে কায়েদে আযমের ইয়াদগারও রাম নবমীতে পরিণত হইতে চালিয়াছে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ধর্ম কি প্রতিমা পূজা?

সাকার ও বস্তুতন্ত্রবাদী প্রতিমা ও ক্রুশ পূজকগণ ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের গীর্জায় ও মন্দিরে পাকিস্তানের জনক কায়েদে আযমের জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন বটে, কিন্তু স্বয়ং কায়েদে আযমও কি তওহীদ ও শিরুকের সমপর্যায়ে অনুরক্ত ছিলেন? প্রার্থনার তাৎপর্য কি? বাস্তবিকই কি আমাদের শাসকগোষ্ঠি প্রার্থনাকে বিশ্বাস করেন এবং প্রার্থনার সাহায্যে তাঁহারা কায়েদে আযমের আত্মার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন? না ইহা তাঁহাদের নিছক ভণ্ডামি মাত্র? যে ইছলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাকিস্তান সংগ্রামে কায়েদে আযম আত্মদান করিয়াছিলেন, যে রাষ্ট্রের জন্য ইছলামী সংবিধানের প্রতিশ্রুতি বারংবার বিঘোষিত হইয়াছে সেই পাক-রাষ্ট্রের জনকের আত্মার মুক্তিকল্পে আল্লাহর সান্নিধ্যের সংগে সংগে

কালীমন্দিরে এবং ক্রুশমূর্তির গীর্জায় প্রার্থনার নির্দেশ প্রদান করা ইছলামের মুখ ভেংচাইবার নামান্তর নয়কি? পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি কবে আত্মস্থ হইবেন?

পাকিস্তান সংগ্রামের স্বরূপ

"ইয়াদগারে জিন্নাহকে" সত্যকার ভাবে সার্থক ও উদ্দেশ্যমূলক করিতে হইলে জাতিকে নূতন করিয়া পাকিস্তান সংগ্রামের স্বরূপ উত্তমরূপে হৃদয়ংগম—করিতে হইবে। ইংরেজ ও হিঁদুয়ানী যাঁতাকলের মধ্যভাগে নিষ্পেষিত থাকিয়া প্রায় দুই শত বৎসরের মধ্যে হিন্দ উপমহাদেশের মুছলমানগণ তাহাদের ধর্ম, নীতিনৈতিকতা, তমদ্দুন, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক সুখ সুবিধা, ব্যক্তিত্ব এবং জাতীয়তার সমস্ত গৌরবই হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছিল। বৈদেশিক প্রভুগণ মুছলমানদের নিকট হইতে তাহাদের রাজ্য ও সম্পদ, মনুষ্যত্ব ও শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই গ্রাস করিয়া সেগুলির ভুক্তাবশিষ্ট এই দেশের সংখ্যগুরু দলের মধ্যে এরূপ ভাবে বিলাইয়া দিতেছিলযে, মুছলমানগণ একাদিক্রমে দ্বিবিধ দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। দেশের সংখ্যগুরু দল প্রভুদের হস্তান্তরিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহের একচেটিয়া বখরাদার থাকিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের সংখ্যাধিক্যের অহংকারে প্রমত্ত হইয়া এক জাতীয়তার শংখ বাজাইয়া যেন তেন প্রকারেণ মুছলমানদিগকে তাঁহাদের এক জাতীয়তার ধর্মে দীক্ষিত অথবা খেজুরের দেশে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্রেও মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। মরহুম কায়েদে আযম এক-জাতীয়তার যূপকাষ্ঠে মুছলিম জাতিকে বলি দিবার সাধে বাদ সাধিয়াছিলেন এবং দুইশত বৎসরের ভিতর মুছলমানদের সংস্কৃতি, তমদ্দুন, অর্থনীতি, মতবাদ, দৃষ্টিভংগী ও নীতিনৈতিকতায় যে বিপুল বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহা বিদূরিত করিয়া সেগুলির পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে মুক্তি ও আযাদীর আযান নিনাদিত করিয়াছিলেন। ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রবর্তিত এক জাতীয়তার আদর্শই ছিল নিছক অন্তঃসারশূন্য ভণ্ডামি মাত্র। কায়েদে আযম কস্মিন কালেও ভণ্ড ছিলেন না, যাহারা কায়েদে আযমের মুছলিম-জাতীয়তার আদর্শকে আন্দোলনের সাময়িক টেকনিক মনে করে, তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ভণ্ড, পাকিস্তানের শত্রু এবং ইছলামের দুশ্‌মন। দুশ্‌মনদের অভিপ্রায় এই যে, কায়েদে আযমের প্রিয় আদর্শ পাকিস্তান অর্জনের পরও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাক, পাকিস্তানে ইছলামের প্রভুত্ব বিলীন হউক। ক্রুশ ও ত্রিশূল অর্ধচন্দ্রের সমকক্ষতালাভ করুক এবং এইভাবে—পাকিস্তানের পবিত্র আদর্শের অপমৃত্যুর সংগে সংগে এই রাষ্ট্রের বুক আবার বিদেশীয় ও বিজাতীয় প্রভাবে দলিত ও মথিত হইয়া উঠুক। কায়েদে আযমের ইয়াদগার উপলক্ষে শত্রুদলের এই সকল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাদিগকে বিশেষভাবে সাবধান হইতে হইবে।

জাতীয় দুর্ভাগ্য

বুকভরা যেসকল আশা ভরসা লইয়া মরহুম কায়েদে আযমের নেতৃত্বে মুছলমানগণ পাকিস্তান সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, যে-বিশ্বাস ও ভরসাকে সম্বল করিয়া পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহারা অশ্রুতপূর্ব আত্মত্যাগ, কুরবানী ও অর্থনৈতিক সর্বনাশ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, সেগুলির একটিও আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয় নাই। আমাদের আযাদ রাষ্ট্রের শাসন সংবিধান আজও গোলামীর যুগের অনরূপ রহিয়াছে, রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা ও উহার ভংগি অপরিবর্তিত রহিয়াছে, আইন এবং শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যবস্থাও পূর্ববৎ আছে, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং নীতিনৈতিকতার অবস্থাও অবিকল যথাপূর্বং তথা পরং রহিয়াছে। গোলামীর অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়াই স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করা হইয়াছিল, কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করার পর সুযোগ ও সুবিধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমরা আমাদের অবস্থার কোন দিক দিয়াই পরিবর্তন করিতে পারি নাই বরং সত্যের অনুরোধে একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, কোন কোন দিক দিয়া অবস্থার অনেক অবনতিই ঘটিয়াছে। আন্তর্জাতিকভাবে পাকিস্তানের সুনাম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক ব্যাপার এইযে, রাষ্ট্রের অবস্থা যতই মারাত্মক ও সংকটজনক হউকনা কেন, জনগণের মনে নৈরাশ্য ও অবহেলার ভাবই ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

কারণ কি ?

চতুর্মুখী নৈরাশ্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে বসিলে একটি বিষয় প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে ভেদবুদ্ধি ও স্বার্থসর্বস্বতার মহাপ্লাবন আরম্ভ হইয়াছে এবং এই ভেদবুদ্ধি ও স্বার্থসর্বস্বতার দরুণেই আমাদের নেতা ও শাসকগোষ্ঠি রাষ্ট্রের কল্যাণের পথে দীর্ঘ আট বৎসরের ভিতর এক পাও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ক্ষমতালাভের জন্য বিরামহীন অশুভ লড়াই সর্বদা শাসক ও শাসিত উভয় দলকে অনিশ্চয়তার ভিতর ফেলিয়া রাখিয়াছে। সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার জন্য বিরুদ্ধ সমালোচনা ও দলের প্রয়োজন অস্বীকার করা চলেনা, কিন্তু পাকিস্তানে যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং অসৎ উপায়ের অবলম্বন দ্বারা প্রত্যেকটি ক্ষমতা-লোলুপ দল কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাহার ফলে আমাদের নেতৃগণ দেশবাসীর মনে তাঁহাদের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতা সম্বন্ধে ঘোর নৈরাশ্যের ভাব সৃষ্টি করিয়াছেন।

ক্ষমতা অর্জনের নূতন ভূমিকা

পাকিস্তানের উভয় বাহুর সংখ্যা-সাম্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটে পরিণত করার শর্তহীন প্রতিশ্রুতি যোগাইয়া এমন কি অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে ইছলাম বিরোধী নয়া শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া জনাব ছুহরাওয়ার্দী ছাহেব প্রধান মন্ত্রিত্বের উম্মিদওয়ারী করিয়াছিলেন, কিন্তু যেমনই এই শিকা তাঁহার পরিবর্তে জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর ভাগ্যে ছিঁড়িল, অমনই তিনি পাকিস্তানের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, বর্তমান গণপরিষদ প্রতিনিধিমূলক নয় এবং তাঁহাদের প্রণীত শাসনতন্ত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইতে পারিবেনা। শ্রীযুক্ত বাবু সুখদেব শেঠ ও জনাব জি, এম, ছৈয়দ সিন্ধুর চীফকোর্টে আবার নূতন গণপরিষদের অবৈধতা ঘোষণা করার দাবী উপস্থিত করিয়া আবেদন জানাইয়াছেন।

বড়ে মিয়াঁ তো বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ ছুবহানাল্লাহ !

ছুহরাওয়ার্দী ছাহেবের ডেপুটী আতাউর রহমান ছাহেব আরো মজার বোল ধরিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের সারাংশ এইযে, "পূর্ববাংলাকে আবার বাংগালী সাজিতে হইবে। ছুহরাওয়ার্দী ছাহেবের নেতৃত্বই যখন কায়েম হইলনা, তখন স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, উভয় অংশের জনগণের মধ্যে মনের মিল নাই। সুতরাং যোর করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে যুক্ত করিয়া রাখায় কোন লাভ নাই।" অতএব কিয়া বাত্ ? এখন হইতে পূর্ববংগবাসীগণ পাকিস্তানের পরিবর্তে বলুন ঃ পূর্ববাংলা যিন্দাবাদ ! বোধ হয় এই জন্যই পাকিস্তানকে ভাসাইয়া দিয়া কম্যুনিস্ট মওলানা ভাসানী প্রভিন্সিয়াল অটোনমীর দাবীকে যোরদার করিয়া তুলিতেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল—গফ্ফার খান আবার যোরেশোরে পখ্তুনিস্তান আন্দোলনের তুরীধ্বনি করিয়াছেন, তাঁহার সভায় মুহুর্মুহু পখ্তুনিস্তান যিন্দাবাদ ধ্বনি শ্রুতগোচর হইতেছে !

নূতন মিতালী

সীমান্তগান্ধী সমভিব্যাহারে ফিরোযখান নূন, কিযিলবাশ, জি, এম, ছৈয়েদ এবং ছরদার আবদুর রশীদ প্রভৃতি এক ইউনিটের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন খাড়া করিয়াছেন। ইতিমধ্যে করাচীতে এ সম্পর্কে একটি অধিবেশনও হইয়া গিয়াছে।

দুই জাতীয়তার অপমৃত্যু

মুছলিমলীগ, যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামীলীগ একটি বিষয়ে একমত হইতে পারিয়াছেন দেখিয়া আমরা হাসিব কি কাঁদিব স্থির করিতে পারিতেছিনা। দুই জাতীয়তার বুনিয়াদেই পাকিস্তান আন্দোলনের উদ্ভব ঘটিয়াছিল বলিয়া আমরা জানি, কিন্তু উপরিউক্ত দলগুলি এই আদর্শের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই পাকিস্তানের জন্য যুক্ত-নির্বাচনের দাবী মানিয়া লইয়াছেন। ইহার পরও কি পাকিস্তানে সংখালঘু স্বার্থকে জিয়াইয়া রাখিতে হইবে ?

আশার ক্ষীণ আলোক

কায়েদে আযম স্মৃতিবাসরে নূতন প্রধান মন্ত্রী জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ছাহেব ঘোষণা—করিয়াছেন যে, আগামী দুই তিন মাসের মধ্যেই ইছলামী গণতন্ত্রের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবে। ইছলামী গণতন্ত্র কি চীয, পূর্ববর্তীগণের ন্যায়—চৌধুরী ছাহেবও তাহা সুস্পষ্ট করেননাই। পূর্বেও তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছিলেন,

ইছলামের ভ্রাতৃত্ব, ন্যায় বিচার ও জনকল্যাণমূলক আদর্শের ভিত্তিতে স্থায়ী ও প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার সরকারের উদ্দেশ্য। তিনি ইহারও আভাষ দিয়াছেন যে, কমনওয়েলথের অন্তরভুক্ত থাকিয়া জাতীয় অখণ্ডতা ও নিরাপত্তাকে রক্ষা করিয়া চলা এবং পাকিস্তানের উভয় অংশকে সর্বাধিক পরিমাণ স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দিয়া পাকিস্তানকে ফেডারেল রিপাবলিকে পরিণত করাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। চৌধুরী ছাহেবের উক্তি এবং প্রতিশ্রুতি দ্বারা দেশবাসী আশান্বিত হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য আমরা তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ নই, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁহার কার্যক্রমকে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ আদর্শের ভিত্তিতে দাঁড় করাইতে না পারিতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার সরকার জনগণের মন অধিকার করিতে এবং রাষ্ট্রের শত্রু দলের ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করিতে কিছুতেই—সক্ষম হইবেননা। নূতন জীবনের স্পন্দন এবং কর্মের প্রেরণা জাতির মধ্যে সৃষ্টি করিতে না পারিলে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছুই অবশিষ্ট রহিবেনা। পাকিস্তানীদের জন্য আজ প্রয়োজন—কোরআন ও ছুন্নাহর ভিত্তিতে বিরচিত একটি সুষ্ঠু ও মযবুত শাসনসংবিধান, তাহাদের জন্য প্রয়োজন—গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার সৃষ্টি, নাগরিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা এবং বিচারালয় গুলির স্বাধীনতা। তাহাদের জন্য আবশ্যক অর্থনৈতিক জটিলতা সমূহের সমাধান, বেকার সমস্যার প্রতিকার এবং ভাত, কাপড়, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা, শাসন সৌকর্যের মধ্য হইতে চুরি, ঘুষ, আত্মীয়-তোষণ এবং দলীয় স্বার্থপরতার সমূলে উৎসাদন, জাতির আশা ভরসার অনুরূপ কাশ্মীর সমস্যার সমাধান, পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তির—পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের অবাধ সার্বভৌম স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে বিদেশীয় ও বিজাতীয় প্রভাব হইতে মুক্ত করার জন্য বলিষ্ঠ নীতির অনুসরণ। আমরা যাহা নিবেদন করিলাম, যদি চৌধুরী ছাহেবের নূতন সরকার ঐকান্তিক ভাবে তাহা বিবেচনা করিয়া—সাহসিকতার সহিত কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারেন, তবেই তাঁহার সরকারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া সম্ভবপর হইবে।

কাশ্মীর সমস্যা

কাশ্মীর পরিস্থিতি অধিকতর জটিল পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ গণভোট গ্রহণের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছেন! প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করার কোন প্রতিশ্রুতিই ভারত প্রদান করে নাই, জাতিসংঘ কমিশনের চাপে পড়িয়াই তাঁহারা—সাময়িক ভাবে শর্তাধীন গণভোটের কথা মানিয়া লইয়াছিলেন মাত্র! পক্ষান্তরে একলক্ষ বাস্তুত্যাগী হিন্দুর পুনর্বাসন দ্বারা জম্মু ও কাশ্মীরকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করার জন্য ভারতীয় পুনর্বাসন সচিব মেহের চাঁদ খান্না ও কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী বখ্‌শীর মধ্যে তোড়জোড় চলিতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে বহু কলোনীও নির্মাণকরা হইতেছে। পাকিস্তানের সীমানা ঘেঁসিয়া ভারত যে ভূগর্ভ-দুর্গ নির্মাণ করিয়াছে, সেগুলি ছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরের বয়ৌরীতে ভূগর্ভ সামরিক হেড কোয়ার্টার নির্মাণ কার্যেও আত্মনিয়োগ করিয়াছে, ইহাতে গোলা বারুদ ও পেট্রোলের বিরাট ডিপো রহিবে। টেলিফোন ও বেতার যোগাযোগের সংগে সংগে এখানে পূর্ণ সজ্জিত অস্ত্রাগার ও মোটর গাড়ীর কারখানাও রহিয়াছে। ডেমোক্রেটিক নেতা পণ্ডিত প্রেমনাথ বযযাযকে আকস্মিক ভাবে গ্রেফতার করিয়া দিল্লীতে আটক রাখা হইয়াছে এবং তাঁহার সহকর্মীগণের বাসগৃহ খানাতলাশী করা হইয়াছে কিন্তু স্বয়ং কাশ্মীরে ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্তের ঘোর প্রতিবাদ চলিতেছে। পাক প্রধান মন্ত্রীর পণ্ডিত নেহরুর সহিত আলোচনা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী ছাহেব পাকিস্তানের জনগণের আশা ভরসা অনুসারেই কাশ্মীরের প্রশ্নকে গুরুত্ব দান করিবেন—বলিয়া আমাদিগকে আশান্বিত করিতে চাহিলেও কার্যতঃ পাক রাষ্ট্রে কাশ্মীর উদ্ধার সম্বন্ধে কোন সরকারী উদ্যমের পরিচয়ই পাওয়া যাইতেছেনা।

এমন কি এক ইউনিট বিদ্যুৎও কাশ্মীর কোন স্থান লাভ করিতে পারেনাই। কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের ঔদাসীন্য ও গড়িমসি নীতি মহা সর্বনাশের কারণ হইবে বলিয়াই আমরা আশংকা করিতেছি।

দেশব্যাপী মহাপ্লাবন

গত বৎসরকার বন্যায় কৃষক ও জনসাধারণ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহার জের মিটিতে না মিটিতেই পুনরায় এই বৎসরে বন্যার প্রবল প্রকোপে পূর্ববাংলার ন্যূনাধিক সাতটি যিলা সর্বস্বান্ত হইয়া গেল। বহুস্থানে আউশের আবাদ সমূলে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এবং আমনের ভাবী সম্ভাবনা না থাকায় দরিদ্র জনগণ অন্নকষ্টের করালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। বন্যার প্লাবন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ফলে অনেকস্থানে গবাদি পশু খাদ্যের অভাবে এবং দীর্ঘ সময় পানিতে দাঁড়াইয়া থাকার ফলে রুগ্ন অস্থিকংকালসার এবং কোন কোন স্থানে বিনষ্টও হইয়াছে। বীজের অভাবে কৃষকরা রবি শস্যেরও কোন ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা। গত বৎসরের তুলনায় এবারে বন্যার পানি প্রায় তিন ফুট অধিক বর্ধিত হইয়াছিল। আর্ত নরনারীদের সাহায্যকল্পে সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সংকটের ব্যাপকতা ও রুদ্রতার তুলনায় তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিলেই চলে আর শুধু সরকারের পক্ষে একক ভাবে এই আছমানী দুর্বিপাকের প্রতি-বৎসরে প্রতিরোধ করাও সম্ভবপর নয়. বাহির হইতেও এবারে উল্লেখযোগ্য কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইবার কথা আমরা শ্রবণ করি নাই। পাকিস্তান কায়েম হইবার পর এই রাষ্ট্রে অনেক মাননীয় ব্যক্তি আঙুল ফুলিয়া কলাগাছে পরিণত হইয়াছেন। যে কৃষকের শ্রমলব্ধ অর্থে তাঁহাদের পরিপুষ্টি ঘটিয়াছে, তাহাদিগকে রক্ষা করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা কি তাঁহাদের কর্তব্য নয়?

সরকারী তৎপরতার স্বরূপ

আমরা ইহা জানিতে পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি যে, বন্যা প্রপীড়িতদের সাহায্যকল্পে কোন কোন স্থানে সরকারী কর্মচারীগণের মাধ্যমে নাচগান এবং নরনারীর অবাধ মেলামেশার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। আমরা নাচগান ও সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতির সমর্থক নই বলিয়াই যে এই আচরণকে নিন্দার্হ মনে করি, তাহা নয়। আমরা বিশ্বাস করি এইরূপ আচরণ দ্বারা পাকিস্তানের নাগরিকবৃন্দের নৈতিক মেরুদণ্ডকে ভাংগিয়া দেওয়া হইতেছে। জনগণের ব্যাপক সংকট ও বিপদে সাহায্যের হস্ত স্বেচ্ছায় প্রসারিত করা জাতীয় কর্তব্য। নাচগান ও আমোদ প্রমোদ ছাড়া জাতির সংকট মুহূর্তে আগাইয়া আসার অভ্যাস যদি জনগণের না থাকে অথবা শাসকগোষ্ঠি তাঁহাদের খোশখেয়ালের বশবর্তী হইয়া এই দায়িত্ব বোধ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহাহইলে এ জাতির ভবিষ্যৎ কি হইবে? নাচগানের ভক্তেরদল সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের রুচি ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কিন্তু এ-ভাবে সুযোগের অপব্যবহার করিতে থাকিলে পুণ সংকট মুহূর্তে ইহার ফল যে অত্যন্ত বিষময় হইবে, তজ্জন্য আমরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীছের ডাক

জনগণের সেবা বিশেষ করিয়া দুঃস্থ ও প্রপীড়িত মানবের সেবা মুছলিম জীবনের অন্যতম মহান কর্তব্য। এই কর্তব্য-বোধে অনুপ্রাণিত হইয়াই পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ গত বৎসর বন্যা বিক্ষুব্ধ অঞ্চল সমূহের বিধ্বস্ত মছজিদ ও মাদরাছা সমূহের সংস্কারকল্পে প্রায় চারি হাজার টাকা বিতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এবারকার বিপদ গত বৎসরের তুলনায় অধিকতর ব্যাপক ও সর্বনাশকর হইয়াছে। নানা অক্ষমতা ও অসুবিধা সত্ত্বেও সংকটের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া জমঈয়তে আহলেহাদীছ প্রয়োজনের আহ্বানে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেনাই, তাই বন্যার্ত দুঃস্থ—মানবতার সাহায্যকল্পে জমঈয়তের তত্ত্বাবধানে "আহলে হাদীছ রিলিফ কমিটি" নামে একটি সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। তর্জুমানের পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকদিগকে মানবতার এই আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

সম্পাদকের ছফর

কয়েক বৎসরের উপর্যুপরি অনুরোধের ফলে তর্জুমানের দীন সম্পাদক তাহার চিররুগ্ন ও অচলপ্রায় অবস্থা লইয়াই ময়মনসিংহ ও ঢাকার কয়েকটি স্থান পরিদর্শন ও পরিভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে বিগত জুলাই মাসের শেষের দিকে দফ্‌তর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল কিন্তু আকস্মিকভাবে বন্যার প্রকোপে পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাকে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া টাংগাইল মহকুমার কয়েকটি স্থানে আটক থাকিতে হয়। ডাক ও রেলওয়ে যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় নির্বাসিত প্রায় অবস্থায় থাকিয়া অবশেষে নৌকাযোগে বিগত ২৪শে আগস্টের সন্ধ্যায় আল্লাহর ফযলে সম্পাদক সদর দফতরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। তাহার পুরাতন পীড়া ও দৃষ্টিহীনতার অবস্থা অবনতির দিকেই চলিয়াছে। এই ছফরে যাঁহারা দীন সম্পাদকের সর্বতোভাবে সাহচর্য করিয়াছেন এবং তাহার সংবাদ জানিবার জন্য যাঁহারা ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিশ্ব পরিক্রমা

প্রকৃতির ধ্বংসলীলা

পূর্ববঙ্গে এই বৎসরের ভয়াবহ বন্যায় মোট ৪০কোটি টাকা মূল্যের ফসলাদি ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া এক নির্ভরযোগ্য সংবাদে প্রচারিত হইয়াছে। এক ঢাকা বিভাগেই মোট ১০ কোটি টাকা মূল্যের ফসল ও ৩ কোটি টাকার সম্পত্তি এই সর্বগ্রাসী প্লাবনে বিধ্বস্ত হইয়াছে। বন্যায় আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ১৩ হাজার, ক্ষতিগ্রস্ত হাইস্কুল, হাইমাদ্রাসা এবং কলেজের সংখ্যা মোট ৫০০ শত। মোট ১৩টি জিলার ২২ হাজার বর্গ মাইল স্থান কম-বেশী এই বন্যার কবলে পতিত হইয়াছিল। প্রায় সোয়াদুই কোটি অধিবাসী বন্যায় প্রপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গের বন্যার প্রকোপ হ্রাস পাইতে না পাইতেই পুনঃ পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বন্যার সংবাদ আসিয়াছে। এবার পশ্চিম পাঞ্জাবের পরিবর্তে সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু আক্রান্ত হইয়াছে। আগস্ট মাসের শেষের দিকে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পেশাওয়ার, কোহাট এবং ডেরা ইছমাইল খান জিলায় হঠাৎ— অতি বৃষ্টির ফলে পার্বত্য নদীতে পানি স্ফীতির দরুণ এই ছয়লাব দেখা দিয়াছে। একটি সহরেই ৩০০টি ঘর ধ্বসিয়া গিয়াছে, বহু লোককে মজবুত গৃহের ছাদে এবং বৃক্ষ শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, অনেকগুলি গ্রাম দ্বীপে পরিণত হইয়াছে। এক পেশাওয়ার জিলার দুইটি তহশিলেই ১০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

সিন্ধুতেও আকস্মিক বন্যায় এক সুবিস্তৃত অঞ্চল ভাসিয়া গিয়াছে। সিন্ধুর থাট্টা অঞ্চল অন্যান্য ইলাকা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সিন্ধু সরকার বিমান হইতে মাকলী পর্বতে দুর্গতদের জন্য খাদ্য দ্রব্য নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রেল চলাচলও ব্যাহত হইয়াছে।

শুধু পাকিস্তানেই নয় অন্যান্য কতিপয় দেশেও মারাত্মক আকারে দুরন্ত ছয়লাব দেখা দিয়াছে। ভারতের বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের বিরাট ইলাকায় বন্যার ফলে ভীষণ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব ইলাকায় এক মারাত্মক প্লাবনে প্রায় দুইশত অধিবাসীর মৃত্যু ঘটিয়াছে ও বহু লোক নিখোঁজ হইয়াছে। কোটি কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট এবং অসংখ্য সেতু ও বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বহু রাস্তাঘাট পানিতে নিমজ্জিত এবং দালান কোঠা ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। যুক্ত রাষ্ট্রের ইতিহাসে এরূপ প্রলয়ঙ্করী বন্যা আর হয় নাই। ৫টি রাজ্য বিপদগ্রস্ত ইলাকা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। উদ্ধার কার্যে সেনা বাহিনী ও হেলিকপ্টর বিমান নিয়োজিত হইয়াছে। পানি সরিয়া যাওয়ার পর ধ্বংসের যে ভয়াবহ চিত্র ফুটিয়া বাহির হইয়াছে তাহা নাকি— মানুষের কল্পনাতীত।

কাশ্মীরের মুক্তি

কাশ্মীরের বৃহত্তর অংশকে ভারতের অন্যায় ও জবরদস্তী দখল হইতে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় পাক-সরকারের চরম ব্যর্থতায় পাকিস্তানের জনগণের ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ এখন এ ব্যাপারে সক্রিয় পন্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করিতেছে। করাচীতে এবং ঢাকায় আঞ্জুমানে মুহাজেরীনের— উদ্যোগে আহূত দুইটি বিপুল জনাকীর্ণ সভায় সক্রিয় পন্থায় কাশ্মীরকে ভারতীয় রাহুগ্রাস হইতে উদ্ধারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই করাচীর আঞ্জুমানে মুহাজেরীন কাশ্মীরে সত্যাগ্রহ শুরু করার জন্য রেযাকার সংগ্রহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আহলে-হাদীছ জামাতের পক্ষ হইতে কয়েক হাজার সত্যাগ্রহী সংগ্রহের কথা করাচীর মু'তামেরে আহলে-হাদীছের প্রচার সম্পাদক ঘোষণা করিয়াছেন। মওলানা রাগিব আহছানের সভাপতিত্বে ঢাকার জনসভায় জাতীয় জেহাদ ফ্রন্ট নামে একটি গণ প্রতিষ্ঠান গঠণের সিদ্ধান্ত গৃহীত এবং প্রত্যেক গ্রাম, সহর ও মহল্লায় জিহাদ কমিটী গঠনের

আবেদন জানান হইয়াছে।

অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্রীশ্চান—জমিন্দার লীগের উদ্যোগে দশ সহস্র অহিংস ও নিরস্ত্র সত্যাগ্রহী আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর কাশ্মীরকে—ভারত মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পথে কাশ্মীরের দখলীকৃত ইলাকায় প্রবেশের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন এবং এ জন্য বড়লাটের মধ্যস্থতায় রাণীর আশীর্বাণীও কামনা করা হইয়াছে। বড়লাট এবং পাক সরকার এ ব্যাপারে নীরব রহিয়াছেন কিন্তু ভারত সরকারে পক্ষ হইতে জনৈক মুখপত্রের মধ্যস্থতায় হুশিয়ার বাণী উচ্চারিত হইয়াছে।

পূর্বপাক মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ

সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের ৫ জন সদস্য বিশিষ্ট আর হুছেন মন্ত্রীসভা সম্প্রসারিত হইয়াছে। বর্তমানে মন্ত্রীসংখ্যা ১৫ জনে দাঁড়াইয়াছে এবং আরও বর্ধিত হওয়ার আশা আছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মন্ত্রীর জন অন্ততঃ একজন করিয়া পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্তির কথাও শুনা যাইতেছে।

এই সম্প্রসারণ বহুবিধ গুরুতর প্রশ্ন এবং সমস্যার সৃষ্টি ছাড়াও বর্তমান সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংসে মন্ত্রীকক্ষ, তাঁহাদের বাড়ী ও গাড়ীর সমস্যাকেও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। জানা গিয়াছে একই কক্ষে আপাততঃ ২।৩ জন করিয়া মন্ত্রী অফিস করিতেছেন।

বন্যা দুঃস্থ ও অভাব জর্জরিত জনগণের জন্য সম্প্রতি ৩৩ লক্ষ মণ চাউল ও ধান যথাক্রমে ১০৲ টাকা ও ৬৲ টাকা মন দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া এই সম্প্রসারিত মন্ত্রীসভা সত্যকার জনকল্যাণকর কাজের শুভ সূচনা করিয়াছেন। এ জন্য জনগণের অকপট শোকরিয়া তাঁহারা অবশ্যই দাবী করিতে পারেন।

ফেডারেল রাজধানী—করাচী হইতে গাদাপে?

উযীরে আযম চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ঘোষণা করিয়াছেন করাচী হইতে ২৫ মাইল দূরে গাদাপে কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থানান্তরিত হইবে এবং এজন্য পূর্ত-বিভাগকে পরিকল্পনা পেশের নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আকস্মিক ভাবে করাচী হইতে গাদাপের মত একটি অশ্রুতপূর্ব স্থানে পাকিস্তানের উভয় অংশের কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত রাজধানী—স্থানান্তরিত করার প্রশ্ন উদিত আর এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আইন পরিষদের অনুমোদন অনাবশ্যক বিবেচিত হইল কেন তাহা জনসাধারণ বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম। তাই চতুর্দিকে এই অন্যায় ও অযৌক্তিক—সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে এবং ইহাকে তোগলকী খামখেয়াল বলিয়াও অভিহিত করা হইতেছে। রাজধানীর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী মনে হইলে বৃহত্তর জনসমষ্টির দাবী অনুসারে উহাকে ঢাকাতেই স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

ইছরাইল-মিছর সংঘর্ষ

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে 'ইছরাইল' ও আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ বিরতি চুক্তির পর সময়ে অসময়ে উভয়ের মধ্যে ছোটখাট সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। কিন্তু বিগত—কয়েক সপ্তাহে উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ চলিয়াছে ব্যাপকতায় ও মারাত্মকতায় উহা পূর্ববর্তী রেকর্ড অতিক্রম করিয়াছে। জাতিসঙ্ঘের প্রধান পর্যবেক্ষক জেনারেল বার্ণস উহাকে "সাঙ্ঘাতিক পরিস্থিতি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হোক তাঁহার আবেদনে উভয় পক্ষ—প্রতিপক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত না হইলে—যুদ্ধবিরতিতে রাযি হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই সাময়িক চুক্তির কয়েক ঘণ্টা পরই ইছরাইলের ৫টি অস্ত্রসজ্জিত মোটর বাহিনী মিসর সীমানায় হানা দেয় এবং মিসরীয় প্রতি আক্রমণে ৪ জন হানাদার নিহত হওয়ার পর প্রত্যাবর্তন করে। 'ইছরাইল' পরে এই দুর্ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করায় উহার—প্রতিক্রিয়া বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

আরব-ইছরাইল সীমানা চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারণের জন্য মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেসের মূল পরিকল্পনাটিকে আরব রাষ্ট্রবৃন্দ অস্পষ্ট এবং অনেকটা অবাস্তব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তবে এ সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

ফেলিস্তিন সমস্যা আরব জাহানের জন্য পূর্ব হইতেই জটিল আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে।— পশ্চিমী শক্তিবর্গের এক তরফা অস্ত্র সরবরাহ এই সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিতেছে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক 'ইছরাইল'কে বিপুল অস্ত্র শস্ত্র সরবরাহ এবং বহু অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও মিছরকে সরবরাহ দানে অসম্মতি অবশেষে তাহাকে রাশিয়ার অস্ত্র সাহায্য গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে বলিয়া মনে হইতেছে।

সাইপ্রাস সমস্যা

সাইপ্রাস ভূমধ্য সাগরের একটি বৃহৎ দ্বীপ। ইহার আয়তন ৩৫৭২ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা— ৪,৮৫,০০০। ১৫৭১ সালে উহা তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তরভুক্ত হয়। ৩০৭ বৎসর তুর্কী শাসনাধীনে থাকার পর ১৮৭৮ সালে বৃটেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য দানের পুরস্কার স্বরূপ উহার শর্ত-সাপেক্ষ শাসনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনায় বৃটেন ১৮৭৮ সালের চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করিয়া দ্বীপটি সম্পূর্ণ দখলভুক্ত করিয়া লয়। সামরিক দিয়া এই দ্বীপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুয়েজ হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের পর বৃটেনের নিকট উহার গুরুত্ব আরও বর্ধিত হইয়াছে।

ঘটনাচক্রে সাইপ্রাসের বেশী সংখক অধিবাসী গ্রীক। কিন্তু ৩ শতাধিক বৎসর তুর্কী শাসনাধীনে থাকার ফলে সেখানে বহু সংখ্যক তুর্কী মুছলিম— বিদ্যমান এবং তুর্কী প্রভাব ও মুছলিম ঐতিহ্য এখনও লক্ষণীয়। গ্রীস অপেক্ষা উহা তুরস্কের নিকটবর্তী। সম্প্রতি একজন গোঁড়া পাদ্রীর আন্দোলনের ফলে এবং গ্রীক সরকারের গোপন উৎসাহে সাইপ্রাসকে গ্রীস ভুক্তির দাবী এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা সেখানে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রধান তুর্কী নেতার প্রাণ নাশের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

বৃটেন সাইপ্রাসকে আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার দেওয়ার কথা মুখে মুখে স্বীকার করিলেও এই দ্বীপটিকে ছাড়িয়া দেওয়ার ইচ্ছা তাহার মোটেই নাই। তুরস্কের— অভিমত এই যে, সাইপ্রাসের শাসন ব্যাপারে হাত বদল হইলে উহা তুরস্কেরই প্রাপ্য। বর্তমানে এই ৩ রাষ্ট্রের পারস্পরিক আলোচনায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য লণ্ডনে ৩ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই স্যালোনিকাস্থ তুর্কী কনসুলেটের উপর গ্রীক সন্ত্রাসবাদীগণ কর্তৃক ডিনামাইটের আক্রমণের সংবাদ পাইয়া ক্ষুব্ধ তুর্কী জনতা তুরস্কের প্রধান ৩টি সহরে ১৭টি গ্রীক চার্চ ও বহু দোকান পাট লুণ্ঠন এবং উহাতে অগ্নি সংযোগ করে এবং 'সাইপ্রাস তুরস্কের' এই ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে।

তুরস্ক সরকার দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে এবং সরকারী শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কর্তব্য শিথিলতার অভিযোগে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

কেহ কেহ মনে করেন গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া ও উহা জিয়াইয়া রাখিয়া বৃটেন সাইপ্রাসের উপর নিজস্ব আধিপত্য কায়েম রাখিতে চায়। অপর দিকে আমেরিকা বৃটেনের সাইপ্রাস পরিত্যাগ এবং উহার গ্রীসভুক্তি অন্তর দিয়া কামনা করে। কারণ তাহা হইলে দুর্বল গ্রীসের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া সাইপ্রাসকে আমেরিকান ঘাটি রূপে রূপান্তরিত করার সুযোগ আসিতে পারে। কিন্তু এই সব সংবাদের দৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায় নাই। তুরস্ক ও গ্রীসের স্বার্থ সাইপ্রাসে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ইহাদের ভিতর একটি সমঝোতা হইতে পারিলে বৃটেন এবং অন্যান্যদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে মুকাবেলা করিয়া স্বীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হইত। কিন্তু এরূপ আশা সুদূর পরাহতই মনে হইতেছে।

পাক-আফগান বিরোধ মীমাংসা

পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মধ্যে পাক-পতাকার অবমাননা ও পাক দূতাবাসে কাবুলী হানার ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া যে বিরোধ কেবলই— জটিল আকার ধারণ করিতেছিল সম্প্রতি উভয় সরকারের মধ্যে এক সন্তোষজনক উপায়ে তাহা মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক মর্যাদায় কাবুলস্থ পাকিস্তানী দূতাবাসে পাক-পতাকা পুনঃ উত্তোলিত হইয়াছে।